Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٦ عدد:٥، ذوالقعدة و ذوالحجة ١٤٢٣هـ/فبراير ٢٠٠٣م
رب زدني علما
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ সুবিতপুর আহ্‌লেহাদীছ জামে মসজিদ, উপযেলা ও যেলা- মেহেরপুর।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে)

পৌষ-মাঘ শাওয়াল - যুল-ক্বা'দাহ **হিজরী ১৪২৩ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০০৩ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪০৯**

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	সাহরী শেষ ও ফজর শুরু	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১-০৪ ফেব্রুয়ারী	২৮ যুল-ক্বা'দাহ-০১যুল-হিজ্জাহ	১৯-২২ মাঘ	৫ ঃ ১৮	১২ ঃ ১৫	৩ ঃ ১৪	৫ ঃ ৪৫-৪৭	৭ ঃ ০৭
০৫-০৯ ,,	০২-০৭ যুল-হিজ্জাহ	২৩-২৭ ,,	৫ ঃ ১৬	১২ ঃ ১৫	৩ ঃ ১৫	৫ ঃ ৪৭-৫০	৭ ঃ ১০
১০-১৪ ,,	০৮-১২ ,,	২৮ মাঘ - ০২ ফালগুন	৫ ঃ ১৪	১২ ঃ ১৫	৩ ঃ ১৫	৫ ঃ ৫১-৫৩	৭ ঃ ১৩
১৫-১৯ ,,	১৩-১৭ ,,	০৩-০৭ ফাল্গুন	৫ ঃ ১১	১২ ঃ ১৫	৩ ঃ ১৬	৫ ঃ ৫৪-৫৬	৭ ঃ ১৫
২০-২৪ ,,	১৮-২২ ,,	০৮-১২ ,,	৫ ঃ ০৮	১২ ঃ ১৪	৩ ঃ ১৬	৫ ঃ ৫৭-৫৯	৭ ঃ ১৯
২৫-২৮ ,,	২৩-২৬ ,,	১৩-১৬ ,,	৫ ঃ ০৪	১২ ঃ ১৪	৩ ঃ ১৭	৫ ঃ ৫৯-০১	৭ ঃ ২২

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে'। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫।*

সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'। *- আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ আলবানী, মিশকাত হা/৬০৭।*

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহ্‌রীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা
যুলক্বা'দাহ -যুলহিজ্জাহ ১৪২৩ হিঃ
মাঘ-ফালগুন ১৪০৯ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে হাদীছ ০৩
  - মাহদীর আগমন
- প্রবন্ধঃ
  - কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল ১২
    - আত-তাহরীক ডেস্ক
  - পর্দা ও মুসলিম নারী সমাজ ১৫
    - আবদুল কাদের বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব
  - অধিক কল্যাণের দো'আ ১৭
    - যহুর বিন ওছমান
  - হে যুবক! আল্লাহকে ভয় কর ১৯
    - শেখ মাহদী হাসান
  - মৃত্যু *- রফীক আহমাদ* ২৩
  - আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল ২৭
    -এডভোকেট গিয়াসুদ্দীন আহমাদ
- দিসারীঃ ২৯
  - ঢাকায় মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর আগমন!
  - মাযহাব মানব কেন? বই প্রসঙ্গে
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ ৩১
  - কে সন্ত্রাসী?
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩২
  - হাঁপানী ও তার চিকিৎসা
    -ডাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩৪
  - স্বভাব কমই বদলায়
  - বাদশাহ আমানুল্লাহ্‌র বিচক্ষণতা
    -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- কবিতা ৩৫
- মহিলা দের পাতাঃ ৩৬
  - প্রসঙ্গঃ হিল্লা বিবাহ *-তাহেরুন নেসা*
- সোনামণিদের পাতা ৩৭
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
- মুসলিম জাহান ৪৩
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- সংগঠন সংবাদ ৪৫
- প্রশ্নোত্তর ৪৭

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

সীমান্তে পুশইনঃ মানবতা তুমি কোথায়!

গ্রীক দার্শনিক দিয়োজেনিস (Diogenes) ভর-দুপুরে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে শহরে ঘুরছেন। আর কি যেন সন্ধান করছেন। লোকেরা জমা হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল- এই দুপুর বেলা রোদের মধ্যে আপনি মোমবাতি জ্বালিয়ে কি খুঁজছেন? ব্যাকুল দার্শনিক হতাশ মনে উদাস নেত্রে লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, to search man 'মানুষ খুঁজছি'।

হিটলার-মুসোলিনীর উত্তরসুরী বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণ চক্রের পশু সুলভ হিংস্র আস্ফালন দেখে প্রত্যেক জ্ঞানবান মানুষের মধ্যে যখন ক্ষুব্ধ বিবেক ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে, গত একযুগের অধিককাল ধরে 'বিশ্ব সংস্থা' কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ক্ষুধায় ও অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণকারী ইরাকের প্রায় ১৫ লক্ষ মা ও শিশুর লাশের উপরে অশ্রুতপ্ত দৃষ্টি রেখে ক্ষুধা ও রোগজর্জর ইরাকীরা যখন জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত, তখন মড়ার উপরে খাড়ার ঘায়ের মত মানবাধিকারের বিশ্বমোড়ল বুশ-ব্লেয়ার গোষ্ঠী হিংস্র নেকড়ের মত অর্ধমৃত ইরাকীদের উপরে হামলে পড়ার জন্য লেজ পাকাচ্ছে। নিজ দেশের ও অন্য দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল বিশাল যুদ্ধ বিরোধী প্রতিবাদ সমাবেশের গগণবিদারী শ্লোগানমুখর জোরালো দাবীসমূহ এইসব তথাকথিত গণতন্ত্রী ও মানবাধিকার বাদীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। আতংকিত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি যখন ইরাকের দিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর আরেক জাত দুশমন আদভানী-বাজপেয়ী চক্র বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে সর্বত্র 'পুশইন' বর্বরতা শুরু করেছে। 'পুশইন' অর্থ ধাক্কা দিয়ে ঢুকাও আর 'পুশব্যাক' অর্থ ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দাও। ১৯৯৪-৯৫ সালে বি,এন,পি সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন একবার এই মরণ খেলা শুরু করেছিল ভারত। সেদেশের বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে বিনা অপরাধে গরু-ছাগলের মত ধরে এনে সীমান্তে জড়ো করে মেরে-পিটিয়ে-ধাক্কিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে এই ছোট্ট দেশটিকে আরও সমস্যা ভারাক্রান্ত করা এবং ভয় দেখিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের নতজানু হ'তে বাধ্য করাই ছিল সেই নোংরা কুটনীতির লক্ষ্য। এবারও আমাদের সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ঘোষণা দিয়েই তারা এই বর্বরতা শুরু করেছে। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার নায়ক বর্তমানে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র ও উপ-প্রধানমন্ত্রী এল,কে, আদভানী কিছু দিন পূর্বে সেদেশে '২ কোটি বাংলাদেশী অবৈধভাবে বসবাস করছে' বলে হুমকি দিয়েছিলেন। তার পরেই গত ২২শে জানুয়ারী '০৩ থেকে তাদের এই জঘন্য 'পুশইন' তৎপরতা শুরু হয়। দিল্লী, বোম্বে, মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলাভাষী মুসলিম নাগরিকদের ধরে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সীমান্তে এনে খোলা আকাশের নীচে এমনকি কাদাপানির মধ্যে নামিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। আসতে না চাওয়ার কারণে বন্দুকের বাঁট ও লাঠি দিয়ে গরুপেটা করা হচ্ছে। ভারতের সীমান্তরক্ষী বি,এস,এফ, দস্যুদের নির্যাতন সইতে না পেরে জনৈকা মহিলা আয়েশা খাতুনের গর্ভ খালাস হয়ে গেছে। নির্যাতিতা যায়েদা খাতুন দু'শিশু সন্তান নিয়ে চলন্ত বাসের নীচে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের জ্বালা নিবারণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। জানিনা আজকে পর্যন্ত ঐ অভুক্ত ও তৃষ্ণার্ত বেদনাহত বোনটি বেঁচে আছে কি-না। ত্রিশোর্ধ পেয়ারা খাতুন ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে নিয়ে কয়দিন অভুক্ত থাকার পর একটু খাবার পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলেন 'আল্লাহ বাঁচাও'। তার অবুঝ শিশুরা ক্রন্দনরতা মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। ওরা জানেনা তাদের অপরাধ কি? দিল্লীর সীমাপুর বাঙালী পল্লীর বাসিন্দা তারা। তাদের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট ও রেশন কার্ড আছে। পুলিশ তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে সীমান্তে পুশ-ইন করার জন্য। স্বামী মনছুর আলী ঐসময় ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। পিয়ারা বেগম জানেনা তার স্বামীর অবস্থা এখন কি। ভারতীয় পুলিশেরা তাদের প্রতি হুংকার ছেড়ে বলছে 'কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি, আমারা বাংলাদেশী। নইলে গুলী করে মেরে ফেলব'। তাদের মারের চোটে কারো মাথা ফেটেছে, কারো মাজা ভেঙ্গেছে, কারু হাত-পা ভেঙ্গেছে। পিছনে বি,এস,এফ, সম্মুখে বিডিআর। পিছনে গুলী সম্মুখে গুলী। অথচ তারা জানেনা কি তাদের দোষ। এই হ'ল ভারতীয় দানবদের পুশইন তৎপরতার বাস্তব চিত্র। অথচ অর্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা নিশ্চুপ। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার পৈতা গলায় ঝুলিয়ে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে দেশের সর্বত্র। জাতিসংঘের এই সদস্য রাষ্ট্রটি জাতিসংঘের ২৫৬ নং প্রস্তাব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও বিগত ৫৪ বছর যাবত তা অমান্য করে চলেছে এবং আজও কাশ্মীরী মুসলমানদেরকে গণভোটের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সুযোগ দেয়নি। কাশ্মীরী মুসলমানদের উপরে তারা অবর্ণনীয় যুলম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ বিশ্বমানবতা নিশ্চুপ। এবার তারা বাংলাদেশ-এর দিকে মুখ ফিরিয়েছে। শান্তিবাহিনী, বঙ্গসেনা ইত্যাদি বাহিনী তাদেরই সৃষ্টি। পুশইন-এর ন্যায় অমানবিক ক্রিয়াকর্মে সম্ভবতঃ ভারতই বিশ্বে প্রথম পথিকৃৎ। নিজ দেশের নিরীহ নাগরিকদেরকে মানবঢাল হিসাবে বন্দুকের নলের দিকে ঠেলে দেওয়ার এই মর্মভেদী আচরণ এযাবত বিশ্বের কোন দেশ করেছে কি-না আমাদের জানা নেই।

বুশ-ব্লেয়ার চক্র ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র খুঁজতে জাতিসংঘকে ব্যবহার করছে। অথচ পাশেই ইসরাঈলে যে ভুরি ভুরি বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ডিপো রয়েছে, সেগুলির ব্যাপারে কারু কোন মাথাব্যথা নেই। ঐ দুষ্টচক্রের উদ্দেশ্য ইরাকের তথা মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল তৈল সম্পদ দখল করা। প্রতিবেশী ভারতেরও প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশের বাজার দখল করার সাথে সাথে তার মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা অফুরন্ত তৈলের ভাণ্ডার করায়ত্ত করা। ইতিমধ্যেই সুন্দরবন সীমান্তে তৈলকূপ খনন করে সে আমাদের তৈল সম্পদ শোষণ করতে শুরু করেছে। দক্ষিণ তালপট্টির প্রায় সিকি বাংলাদেশ এলাকা সে দখল করে নিয়েছে। যেমন নিয়েছে ইতিপূর্বে বেরুবাড়ী এলাকাটি। ভাতে মেরে, পানিতে মেরে সে বাংলাদেশকে করায়ত্ত করতে চায়। আর সেজন্যেই সিরাজদ্দৌলাদের হটিয়ে সে এখানে তার তল্পীবাহক মীরজাফরদের ক্ষমতায় বসাতে চায়। এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের প্রকৃত দুশমন রাষ্ট্রটিকে ইতিমধ্যেই চিনে ফেলেছে। তাই ভারত একদিকে এদেশের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদেরকে হাত করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে উজানে পানি আটকিয়ে, শুকিয়ে-ডুবিয়ে এবং সর্বশেষ পুশইন অপতৎপরতার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার নোংরা পথ বেছে নিয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আজ তাদের হিংস্র লালসার শিকার। যে মানুষের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি, সেই মানুষই আজ নিজ হাতে গড়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর যেসব নেতারা এগুলো করছে, তারা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও জনকল্যাণের কথা বলেই এগুলো করছেন। জনগণের ভোটে নেতা হয়ে ভোটারদের রক্তে হাত রাঙাতে এদের একটুও বিবেকে বাঁধে না। তুলনাহীন মিথ্যাচার ও মুনাফেকীর মধ্যে তলিয়ে গেছে বিশ্বরাজনীতির শীর্ষ অঙ্গন। গণতন্ত্রের নামে জনগণকে বিভক্ত করে ফায়েদা লোটার স্বার্থান্ধ ফেরাঊনী রাজনীতি সারা বিশ্বকে আজ গ্রাস করেছে। আল্লাহ বলেন, '(তথাপি) লোকেরা ফেরাঊনের নীতির অনুসরণ করছে। যদিও ফেরাঊনের নীতি সঠিক পথে পরিচালিত ছিল না' *(হূদ ৯৭)*। নিকটতম প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'ওদেরকে বের করে দেবই। কোনরূপ আপোষ করব না'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দিল্লী-কলিকাতা কুটনীতি একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। মনুষ্যত্ব, বিবেক, বিচারবোধ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যবোধ সবই আজ স্বার্থান্ধ রাজনীতির সামনে গৌণ হয়ে গেছে। সীমান্তে পুশইন চলছে। এরই মধ্যে বৃহত্তর খুলনা, যশোর ৬টি যেলাকে নিয়ে স্বাধীন 'বঙ্গভূমি' আন্দোলনের নেতারা হুমকি দিয়েছে, আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারা বিশাল সশস্ত্র ব্রিগেড নিয়ে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকবে। তারা দিল্লীকে অনুরোধ করেছে শীঘ্র বাংলাদেশ দখল করে নেওয়ার জন্য। ভারত গুজরাটে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা করল, তাদেরকে গৃহহারা করল, নিজ মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করল, এত কিছুর পরেও সে গণতন্ত্রী এবং মানবাধিকারবাদী আমেরিকার বন্ধু। বাংলাদেশের ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে ১৫ কোটি বাংলাদেশীকে পানিতে ডুবিয়ে ও শুকিয়ে মারার মরণ ফাঁদ বানিয়ে রেখেও সে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র নয়, বরং বিশ্বের সেরা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ উদারনৈতিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও স্বাধিকারবাদীরা তোমরা আজ কোথায়?

হযরত লূত্ব (আঃ) নিজের কওমকে উপদেশ দিয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে শ্লেষভরে বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই'? *(হূদ ৭৮)*। আজও তাই ভারতীয় নেতাদের বলতে ইচ্ছা করে 'তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই'? (স.স.)।

মাহদী আগমন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَهْدِىُّ مِنِّىْ، أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَّ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَّ جَوْرًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ، رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ–

অনুবাদঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, মাহদী হবেন আমার বংশের, উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ও উঁচু নাক বিশিষ্ট। তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা যমীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যেমনভাবে তার পূর্বে উহা যুল্ম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সাত বৎসর পৃথিবী শাসন করবেন'।[১]

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ 'মাহদী' অর্থ হেদায়াত প্রাপ্ত। অত্র হাদীছে ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের অব্যবহিত কাল পূর্বে আগমনকারী ইমাম মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। ঈসা (আঃ) মুসলমানদের 'আমীর' ইমাম মাহদীর পিছনে ছালাত আদায় করবেন ও মুহম্মাদী শরী'আত বাস্তবায়ন করবেন। এটি আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদার বিষয়, যা সম্পূর্ণরূপে একটি গায়েবী খবর। এতে যুক্তির কোন অবকাশ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত কোন বিষয়ে কোনরূপ অবিশ্বাস, দ্বিধা-সংশয় বা সংকোচ বোধ করা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর আগমনের বিষয়টি মুসলমানদের দৃঢ় আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের আগমন শুধু মুসলিম উম্মাহ্র জন্য নয়, বরং এটি পৃথিবীর নির্যাতিত মানবতার জন্য একটি সুখময় ও শান্তিদায়ক খবর।

'মাহদী' সম্পর্কিত হাদীছের বর্ণনাকারী ছাহাবীর সংখ্যা ২৬। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহ স্ব স্ব কিতাবে সংকলনকারী বিদ্বানের সংখ্যা ৩৬। শুধু এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকারী খ্যাতনামা বিদ্বানগণের সংখ্যা ১০। মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ছহীহ-যঈফ মিলে ৫০টি। সেকারণ মাহদী সম্পর্কিত হাদীছ সমূহকে প্রায় সকল বিদ্বান 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের বলেছেন, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। শব্দগত মুতাওয়াতির না হ'লেও মর্মগত মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই।

যে ২৬ জন ছাহাবী 'মাহদী' বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাঁদের নামসমূহ নিম্নরূপঃ ওছমান ইবনু 'আফফান, 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব, ত্বালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ, আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ, হুসায়েন ইবনু 'আলী, উম্মে সালামা, উম্মে হাবীবাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর, আবু সাঈদ খুদরী, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ, জাবের ইবনু সামুরা, আবু হুরায়রা, আনাস ইবনু মালেক, 'আম্মার ইবনু ইয়াসির, 'আওফ ইবনু মালেক, ছওবান (রাসূলের গোলাম), কুররাহ বিন ইয়াস, 'আলী আল-হিলালী, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবনুল জুয, ইমরান ইবনু হুছায়েন, আবুত্ তুফায়েল জাবের আছ-ছাদাফী (রাঃ)।

যে ৩৬ জন বিদ্বান স্ব স্ব কিতাবে 'মাহদী' বিষয়ক হাদীছ সমূহ জমা করেছেন ও উক্ত হাদীছ সমূহের সনদ পর্যালোচনা করেছেন, তাঁদের নামসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) আবুদাঊদ স্বীয় সুনানে (২) তিরমিযী স্বীয় জামে'-তে (৩) ইবনু মাজাহ স্বীয় সুনানে (৪) নাসাঈ (সাফারীনী এটি উল্লেখ করেছেন। নাসাঈ কুবরাতে নেই, তবে সম্ভবতঃ নাসাঈ ছুগরাতে মাহদী বিষয়ে হাদীছ থাকতে পারে) (৫) আহমাদ স্বীয় মুসনাদে (৬) ইবনু হিব্বান স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে (৭) হাকেম স্বীয় মুস্তাদরাকে (৮) আবুবকর ইবনু শায়বাহ স্বীয় 'মুছান্নাফে' (৯) নাঈম বিন হাম্মাদ 'কিতাবুল ফিতানে' (১০) হাফেয আবু নাঈম 'কিতাবুল মাহদী' ও 'কিতাবুল হিলইয়াহ'-তে (১১) ত্বাবারাণী স্বীয় কাবীর, আওসাত্ব ও ছাগীর গ্রন্থে (১২) দারাকুৎনী 'আফরাদ'-এর মধ্যে (১৩) বাওয়ার্দী 'মা'রিফাতুছ ছাহাবা' গ্রন্থে (১৪) আবু ইয়ালা মূছেলী স্বীয় 'মুসনাদে' (১৫) বাযযার স্বীয় 'মুসনাদে' (১৬) হারেছ বিন আবু উসামা স্বীয় 'মুসনাদে' (১৭) খাত্বীব 'তালখীছুল মুতাশাবিহ' এবং 'ফিল মুত্তাফাক্ব ওয়াল মুফতারাক্ব'-এর মধ্যে (১৮) ইবনু 'আসাকির স্বীয় 'তারীখ'-এর মধ্যে (১৯) ইবনু মানদাহ স্বীয় 'তারীখে ইস্পাহান'-এর মধ্যে (২০) আবুল হাসান হারবী 'আল-আউওয়াল মিনাল হারবিয়াত'-এর মধ্যে (২১) তাম্মাম আর-রাযী স্বীয় 'ফাওয়ায়েদ' কিতাবের মধ্যে (২২) ইবনু জারীর 'তাহযীবুল আছারের' মধ্যে (২৩) আবুবকর ইবনুল মাক্করী স্বীয় 'মু'জাম'-এর মধ্যে (২৪) আবু 'আমর দানী স্বীয় সুনানের মধ্যে (২৫) আবু গানাম কূফী কিতাবুল ফিতানের মধ্যে (২৬) দায়লামী 'মুসনাদুল ফেরদৌস'-এর মধ্যে (২৭) আবুল হুসায়েন ইবনুল মানাদী 'কিতাবুল মালাহিম'-এর মধ্যে (২৮) বায়হাক্বী 'দালায়েলুন নবুওয়াত'-এর মধ্যে (২৯) ইবনুল জাওযী স্বীয়

১. *আবুদাঊদ, সনদ হাসান; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৬০৪ 'মাহদী' অধ্যায়; আলবানী-মিশকাত হা/৫৪৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত-আফলাতুন হা/৫২২০'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায় 'ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

'তারীখ'-এর মধ্যে (৩০) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দিল হামীদ আল-হামানী স্বীয় 'মুসনাদ'-এর মধ্যে (৩১) আর-রুয়ানী স্বীয় 'মুসনাদ'-এর মধ্যে (৩২) ইবনু সা'দ স্বীয় 'ত্বাবাক্বাত'-এর মধ্যে (৩৩) ইবনু খুযায়মা (৩৪) হাসান বিন সুফিয়ান (৩৫) ওমর ইবনু শিব্হ (৩৬) আবু 'আওয়ামাহ।

'মাহদী' সম্পর্কিত হাদীছসমূহ পৃথকভাবে সংকলন করে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের মধ্যকার শীর্ষস্থানীয় বিদ্বানগণের নাম নিম্নরূপঃ

(১) আবু বকর ইবনু আবী খায়ছামাহ যুহায়ের ইবনু হারব (২) হাফেয আবু না'ঈম (৩) জালালুদ্দীন সৈয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হিঃ)। কিতাবের নামঃ العرف الوردى فى أخبار المهدى এই কিতাবে তিনি দু'শতের অধিক হাদীছ জমা করেছেন। যার মধ্যে ছহীহ, হাসান, যঈফ, মওযূ সব ধরনের বর্ণনা রয়েছে (৪) হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম-এর মধ্যে (৫) ইবনু হাজার মাক্কী (মৃঃ ৯৭৪ হিঃ)। কিতাবের নামঃ القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر (৬) 'আলী মুত্তাক্বী জৌনপুরী (মৃঃ ৯৭৫ হিঃ) 'কানযুল 'উম্মাল'-এর সংকলক। তিনি মাহদী সম্পর্কে পৃথক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। (৭) মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ)। তাঁর বইয়ের নামঃ المشرب الوردى فى مذهب المهدى (৮) মার'আ ইবনু ইউসুফ হাম্বলী (মৃঃ ১০৩৩ হিঃ)। তাঁর কিতাবঃ فوائد الفكر فى ظهور المهدى المنتظر (৯) ক্বাযী মুহাম্মাদ বিন 'আলী শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ)। তাঁর কিতাবের নামঃ التوضيح فى تواتر ما جاء فى المهدى والدجال والمسيح (১০) মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীর ছান'আনী (মৃঃ ১১৮২ হিঃ) 'সুবুলুস সালাম'-এর লেখক।

যাঁরা 'মাহদী' সম্পর্কিত হাদীছ সমূহকে 'মুতাওয়াতির' গণ্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বিদ্বানগণ হ'লেনঃ

(১) মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়েন আল-আবেরী (মৃঃ ৩৬৩ হিঃ) كتاب مناقب الشافعى -এর লেখক।

(২) মুহাম্মাদ আল-বারযানজী (মৃঃ ১১০৩ হিঃ) الإشاعة لأشراط الساعة -এর লেখক।

(৩) মুহাম্মাদ আস-সাফারীনী (মৃঃ ১১৮৮ হিঃ) لوامع الأنوار البهية -এর লেখক।

(৪) মুহাম্মাদ বিন 'আলী শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ) التوضيح فى تواتر ما جاء فى المهدى والدجال والمسيح -এর লেখক।

(৫) নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১২৪৬-১৩০৭ হিঃ) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة -এর লেখক।

(৬) মুহাম্মাদ বিন জা'ফর আল-কাতানী (মৃঃ ১৩৪৫ হিঃ) النظم المتناثر من الحديث المتواتر -এর লেখক।

(৭) বর্তমান যুগে এ বিষয়ে গবেষণামূলক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে সঊদী আরবের বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুস্তানী ছাত্র আবদুল আলীম বিন আবদুল আযীম বিরচিত এম,এ, থিসিস الأحاديث الواردة فى المهدى فى ميزان الجرح والتعديل নামক ছয়শত পৃষ্ঠার উর্ধ্বের বিরাট গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

উল্লেখ্য যে, শী'আরাও মাহদীর আক্বীদা পোষণ করে থাকে। তবে তাদের দাবীকৃত মাহদীর নাম হ'ল মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আসকারী, যিনি 'হুসায়েন' বংশীয়। উক্ত মাহদী ইছনা 'আশারী শী'আ উপদলের ১২তম নিষ্পাপ ইমাম। যিনি তাদের ধারণা মতে তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করে পাঁচ বছর বয়সে শৈশব অবস্থায় সামুরার নিম্ন কুঠিতে প্রবেশ করে আর বের হননি। তারা এযাবত উক্ত কুঠি থেকে তাঁর বের হবার অপেক্ষায় রয়েছে। পক্ষান্তরে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা মতে মাহদী হ'লেন 'হাসান' বংশীয় এবং তাঁর নাম হ'ল মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ। তিনি নিষ্পাপ নন। তিনি ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে আবির্ভূত হবেন। অতএব মাহদী সম্পর্কে শী'আ ও সুন্নীদের আক্বীদার মধ্যে আসমান ও যমীনের প্রভেদ বিদ্যমান।

মাহদী সম্পর্কে বিদ্বানগণ চারটি মতে বিভক্ত হয়েছেনঃ

১. তিনি হ'লেন ঈসা মসীহ ইবনু মারিয়াম (আঃ)। এঁরা মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ আল-জুনদী হ'তে আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেন। কিন্তু হাদীছটি ছহীহ নয়। ইবনু মাজাহ বর্ণিত উক্ত হাদীছটির শেষাংশ হ'লঃ ..وَلاَ الْمَهْدِىُّ إِلاَّعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ '...এবং মাহদী নেই ঈসা ইবনু মারিয়াম ব্যতীত'।[২]

উপরোক্ত শেষাংশটি 'মুনকার'। যদি হাদীছটিকে ছহীহও ধরা হয়, তবে তার অর্থ হবে لاَمَهْدِىَّ كَامِلاً مَعْصُوْمًا

২. *ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৯ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, 'দুরূহকাল' অনুচ্ছেদ নং ২৪; ইবনু কাছীর, আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম (বৈরুতঃ ১৪১১/১৯৯১) পৃঃ ২৭; সিলসিলা যাঈফাহ হা/৭৭।*

إِلاَّعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ 'পূর্ণাঙ্গ নিষ্পাপ মাহদী নেই ঈসা ইবনু মারিয়াম ব্যতীত'। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে, 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই'।[৩] অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার নয়। অসংখ্য ছহীহ হাদীছে ক্বিয়ামত প্রাক্কালে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও ক্বিয়ামতের মধ্যবর্তী সময় ঈসা হচ্ছেন একমাত্র ও পূর্ণাঙ্গ মাহদী। তিনি দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের সাদা মিনার হ'তে দু'টি হলুদ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর দিয়ে অবতরণ করবেন। তিনি পৃথিবীতে ইসলামী শাসন জারি করবেন। ইহুদী-নাছারাদের হত্যা করবেন। অন্য সকল ধর্মের ধ্বংস সাধন করবেন। জিযিয়া কর আরোপ করবেন। মুসলমানদের আমীরকে সহযোগিতা করবেন ও তাঁর পিছনে ছালাত আদায় করবেন। দাজ্জালদের নিধন কাজে তাঁকে সাহায্য করবেন। অবশেষে মূল দাজ্জালটিকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী 'লুদ' শহরের দরজায় হত্যা করবেন। তিনি সাত বছর অবস্থান করবেন। সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ও তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। অতঃপর পুনরায় অন্যায়-অনাচার শুরু হবে। এমতাবস্থায় একটি শীতল বায়ু প্রবাহিত হবে ও এর ফলে যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান বা কল্যাণ চিন্তা থাকবে, তারা সবাই মৃত্যুবরণ করবে। তখন পৃথিবীতে কেবল দুষ্ট লোক থাকবে। যাদের মধ্যে ভাল-মন্দের বাছ-বিচার থাকবে না। এ সময় শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে এসে তাদেরকে মূর্তি পূজার আহ্বান জানাবে। মানুষ তাই-ই করবে। অতঃপর ইস্রাফীলের শিঙ্গায় ফুঁকদানের মাধ্যমে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।[৪]

২. ইনি হ'লেন আব্বাসীয় খলীফা মাহদী বিন মানছুর (১৫৮-১৬৯ হিঃ)। এমতটি যে সঠিক নয়, তার বড় প্রমাণ হ'ল এই যে, তাঁর খেলাফতকাল বহু পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঈসা (আঃ) অবতরণ করেননি ও মাহদীর পিছনে ছালাত আদায় করেননি। যদি এমতটিকে সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে তিনি হ'তে পারেন ঐ সকল হেদায়াত প্রাপ্ত খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের সম্পর্কে হাদীছে ইঙ্গিত এসেছে। যেমন বুখারী ও মুসলিমে জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: لاَيَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمْ اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً، ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ أَبِيْ: مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، رواه مسلم– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, জনগণের শাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে যতদিন তাদের মধ্যে ১২ জনের শাসন থাকবে। অতঃপর তিনি চুপে চুপে বলেন, তারা সকলেই হবে কুরায়েশ বংশীয়'।[৫] হাদীছের শব্দগুলি ছহীহ মুসলিমের। সরলার্থ এই যে, পৃথিবীতে ১২ জন ন্যায়পরায়ণ শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হক ও ইনছাফ কায়েম করবেন। তারা একত্রে বা একই সময়ে পরপর হওয়া আবশ্যক নয়। বরং বিভিন্ন যুগে ও সময়ে হ'তে পারেন। তাঁদের মধ্যে চারজন হ'লেন প্রথম যুগের চার খলীফা হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)। এ বিষয়ে রাসূলের স্পষ্ট হাদীছ এবং মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের ঐক্যমত রয়েছে কিছু সংখ্যক শী'আ ব্যতীত। তাদের মতে আলী (রাঃ) ব্যতীত বাকী তিন খলীফা অবৈধ ও জবর দখলকারী। এমনকি তাদের মতে ১২ জন ন্যায়নিষ্ঠ খলীফার সকলকে আলী (রাঃ)-এর বংশের হ'তে হবে। শী'আদের ইছনা 'আশারী গ্রুপটি তাদের ধারণা মতে আলী বংশের ১২তম ইমামের আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। উক্ত গ্রুপের নেতা ইমাম খোমেনীর মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে ইরানে বিপ্লব সাধিত হয়েছে ও রেযা শাহ পাহলবীর পতন ঘটেছে।

শী'আ ব্যতীত বাকী সকল মুসলিম বিদ্বানের ঐক্যমত অনুযায়ী খুলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফার পরে উমাইয়া খলীফা উমার বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ) সহ উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে উক্ত বারো জন ন্যায়নিষ্ঠ খলীফা রয়েছেন। অতঃপর কুরায়েশ বংশ থেকেই সর্বশেষ ও প্রকৃত মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে। যার নাম হবে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ। কখনোই তার নাম মুহাম্মাদ বিনুল হাসান আল-আসকারী নয়, যে দাবী শী'আরা করে থাকে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, মাহদী হবেন ন্যায় ও ইনছাফের চূড়ান্ত যেমন দাজ্জাল হবে অন্যায় ও অত্যাচারের চূড়ান্ত। তবে প্রধান মাহদী ও প্রধান দাজ্জালের আগমনের পূর্বে অনেক দাজ্জাল ও অনেক মাহদীর আগমন ঘটবে'।

৩. তিনি হবেন নবী পরিবারের মধ্যকার হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর বংশধর। যিনি আখেরী যামানায় আগমন করবেন ও জগত সংসারকে ন্যায় ও ইনছাফে ভরে দেবেন। অধিকাংশ হাদীছ এই বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। আবুল হাসান সামহুদী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) বলেন, হাদীছ সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মাহদী হবেন ফাতেমার বংশধর। যেমন আবুদাউদে এসেছে, إِنَّهُ مِنْ وَّلَدِ الْحَسَنِ 'তিনি হবেন হাসান-এর বংশধর'। একথার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় লুকিয়ে রয়েছে। সেটি হ'ল এই যে, উম্মতের প্রতি স্নেহ পরায়ণ হয়ে তিনি (মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকূলে) খেলাফত পরিত্যাগ করেছিলেন। এমনকি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও এ ব্যাপারে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। হুসায়েন

৩. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩৫ 'সনদ হাসান।*

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫ হা/৫৫১৯-২০ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩, ৭।*

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৭৪ 'মর্যাদা সমূহ' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৮২১ 'ইমারত' অধ্যায় হা/৬।*

(রাঃ) নিহত হবার পূর্ব রাতে এ বিষয়টি স্মরণ করেন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপরে রহমতের দো'আ করেন। অতঃপর মাহদী হুসায়েন বংশীয় হবেন বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে, তা নিতান্তই বাজে উক্তি'। বলা চলে যে, এটাই আল্লাহ্র নীতি যে, কোন ব্যক্তি বৃহত্তর স্বার্থে কোন কিছু ছাড় দিলে আল্লাহ তাকে সেটা পরবর্তীতে দিয়ে দেন। সেকারণ এক্ষেত্রে হাসান (রাঃ)-এর বংশে ইমারত আসাটাই যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে হুসায়েন (রাঃ) খেলাফত কামনা করেছিলেন ও কূফাবাসীদের ধোকায় পড়ে অবশেষে নিহত হয়েছিলেন।

ইবনু হাজার মাক্কী (মৃঃ ৯৭৪ হিঃ) স্বীয় القول المختصر কিতাবে বলেন, والحاصل أن للحسن فى المهدى الولادة العظمى لأن أحاديث كونه من ذريته أكثر 'সারকথা এই যে, মাহদীর জন্ম হাসান (রাঃ)-এর বংশেই হবে। কেননা তাঁর বংশে হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা সর্বাধিক'। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন, তিনি হাসান ও হুসায়েন উভয় বংশের সম্মিলনে হ'তে পারেন এবং এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট যে, তিনি পিতার দিক দিয়ে হবেন 'হাসানী' ও মাতার দিক দিয়ে হবেন 'হুসায়েনী'। যেভাবে ইব্রাহীম (আঃ)-এর দু'ছেলে ইসমাঈল ও ইসহাকের বংশধারার মধ্যে ঘটেছিল। বনু ইস্রাঈলের সমস্ত নবী ছিলেন ইসহাক বংশের। কিন্তু মাত্র একজন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের। ফলে আমাদের নবী হলেন সকল নবীর স্থলাভিষিক্ত ও সর্বশেষ নবী। কতই না সুন্দর বদল। অনুরূপভাবে অধিকাংশ ইমাম ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এসেছেন হুসায়েন বংশ থেকে। এক্ষণে এটাই যুক্তিযুক্ত যে, হাসান বংশে এমন একজন আসবেন, যিনি হবেন পূত হৃদয় ব্যক্তিদের শেষ এবং সকলের স্থলাভিষিক্ত'।[৬]

আবুদাউদ আবু ইসহাক্ব সূত্রে আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা স্বীয় পুত্র হাসানের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার এই পুত্র একজন নেতা। কেননা ঐ নামে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে অভিহিত করেছিলেন। (উক্তিটি ছিলঃ 'আমার এই পুত্রটি একজন 'সাইয়িদ' বা নেতা। সম্ভবতঃ আল্লাহ এর মাধ্যমে মুসলমানদের বড় দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন)। শীঘ্রই তার বংশ থেকে একজন ব্যক্তির জন্ম হবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর নামানুসারে। তার সঙ্গে চরিত্রগত মিল থাকবে, কিন্তু চেহারাগত মিল থাকবে না'। অতঃপর তিনি হাদীছের বাকী অংশ বলেন যেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি জগত সংসারকে ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন ইত্যাদি'। আবুদাউদ হাদীছটি কর্মবাচ্যের শব্দরূপ দিয়ে (حُدِّثْتُ) বর্ণনা করেছেন, কর্তৃবাচ্যের (حَدَّثَنَا) শব্দরূপ দিয়ে নয়। মানযারী বলেন, সনদটি মুনক্বাত্বা' বা ছিন্নসূত্র। কেননা আবু ইসহাক্ব হযরত আলীকে মাত্র একবার দেখেছিলেন'। আবুদাঊদ-এর ভাষ্যকার শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হিঃ) বলেন, অত্র হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মাহদী হবেন হাসান বংশের'।[৭]

৪. মাহদী হবেন হুসায়েন বংশের মুহাম্মাদ বিনুল হাসান আল-আসকারী, যার আগমনের অপেক্ষায় রাফেযী শী'আগণ নিয়ত প্রহর গুনছে। যিনি তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর মাঝামাঝিতে তাঁর জন্মের পর শিশু অবস্থায় ৫ বছর বয়সে এখন থেকে প্রায় ১১০০ বছর আগে সামুরার নিম্নকক্ষে প্রবেশ করেছেন। যার পর থেকে এযাবত কেউ তাকে দেখেনি বা তার সম্পর্কে কোন খবরও প্রকাশিত হয়নি। অথচ শী'আরা উক্ত কল্পিত কক্ষের দরজার সম্মুখে প্রতিদিন মাগরিবের পরে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করে বলে أُخْرُجْ يَامَوْلاَنَا 'বেরিয়ে আসুন হে আমাদের প্রভু'! অতঃপর ফিরে আসে প্রতিদিন নিরাশ হয়ে হতাশ মনে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) এজন্যই বলেছেন যে, শয়তানের অন্যতম খেলা হ'ল এই যে, ইহুদীরা দাউদ (আঃ)-এর বংশের একজন 'মাসীহ'-এর আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ ওরা মূলতঃ 'মাসীহে দাজ্জাল'-এর অপেক্ষায় রয়েছে। কেননা তাদের অধিকাংশের আচরণ দাজ্জালের ন্যায়। নইলে 'মাসীহুল হুদা' বা হেদায়াতের মাসীহ যার জন্য মুসলিম উম্মাহ প্রতীক্ষায় রয়েছে, তিনি হলেন মাসীহ ঈসা (আঃ) ও তাঁর সময়কার পৃথিবীর শাসক ও আমীর ইমাম মাহদী (আঃ)'।

'মাহদী' সম্পর্কে পরোক্ষভাবে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ নিম্নরূপঃ

(١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা কেমন থাকবে যখন ঈসা ইবনু মারিয়াম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন ও ইমাম হবেন তোমাদের মধ্য থেকে?[৮] এ হাদীছে পরোক্ষভাবে ইমাম মাহদীর কথা বলা হয়েছে। যিনি ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পূর্ব থেকেই পৃথিবীর শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবেন ও তাঁর ইমামতিতে ঈসা (আঃ) ছালাত আদায় করবেন।

---

৬. *মিরক্বাত ১০/১৭৪, 'ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সমূহ' অধ্যায়।*

৭. *'আওনুল মা'বূদ শরহ সুনানে আবুদাঊদ হা/৪২৬৯ 'মাহদী' অধ্যায় ১১/৩৮২ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ ৩য় সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭।*

৮. *বুখারী হা/৩৪৪৯, 'নবীদের বর্ণনা অধ্যায়, 'ঈসা ইবনু মারিয়ামের অবতরণ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৪৪ 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৫০৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়।*

(٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟ قَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ: تَدْرِىْ مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟ قُلْتُ: تُخْبِرُنِى، قَالَ: فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা কেমন থাকবে যখন ঈসা ইবনু মারিয়াম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন ও নেতৃত্ব হবে তোমাদের মধ্য থেকে? অন্য বর্ণনায় এসেছে 'নেতা হবেন তোমাদের মধ্য থেকে'? বর্ণনাকারী ইবনু আবী যি'ব প্রশ্নকারীকে বললেন, 'তুমি কি জানো কিসের দ্বারা তোমাদের নেতৃত্ব দেওয়া হবে? আমি বললামঃ আপনি বলে দিন। তিনি বললেন, তিনি নেতৃত্ব দেবেন তোমাদের প্রভুর কিতাব দ্বারা ও তোমাদের নবীর সুন্নাহ দ্বারা'।[৯]

(٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُوْلُ أَمِيْرُهُمْ : تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُوْلُ لاَ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৩. জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থেকে লড়াই করবে। তিনি বলেন, অতঃপর ঈসা ইবনু মারিয়াম অবতরণ করবেন। তখন ঐ দলের 'আমীর' তাঁকে বলবেন, আসুন! আমাদের ছালাতে ইমামতি করুন। তখন তিনি বলবেন, না। নিশ্চয়ই তোমরা পরষ্পরের উপরে নেতৃত্ব দিবে। এটা এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া বিশেষ মর্যাদা'।[১০]

ছহীহায়েনে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছগুলি দু'টি বিষয়ে ইঙ্গিত করেঃ (১) আসমান থেকে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণকালে মুসলমানদের শাসন তাদেরই একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির হাতে থাকবে (২) উক্ত শাসকের ছালাতে ইমামতি করা এবং ঈসা (আঃ)-কে ইমামতির জন্য আহ্বান করা তার নেককার হওয়ার ও হেদায়াত প্রাপ্ত শাসক হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

৯. মুসলিম হা/২৪৬ 'ঈমান' অধ্যায় 'ঈসার অবতরণ হবে শাসক হিসাবে' অনুচ্ছেদ নং ৭১; ঐ, (দিল্লী ছাপা) ১/৮৭ পৃঃ।

১০. মুসলিম হা/২৪৭ 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৭১; ঐ, মিশকাত হা/৫৫০৭, 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, 'ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ' অনুচ্ছেদ।

এক্ষণে ক্বিয়ামত প্রাক্কালের ঐ হেদায়াত প্রাপ্ত শাসক ব্যক্তি কে হবেন, সে বিষয়ে অন্যান্য হাদীছে ব্যাখ্যা এসেছে যে, তিনি হবেন কুরায়েশ বংশীয় এবং ফাতেমার রক্ত ধারার। তাঁর নাম হবে 'মুহাম্মাদ' ও পিতার নাম হবে 'আবদুল্লাহ'। যিনি 'মাহদী' বা হেদায়াত প্রাপ্ত নামে অভিহিত হবেন। উক্ত মর্মে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হাদীছ সমূহের কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

মাহ্‌দীর নামে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হাদীছ সমূহঃ

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِىْ، رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ أَبُوْدَاوُدَ، وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُ قَالَ: لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذَالِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ فِيْهِ رَجُلاً مِّنِّىْ اَوْمِنْ أَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِىْ وَاسْمُ أَبِيْهِ اسْمَ أَبِىْ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَّعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَّجَوْرًا-

১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হবে না যতদিন না আমার খান্দানের একজন ব্যক্তি গোটা আরব ভূখণ্ডের শাসক হবে। তার নাম হবে আমার নামে' (তিরমিযী ও আবুদাঊদ)। আবুদাঊদের অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যদি দুনিয়া শেষ হ'তে মাত্র একদিনও বাকী থাকে, তবুও আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনটি অত্যধিক দীর্ঘায়িত করবেন। অতঃপর ঐদিনের মধ্যে আমার বংশের (অথবা তিনি বলেছেন) আমার পরিবারের একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে। তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা যমীনকে তেমনিভাবে পূর্ণ করে দিবেন, যেমনভাবে তাঁর পূর্বে উহা যুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল'।[১১]

(٢) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلْمَهْدِىُّ مِنْ عِتْرَتِىْ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ-

২. উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মাহদী আমার খান্দানের ও ফাতেমার বংশে জন্মগ্রহণ করবে'।[১২]

১১. তিরমিযী হা/২৩৪৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১৮১৮; আবুদাঊদ হা/৪২৮২; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৬০১; মিশকাত-আলবানী হা/৫৪৫২ সনদ হাসান; বঙ্গানুবাদ মিশকাত-আফলাতুন হা/৫২১৮ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ ১০/৩৯ পৃঃ।

১২. আবুদাঊদ হা/৪২৮৪;.. সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৬০৩ 'মাহদী' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায় ৩৪ অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩০১; মিশকাত হা/৫৪৫৩; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫২১৯।

(٣) وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَهْدِىُّ مِنِّى أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَّعَدْلاً كَمَامُلِئَتْ ظُلْمًا وَّجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ، رواه ابوداود-

৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মাহদী' হবে আমার (বংশের) মধ্য হ'তে, উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট, উঁচু নাক বিশিষ্ট। তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা যমীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যেমনভাবে তার পূর্বে উহা যুল্ম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সাত বছর পৃথিবী শাসন করবেন'।[১৩]

(٤) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَقَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِىُّ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه-

৪. ছওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, তখন বরফের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও তোমরা গিয়ে তাঁর নিকটে আনুগত্যের বায়'আত নিবে'।[১৪]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনা শেষে বলেন, هَذَا إِسْنَادٌ قَوِىٌّ صَحِيْحٌ 'এই হাদীছের সনদ শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ'। অতঃপর তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,.. তিনি হ'লেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আলাভী ফাতেমী আল-হাসানী রাযিয়াল্লাহু আনহু'।[১৫]

(٥) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِىِّ يُبْعَثُ عَلَى اخْتِلاَفٍ مِّنَ النَّاسِ وَزَلاَزِلَ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا كما مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، ..رَوَاهُ أَحْمَدُ-

৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে মাহদীর সুসংবাদ দিচ্ছি। যাঁকে মানবজাতির চরম বিশৃংখলা ও ভাঙনের সময় প্রেরণ করা হবে। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যেমন তাঁর পূর্বে যুল্ম ও অত্যাচারে উহা পরিপূর্ণ ছিল'...। আহমাদ, আবু ইয়ালা; হায়ছামী মাজমা'উয যাওয়ায়েদ-এর মধ্যে বলেন যে, 'এই হাদীছের বর্ণনাকারীগণ সকলে বিশ্বস্ত'।

(٦) وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِىَ الْمَهْدِىُّ إِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَإِلاَّ فَثَمَانٌ وَإِلاَّ فَتِسْعٌ تَنْعَمُ أُمَّتِىْ فِيْهَا نِعْمَةً لَّمْ يَنْعَمُوْا مِثْلَهَا، يُرْسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَلاَ تَدَّخِرُ الْأَرْضُ شَيْئًا مِّنَ النَّبَاتِ وَالْمَالُ كُدُوْسٌ، يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ: يَامَهْدِىُّ أَعْطِنِىْ فَيَقُوْلُ: خُذْ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ وَ ابْنُ مَاجَه-

৬. আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে 'মাহদী' আসবেন। তিনি কম করে হ'লেও সাত বছর অবস্থান করবেন, অথবা আট বছর অথবা নয় বছর। আমার উম্মত ঐ সময়ে এমন নে'মতরাজির মালিক হবে, যা ইতিপূর্বে তারা কখনোই হয়নি। আসমান তাদের উপরে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমীন তার উৎপাদনের কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না (অর্থাৎ সমস্তই বের করে দিবে)। সম্পদ সমূহের বিশাল বিশাল ভাণ্ডার হবে। লোকেরা দাঁড়িয়ে বলবেঃ হে মাহদী! আমাকে দিন। তিনি বলবেনঃ লও'।[১৬]

(٧) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ فِىْ أُمَّتِىَ الْمَهْدِىَّ يَخْرُجُ يَعِيْشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا، يَجِىْءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ: يَا مَهْدِىُّ أَعْطِنِىْ أَعْطِنِىْ قَالَ فَيَحْثِىْ لَهُ فِىْ ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَّحْمِلَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ-

(৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে মাহদীর আবির্ভাব হবে। যিনি পাঁচ, সাত বা নয় বছর অবস্থান করবেন। লোকেরা এসে তার কাছে বলবে, হে মাহদী! আমাকে দাও! আমাকে দাও! তখন তিনি উক্ত ব্যক্তির কাপড়ের উপরে নিক্ষেপ করবেন যতক্ষণ সে বইতে পারে'।[১৭]

---

১৩. আবুদাউদ হা/৪২৮৫, সনদ হাসান, ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৬০৪; মিশকাত হা/৫৪৫৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫২২০।

১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৪ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায় 'মাহদীর 'আবির্ভাব' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ -'যাওয়ায়েদ'।

১৫ ইবনু কাছীর, আন-নিহায়াহ ফী কিতাবিল ফিতান ওয়াল মালাহিম পৃঃ ২৬।

১৬. ত্বাবারাণী আওসাত্ব, হায়ছামী বলেন, বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। একই মর্মে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রমুখাৎ ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে হা/৪০৮৩, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৯৯ 'মাহদীর আবির্ভাব' অনুচ্ছেদ।

১৭. তিরমিযী হা/২৩৪৭; ছহীহ তিরমিযী হা/১৮২০ 'মাহদী' বিষয়ক অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৪৫৫; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫২২১; ইবনু কাছীর, আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান পৃঃ ২৭।

মাহদীর আগমন সম্পর্কে হাদীছ জমা কারী ও গ্রন্থ রচনা কারী প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণঃ

(১) ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ), (২) ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯) (৩) ইমাম ইবনু মাজাহ (২০৭-২৭৫), (৪) হাফেয আবু জা'ফর 'উক্বায়লী (মৃঃ ৩২৩), (৫) ইমাম ইবনু হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪), (৬) ইমাম আবুল হুসাইন আবেরী (মৃঃ ৩৬৩), (৭) ইমাম খাত্ত্বাবী (মৃঃ ৩৮৮), (৮) ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ), (৯) ক্বাযী 'আয়ায (মৃঃ ৫৪৪), (১০) ইমাম কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১), (১১) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮), (১২) ইমাম আবুল হাজ্জাজ আল-মাযী (মৃঃ ৭৪২), (১৩) ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮), (১৪) হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১), (১৫) হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪), (১৬) ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২), (১৭) হাফেয সাখাভী (মৃঃ ৯০২), (১৮) ইমাম সৈয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১), (১৯) মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪), (২০) মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীর ছান'আনী (১০৯৯-১১৮২), (২১) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহ্হাব নাজদী (১১১৫-১২০৬), (২২) ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০), (২৩) নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১২৪৬-১৩০৭), (২৪) মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানী (মৃঃ ১৩২৬), (২৫) শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯), (২৬) আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ হিঃ)।

আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁরা ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে আখেরী যামানায় মাহদীর আগমন সম্পর্কে প্রমাণপঞ্জী উপস্থাপন করেছেন ও দৃঢ় আক্বীদা পোষণ ও প্রচার করেছেন- উপরের নামগুলি সে তুলনায় সমুদ্রের মধ্যে ফোঁটা সমতুল্য।

ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) বলেন, মাহদীর আগমন সম্পর্কিত হাদীছগুলি অধিকতর বিশুদ্ধ (أَصَحُّ إِسْنَادًا)।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) এ সম্পর্কিত সকল হাদীছ স্বীয় 'আল-মানারুল মুনীফ' কিতাবের মধ্যে জমা করে পরিশেষে বলেন, 'এই হাদীছগুলি চারভাগে বিভক্তঃ ছহীহ, হাসান, গরীব ও মওযূ'। ছিদ্দীক্ব হাসান খান (১২৪৬-১৩০৭) বলেন, 'মাহদী' সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হাদীছের সংখ্যা ৫০। ইহা নিঃসন্দেহে 'মুতাওয়াতির' শ্রেণীভুক্ত। মাহদীর আগমন সম্পর্কিত হাদীছের আধিক্যের কারণে আবুল হুসায়েন আল-আবেরী (মৃঃ ৩৬৩ হিঃ) উক্ত হাদীছকে 'মুতাওয়াতির' শ্রেণীভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ) 'মাহদী' সম্পর্কিত হাদীছ সমূহকে 'মুতাওয়াতির' স্তরভুক্ত গণ্য করে বলেন, ছাহাবীগণের নিকট থেকে স্পষ্টভাবে প্রাপ্ত 'মাহদী' সম্পর্কিত আছার সমূহের সংখ্যা অত্যধিক, যা মরফূ' হাদীছের হুকুম রাখে। এই ধরনের হাদীছে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই। কেননা এগুলি ভবিষ্যদ্বাণী এবং গায়েবী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। পয়গম্বর ব্যতীত এ বিষয়ে কারুর কিছু বলার অধিকার নেই। আর এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র 'অহি' ব্যতীত স্বীয় খেয়াল-খুশী মতে কিছু বলেননি। আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, 'তিনি ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, 'অহি' দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত' *(নাজম ৩-৪)*।

অতএব নিঃসন্দেহে 'মাহদী' আসবেন এবং ক্বিয়ামতের পূর্বে তিনি পাঁচ, সাত, আট বা নয় বছর পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসনকর্তা হবেন। সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন সময় ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটবে ও তিনি মুহাম্মাদী শরী'আত প্রতিষ্ঠায় তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন ও দাজ্জাল নিধন করবেন।

মাহদীর আগমনে সন্দেহ পোষণ!

অসংখ্য ছহীহ হাদীছ ও উম্মতের ঐক্যমত সত্ত্বেও প্রাচীন ও আধুনিক কালের কিছু বিদ্বান উক্ত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। প্রাচীন বিদ্বানগণের মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলে খ্যাত ইমাম আবদুর রহমান ইবনে খালদূন (৭৩২-৮০৮ হিঃ)-এর নাম করা হয়ে থাকে। যদিও তাঁর বক্তব্যে তা পুরোপুরি বুঝা যায় না। যেমন তিনি স্বীয় 'মুক্বাদ্দামাহ্'র মধ্যে মাহদী সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ উদ্ধৃত করে বলেন, لم يخلص منها من النقد إلا القليل و الأقل منه। 'হাদীছগুলি তর্কের ঊর্ধ্বে নয় কিছু সংখ্যক বা আরও স্বল্পসংখ্যক হাদীছ ব্যতীত'। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর দৃষ্টিতে অধিকাংশ হাদীছ বিতর্কিত হ'লেও কিছু সংখ্যক হাদীছ বিশুদ্ধ রয়েছে। অতএব বিশুদ্ধ হাদীছকে অস্বীকার বা অমান্য করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ইবনু খালদূন ছিলেন মূলতঃ একজন ঐতিহাসিক। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা তেমন ছিল না। যেমন ভাষ্যকার আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির মুসনাদে আহমাদ-এর হাদীছ সমূহ যাচাইকালে বলেন, ইবনু খালদূন ইতিহাস শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল হ'লেও হাদীছ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন জিজ্ঞাসু অনুসারীদের ন্যায়। তিনি অনুসরণীয় ও সিদ্ধান্ত দানকারীদের মধ্যে ছিলেন না'।

২. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃঃ) স্বীয় 'আল-বায়ানাত' নামক বইয়ে লিখেছেন, মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ দু'ধরনেরঃ (১) যেগুলিতে শাব্দিক ভাবে 'মাহদী' আগমনের বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে (২) যেগুলিতে অস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আখেরী যামানায় একজন খলীফা আসবেন, যিনি ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করবেন। উক্ত দ্বিবিধ প্রকারের কোন হাদীছ সমালোচনার নিরিখে ঐ মানে পৌঁছতে পারেনি, যা ইমাম বুখারীর গৃহীত মানদণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে। কেননা ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) উক্ত মর্মে কোন হাদীছ তাঁর 'ছহীহ' গ্রন্থে জমা করেননি। ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১ হিঃ) একটিমাত্র হাদীছ এনেছেন। কিন্তু সেখানেও ইমাম মাহদীর নাম স্পষ্টভাবে আসেনি। অতঃপর তিনি মন্তব্য করেন যে, দূরতম কোন ব্যাখ্যা দ্বারা ইসলামের মধ্যে এমন কোন

ধর্মীয় পদ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, যিনি 'মাহদী' বলে পরিচিত হবেন এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার উপরে ঈমান আনা ওয়াজিব হবে..'। তিনি বলেন, এ বিষয়ে একথা বলাই যুক্তিযুক্ত হবে যে, ইসলামী আক্বায়েদের মধ্যে 'মাহদী' বিষয়ে কোন আক্বীদা নেই এবং আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের কোন আক্বীদার বইয়ে উক্ত বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই'।

উপরোক্ত বক্তব্যের জবাব এই যে, ছহীহায়েনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়, একথা মোটেই ঠিক নয়। বরং ছহীহায়েন-এর বাইরে কোন হাদীছ ছহীহ-শুদ্ধভাবে প্রমাণিত হ'লে তা অবশ্যই কবুলযোগ্য এবং আক্বীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। ইবনুছ ছালাহ, ইবনু হাজার আসক্বালানী প্রমুখ বিদ্বানগণের রচিত সকল উছূলে হাদীছের কিতাবে এর প্রমাণ রয়েছে। ছহীহায়েনে নেই এমন ছহীহ হাদীছের উপরে মুসলিম উম্মাহ্র সম্মিলিত আক্বীদা গড়ে উঠেছে এরূপ উদাহরণের মধ্যে প্রধান প্রধান হ'ল- (১) কবরে সওয়াল- জওয়াবের জন্য মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের আগমন (২) স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত চার খলীফাসহ ১০ জন ছাহাবী, যাঁরা 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' নামে খ্যাত (৩) মুমিনদের রূহগুলি পাখিরূপে জান্নাতের বৃক্ষসমূহে ঝুলে থাকবে ও বিচরণ করবে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব ব্যক্তির দেহে ফিরে আসবে (৪) কবরের শান্তি অথবা শাস্তি (৫) আমল সমূহের ওযন হওয়া ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ইসলামী শরী'আতের অসংখ্য বিষয় এমন রয়েছে যা ছহীহায়েন-এর বাইরে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ তার উপরে শুরু থেকে এযাবত আমল করে আসছে। অতএব হাদীছ 'ছহীহ' হওয়াটাই মূল কথা। সেটি ছহীহায়েনে বর্ণিত হওয়াটা শর্ত নয়।

দ্বিতীয়তঃ মাহদী সংক্রান্ত হাদীছ ছহীহায়েনে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত না হলেও ছহীহ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) থেকে পরোক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং একই রাবী থেকে সুনানে বর্ণিত হাদীছে 'মাহদী' নাম স্পষ্টভাবে এসেছে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ মাওলানা মওদূদীর দাবী অনুযায়ী মাহদীর আক্বীদা কোন দূরতম তাবীলের বিষয়ভুক্ত নয়, বরং এটি ছহীহ হাদীছ সমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী হ'তে উদ্ভূত। আর প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ওয়াজিব হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপরে নিঃশংকচিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কেননা এগুলি গায়েবী বিষয় এবং তিনি আল্লাহ্র 'অহি' ব্যতীত কোন কথা বলেননি।

চতুর্থতঃ ইসলামী আক্বায়েদের মধ্যে মাহদীর কোন আক্বীদা নেই এবং আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের কেউ তাঁদের কিতাবে 'মাহদী' বিষয়ক আক্বীদার কথা বলেননি- মাওলানার এ দাবী সঠিক নয়। কেননা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল ছহীহ হাদীছের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। চাই সেগুলি কারু লিখিত কোন বইয়ে উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক। তাছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ সাফারীনী (মৃঃ ১১৮৮ হিঃ) তাঁর الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية নামক আক্বীদার উপরে লিখিত কাব্যপুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে,

وما أتى بالنص من اشراط + فكله حق بلا شطاط

منها الامام الخاتم الفصيح + محمد المهدى والمسيح

'দলীলের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবকিছুই নিঃসন্দেহে সত্য। এগুলির মধ্যে রয়েছে সর্বশেষ ও শুদ্ধভাষী ইমাম মুহাম্মাদ আল-মাহদী এবং মাসীহ ঈসা (আঃ)'। অতঃপর তিনি তার لوامع الأنوار البهية নামক বইয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে যে বিষয়ে অবিরত ধারায় হাদীছসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আলামত হ'ল ইমাম মাহদীর আগমন। তিনিই হবেন সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নেতা, যেমন মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল। উভয়ের নাম ও পিতার নাম একই হবে।... অতঃপর তিনি মাহদীর চেহারা, চরিত্র, আবির্ভাবের পূর্ব লক্ষণ, আবির্ভাব-পূর্ব সময়ের ফিৎনা-ফাসাদ, জন্ম, বায়'আত ও শাসনকালের উপরে মোট ৫টি 'ফায়েদা' আলোচনা করেছেন। সবশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, 'মাহদী সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। এমনকি একথাও বলা হয়েছে যে, 'ঈসা (আঃ) ব্যতীত কোন মাহদী নেই'। অথচ সঠিক কথা ওটাই যার উপরে হকপন্থীগণ রয়েছেন। সেটি হ'ল এই যে, মাহদী হ'লেন ঈসা (আঃ) ব্যতীত অন্যজন এবং তিনি ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে আবির্ভূত হবেন। তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে অগণিত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা মর্মগত 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং যা আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে'। অতঃপর লেখক অনেকগুলি হাদীছ ও আছার এবং বর্ণনাকারী ছাহাবী ও তাবেঈদের নাম উল্লেখ করার পর বলেন, 'যেগুলি সামগ্রিকভাবে অকাট্য জ্ঞান (العلم القطعى) প্রদানে সহায়তা করে। অতএব মাহদীর আগমনের বিষয়ে ঈমান আনা ওয়াজিব (فالإيمان بخروج المهدى واجب)। এটি বিদ্বানগণের নিকটে প্রতিষ্ঠিত সত্য বিষয় এবং আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ'।

মাহদীর আগমন সম্পর্কে অন্যান্য আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের আক্বীদা বিষয়ক কিতাবসমূহেও উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইবনু হাজার মাক্কী, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, সা'দুদ্দীন তাফতাযানী প্রমুখ বিদ্বানগণ।

অবশ্য মাওলানা মওদূদী 'মাহদী' সংক্রান্ত হাদীছ গুলিকে 'মওযূ' বা জাল বলেননি। বরং তিনি বলেছেন যে, এগুলি

ছহীহ বুখারীর মানে পৌঁছতে পারেনি। তিনি স্বীয় تجديد وإحياء دين বইয়ে তাঁর রায় মোতাবেক মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকগণের তালিকার শুরুতেই ইমাম 'মাহদী'-র নাম এনেছেন, যিনি ভবিষ্যতে সমাজ সংস্কার করবেন। যদিও এই বইয়ের রচনাকাল 'আল-বায়ানাত' পুস্তকের রচনাকালের পূর্বেকার। সেকারণ তাঁর শেষের বক্তব্যটিই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এটা সর্বজন বিদিত যে, মাওলানা মওদূদী হাদীছশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না। অতএব মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের গৃহীত বিশুদ্ধ হাদীছসমূহের বিপরীতে তাঁর নিজস্ব মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।

বিগত যুগের মনীষীদের মধ্যে 'মাহদী' বিষয়কে অস্বীকার বা ইতস্ততঃ করেছেন, এমন ব্যক্তিত্ব হিসাবে দু'জনকে পাওয়া যায়। একজন হ'লেন মরক্কোর ঐতিহাসিক আবদুর রহমান ইবনু খালদূন আল-মাগরেবী (৭৩২-৮০৮ হিঃ) এবং অন্যজন হলেন আবু মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ আল-বাগদাদী। এঁরা সবাই ইবনু মাজাহ বর্ণিত যঈফ হাদীছটিকে ভিত্তি হিসাবে ধরেছেন। যেখানে বলা হয়েছে 'ঈসা ইবনু মারিয়াম ব্যতীত কোন মাহদী নেই'। এ হাদীছকে যদি ছহীহও ধরা হয়, তবে তার অর্থ হবে 'পূর্ণাঙ্গ মাহদী নেই ঈসা ইবনু মারিয়াম ব্যতীত'। ইতিপূর্বে এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিক যুগে উক্ত আক্বীদার অনুসারী বিদ্বানগণের মধ্যে মাওলানা মওদূদী ছাড়াও রয়েছেন মিসরের খ্যাতনামা মুফাসসির সৈয়দ রশীদ রিযা (১২৮২-১৩৫৪ হিঃ/১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ), মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খৃঃ), মুহাম্মাদ ফরীদ বেজদী (১৮৭৫-১৯৫৪ খৃঃ), শায়খ বালাগী, মুহাম্মাদ ইবনু মানে', ডঃ আহমাদ আমীন (১৮৭৮-১৯৫৪ খৃঃ), আবদুল্লাহ বিন মাহমূদ প্রমুখ বিদ্বানগণ। এঁদের মধ্যে সৈয়দ রশীদ রিযা কেবল মাহদী নয়, তিনি ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহন ও অবতরণ বা দাজ্জালের হত্যাকাণ্ড কোনটাতেই বিশ্বাস করেন না। মুহাম্মাদ ফরীদ বেজদী 'মাহদী' তো বটেই, ছহীহায়েনে বর্ণিত দাজ্জালের হাদীছ সমূহকেও মওযূ বা জাল বলেন *(ঐ, দায়েরাতুল মা'আরেফ ৮/৭৮৮ পৃঃ)*। ডঃ আহমাদ আমীন মাহদীর আক্বীদাকে শী'আদের আক্বীদা হ'তে অনুপ্রবিষ্ট বলেন এবং এর পিছনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থ জড়িত আছে বলে মনে করেন ও এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহকে জাল (خرافة) বলেন *(যুহাল ইসলাম ৩/২৪১-২৪৩)*। আব্দুল্লাহ বিন মাহমূদ তো ওঁদের অন্ধ অনুসারী বৈ কিছুই নন। অতএব তিনি যে এ বিষয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক।

পরিশেষে আমরা প্রতিশ্রুত 'মাহদী' সম্পর্কে দু'জন বিদগ্ধ মনীষীর বক্তব্য উল্লেখ করে আলোচনার ইতি টানব।-

(১) সুনানে আবুদাঊদ-এর ভাষ্যকার শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হিঃ) স্বীয় ভাষ্যগ্রন্থ 'আওনুল মা'বূদ-এর মধ্যে বলেন, বিদ্বানগণের অনেকেই 'মাহদী' সংক্রান্ত হাদীছসমূহ জমা করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বাযযার, হাকেম, ত্বাবারাণী, আবু ইয়ালা মূছেলী প্রমুখ এবং তাঁরা এগুলি বর্ণনা করেছেন একদল ছাহাবী থেকে। যেমন 'আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর, ত্বালহা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আবু হুরায়রাহ, আনাস, আবু সাঈদ খুদরী, উম্মে হাবীবাহ, উম্মে সালামাহ, ছাওবান, কুররাহ বিন আয়াস, আলী আল-হিলালী, আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ বিন জুয প্রমুখ। এই সকল সনদগুলির মধ্যে ছহীহ, হাসান, যঈফ সব ধরনের সনদ রয়েছে। তবে ঐতিহাসিক আবদুর রহমান ইবনু খালদূন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে মাহদী বিষয়ক হাদীছ সমূহকে 'যঈফ' গণ্য করে বাড়াবাড়ি করেছেন। এটা তিনি ঠিক করেননি। বরং ভুল করেছেন'।[১৮]

(২) মুহাম্মাদ বশীর সাহসোয়ানী (মৃঃ ১৩২৬ হিঃ) স্বীয় 'ছিয়ানাতুল ইনসান' কিতাবে বলেন, ছাহাবীগণের যুগ শেষে উম্মতের উপরে ওয়াদাকৃত দুর্ঘটনা ও বিদ'আতসমূহের উদ্ভব ঘটে। আর যখনই একটি বিদ'আতের উৎপত্তি ঘটেছে, তখনই অনুরূপ পরিমাণে সুন্নাত সেখান থেকে উঠে গেছে। কিন্তু তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণের যুগে ব্যাপকহারে বিদ'আতের প্রসার ঘটেনি। অতঃপর তাবে তাবেঈগণের পরের যুগে অবস্থার চরম পরিবর্তন ঘটে। সর্বত্র বিদ'আতের জয়জয়কার ঘটে এবং সুন্নাত দুর্লভ হয়ে যায়। লোকেরা তখন বিদ'আতকে সুন্নাত এবং সুন্নাতকে বিদ'আত মনে করতে থাকে। এইভাবে আগামী দিনে সুন্নাত সমূহ দুর্লভই থাকবে, যতদিন না মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর যামানা আসবে। অতঃপর দুষ্ট লোকদের উপরে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে'।

বলা বাহুল্য যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমের এই তীব্র অভাবের যুগে দুষ্টমতি কিছু নামধারী আলেম ও সমাজ নেতাদের মাধ্যমে সর্বত্র শিরক ও বিদ'আতের জয়জয়কার চলছে। দ্বীনে হক্ব-এর উজ্জ্বল জ্যোতি বাতিলের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিশ্রুত মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর শুভাগমনের বুকভরা আশা নিয়ে তাঁদের অনুসরণীয় শরী'আতে মুহাম্মাদীর উপরে যেকোন মূল্যে টিকে থাকা ও তার প্রচার-প্রসারে জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করা জান্নাত পিয়াসী প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর জন্য একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

[প্রবন্ধের অধিকাংশ তথ্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল মুহসিন বিন হামাদ আল-'আব্বাদ-এর الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدى و يليه عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدى المنتظر নামক বই (১ম সংস্করণ ১৪০২ হিঃ মোট পৃঃ ২২২) হ'তে গৃহীত। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন! -লেখক]।

---

১৮. *'আওনুল মা'বূদ শরহ সুনানে আবুদাঊদ 'মাহদী' অধ্যায়ের শুরু' ১১/৩৬১।*

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

-আত-তাহরীক ডেস্ক

কুরবানীর গুরুত্বঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا- رواه احمد وابن ماجه 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(নায়লুল আওত্বার ৬/২২৭)*।

ফাযায়েলঃ

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় আমল আল্লাহ্‌র নিকটে আর কিছু নেই। ঐ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর ও লোম সমূহ নিয়ে হাযির হবে। কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহ্‌র নিকটে বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানী দ্বারা নিজেদের নফ্‌সকে পবিত্র কর'। তিরমিযীর ভাষ্যকার বলেন, অত্র হাদীছটি ছহীহ নয় তবে 'হাসান' পর্যায়ভুক্ত। তিরমিযীর অন্যতম ভাষ্যকার ইবনুল আরাবী বলেন যে, কুরবানীর ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না।

(খ) যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্‌র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করলেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে। আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শাহাদাত লাভ করেছেন)।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আরাফার দিনের নফল ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) বিগত ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়'।

মাসায়েলঃ

(১) চুল, নখ না কাটাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'। কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে এটি করলে আল্লাহ্‌র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে।

(২) কুরবানীর পশুঃ কুরবানীর পশু আট প্রকার (১) ভেড়া বা দুম্বা (২) ছাগল (৩) গরু (৪) উট, প্রত্যেকটির নর ও মাদি *(আন'আম ১৪৪-৪৫)*। গরুর ন্যায় মহিষের যাকাতের উপরে কিয়াস করে অনেকে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন যে, উপরে বর্ণিত আট প্রকার ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী হবে না।

ছাগল কুরবানী করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় থাকাকালীন সময়ে উট, গরু পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদা দুম্বা কুরবানী দিতেন। ইসমাঈলের বিনিময়ে জান্নাতী পশুর যে কুরবানী দেওয়া হয়, সেটাও তাই ছিল। তাছাড়া মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উট-গরুর চেয়ে ছাগল-দুম্বা-ভেড়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক কম এবং তা অধিকাংশের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। তবে রক্ত প্রবাহিত করার বিবেচনায় জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে উত্তম হ'ল উট। অতঃপর গরু অতঃপর ভেড়া বা দুম্বা অতঃপর ছাগল।

'খাসী' কুরবানী নিঃসন্দেহে জায়েয বরং উত্তম। কেননা অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূল (ছাঃ) নিজে মদীনায় মুক্বীম এমনকি মুসাফির অবস্থায়ও সর্বদা 'খাসী' কুরবানী দিতেন। ইবনু হাজার বলেন, 'খাসী কুরবানী জায়েয। যদিও অন্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে কেউ কেউ এটাকে খুঁৎওয়ালা পশু বলে অপসন্দ করেন। কিন্তু মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়। বরং এর ফলে গোস্ত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয়।

কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ পশু এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা জন্তুর দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ নয়। এসবের চাইতে নিম্নস্তরের কোন দোষ যেমন অর্ধেক লেজ কাটা ইত্যাদি থাকলে তার দ্বারাও কুরবানী হবে না। তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে।

(৩) 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী করাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، رواه مسلم

অর্থঃ 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'। জমহুর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য উত্তম হিসাবে গণ্য করেছেন। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া দুম্বাকে বলা হয়। কেননা এই বয়সে সাধারণঃ এই সব পশুর নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত উঠেনা। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের নয়।

(৪) নিজের কুরবানীর সাথে পরিবারের সবাইকে সম্পৃক্ত করাঃ

(ক) আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, কোন পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দেওয়া হ'লে তা পরিবারের নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির নামে দেওয়া হয়। এতে পরিবারের বাকী সদস্যগণ কুরবানীর ছওয়াব থেকে মাহরূম হচ্ছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর একটি কুরবানীতে নিজের, নিজ পরিবারের ও সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর কথা উল্লেখ করেছেন। যা নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হব।-

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন; রাসূল (ছাঃ) একটি শিং ওয়ালা সুন্দর সাদা কালো দুম্বা আনতে বললেন....অতঃপর দো'আ পড়লেন-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

'বিসমিল্লাহ; হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও উম্মতের পক্ষ হ'তে। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জন মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি এরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَّعَتِيْرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়েছে।

(গ) একই মর্মে ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) প্রমুখাৎ ছহীহ সনদে বর্ণিত ইবনু মাজাহ্র একটি হাদীছ (হাদীছ নং ২৫৪৭) উদ্ধৃত করে ইমাম শাওকানী বলেন, 'একটি ছাগল একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারের সদস্য শতাধিক হয়'।

(ঘ) মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, যারা একটি ছাগল একজনের জন্য নির্দিষ্ট বলেন এবং উক্ত হাদীছগুলিকে একক ব্যক্তির কুরবানীতে পরিবারের সকলের ছওয়াবে অংশীদার হওয়ার 'তাবীল' করেন বা খাছ হুকুম মনে করেন কিংবা হাদীছগুলিকে 'মানসূখ' বলতে চান, তাদের এই সব দাবী প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও নিছক দাবী মাত্র'।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ পরিবার ও নিজ উম্মতের পক্ষ হ'তে এক ও একাধিক দুম্বা, খাসী, বকরী (ছাগল), গরু ও উট কুরবানী করেছেন।

উল্লেখিত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু একজন ব্যক্তি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিলে পরিবারের সকলের জন্যই কুরবানী হয়ে যাবে তাই কুরবানী করার সময় পরিবারের সকলের কথাই নিয়ত করা উচিত। যাতে কুরবানীর ছওয়াব থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়।

(৫) কুরবানীতে শরীক হওয়াঃ

(ক) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيْرِ عَشَرَةً-

'আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হলাম'।

(খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ্র সফরে শরীক ছিলাম।... তখন আমরা একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম'। জমহুর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদ্ঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।

(গ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় (হজ্জের সফরে) ৭টি উট (অন্য বর্ণনায় এর অধিক) নহর করেছেন এবং মদীনায় (মুক্বীম অবস্থায়) দু'টি দুম্বা (একটি নিজের ও একটি উম্মতের পক্ষে) কুরবানী দিয়েছেন।' অবশ্য মক্কায় নহরকৃত উটগুলি ছাহাবীদের পক্ষ থেকেও হ'তে পারে।

আলোচনাঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছটি নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্তে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি মুসলিম ও আবুদাঊদে এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারীতে যথাক্রমে 'হজ্জ' ও 'মানাসিক' অধ্যায়ে এবং সুনানে 'উযহিয়াহ' অধ্যায়ে হাদীছগুলি এসেছে। যেমন (১) তিরমিযী 'কুরবানীতে শরীক হওয়া' অধ্যায়ে ইবনু আব্বাস, জাবির ও আলী থেকে মোট তিনটি হাদীছ এনেছেন। যার মধ্যে প্রথম দু'টি সফরের কুরবানী ও শেষেরটিতে কোন ব্যাখ্যা নেই। (২) ইবনু মাজাহ উক্ত মর্মের শিরোনামে ইবনু আব্বাস, জাবের, আবু হুরায়রা ও আয়েশা হ'তে যে পাঁচটি হাদীছ (৩১৩১-৩৪ নং) এনেছেন, তার সবগুলিই মুসাফিরের কুরবানী সংক্রান্ত। (৩) নাসাঈ কেবলমাত্র ইবনু আব্বাস ও জাবির থেকে পূর্বের দু'টি হাদীছ (২৩৯৭-৯৮ নং) এনেছেন। (৪) আবুদাঊদ শুধুমাত্র জাবির-এর পূর্ব বর্ণিত সফরে কুরবানীর হাদীছটি এনেছেন তিনটি ছহীহ সনদে (২৮০৭-৯ নং), যার মধ্যে ২৮০৮নং হাদীছটিতে (اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ) কোন ব্যাখ্যা নেই।

ভাগা কুরবানীঃ মিশকাত শরীফে ইবনু আব্বাস-এর হাদীছটি (নং-১৪৬৯) এবং জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটি (নং ১৪৫৮) সংকলিত হয়েছে। সম্ভবতঃ জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিকে ভিত্তি করে এদেশে মুক্বীম অবস্থায় গরুতে সাত ভাগা কুরবানীর প্রথা চালু হয়েছে। অথচ ভাগের বিষয়টি সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা ইবনু আব্বাস ও জাবির বর্ণিত বিস্তারিত হাদীছে উল্লেখিত

হয়েছে। আর একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণেরর সর্ববাদীসম্মত রীতি।

তাছাড়া মুক্বীম অবস্থায় মদীনায় আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম ভাগে কুরবানী করেছেন বলেও জানা যায় না। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এদেশে কেবল সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয় বরং সাত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দেওয়া হচ্ছে।

(ঘ) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা'- এই (ইস্তিহ্সানের) যুক্তি দেখিয়ে কিছু কিছু হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এ দেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)। ইমাম আবু ইউসুফ এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী এর ঘোরপ্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বলা আবশ্যক যে, কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার ভাগ নেওয়ার কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের কথা ও কর্মে পাওয়া যায় না। এটি সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত।

(৬) কুরবানী করার নিয়মঃ

(ক) উট বাদে গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলতে হবে। অতঃপর কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজ ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন।

(খ) অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় প্রত্যক্ষ করা উত্তম।

(গ) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।

(৭) যবহকালীন দো'আ ঃ (১) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার। (২) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (অর্থঃ আল্লাহ্র নামে। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন .... মিন ফুলান বায়তিহী' (অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ। (৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবর, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (...হে আল্লাহ তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইব্রাহীমের পক্ষ থেকে)। (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

(৮) কুরবানীর গোস্ত বন্টনের নিয়মঃ কুরবানীর গোস্ত এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়ানোর জন্য ও এক ভাগ ছাদাক্বা করার জন্য মোট তিন ভাগ করা উত্তম। কুরবানীর গোস্ত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।

(৯) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোস্ত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।

(১০) কুরবানীদাতার আমলঃ কুরবানীদাতা সকাল হ'তে কুরবানীর আগ পর্যন্ত কিছুই খাবেন না। বরং কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করবেন।

[হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী' বই অবলম্বনে]

নিউ বনফুলের আর একটি শাখা

ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া
রাজশাহী-৬৩০০

শাপলা প্লাজা
গৌরহাঙ্গা, ষ্টেশন রোড, (রেলগেইট)
রাজশাহী-৬৩০০

পর্দা ও মুসলিম নারী সমাজ

*আবদুল কাদের বিন আবদুল ওয়াহ্হাব**

বিশ্ব মানবতার একমাত্র জীবন বিধান ইসলাম। যা বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত। ইসলাম ধর্ম সার্বজনীন, সর্বযুগোপযোগী, শান্তিময় ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান মানবকূলের জন্য সহজসাধ্য ও চির কল্যাণময়। মানব সমাজের পথ নির্দেশ ও জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম বিভিন্ন রীতি-নীতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসব রীতি ও সীমারেখা মেনে চলা মানুষের জন্য একান্ত বাধ্যগত কর্তব্য। ইসলাম নারী ও পুরুষের মাঝে সাম্য, সম্প্রীতি ও স্ব-স্ব অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীর মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। নারী জীবনের সম্মান ও সুরক্ষার জন্য তাদের উপর 'পর্দা' ব্যবস্থাকে 'ফরয' বা অবশ্য পালনীয় করে দেওয়া হয়েছে। পর্দা নারী জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার করুণা ও রহমত। পর্দা নারীকে মর্যাদাবান করে এবং সামাজিক সুরক্ষাদান করে, পার্থিব ও পারলৌকিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও সফলতা নিশ্চিত করে। পর্দা ব্যবস্থা এবং বর্তমান নারী সমাজের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচিত হ'ল।-

বর্তমান তথাকথিত কৃত্রিম সভ্যতার যুগে প্রগতিশীল নারী সমাজ, পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও বিজাতীয় চরম সভ্যতার প্রবাহমান স্রোতে গা ভাসিয়ে তাদের ভাগ্যাকাশে সামগ্রিক নির্যাতন, নিপীড়ন ও পারিবারিক এবং সামাজিক অধঃপতন ও অবক্ষয় তরান্বিত করেছে। তাদের জন্য সম্মান ও সুরক্ষার পন্থা 'পর্দা'কে অবজ্ঞা ও দলিত-মথিত করে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা আজ বহিঃ পরিমণ্ডলে অবস্থান নিয়েছে। অথচ তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিরূপ আসন বিন্যাস করেছেন?

পর্দা নারীর ভূষণ, পর্দা নারীর সুরক্ষা এবং সামগ্রিক সফলতা। এটা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যতম ফরয। এটা অবহেলা করা বা অমান্য করা মারাত্মক অপরাধ ও স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। পর্দার আবশ্যকতা সম্পর্কে পরম কৃপাণিধান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এরশাদ করেন, 'হে মুমিন নারীগণ! তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন জাহেলী যুগের (নারীদের) মত সাজসজ্জা করে নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবেনা। তোমরা ছালাত ক্বায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর' *(আহযাব ৩৩)*। আল্লাহ তা'আলা পর্দার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্পর্কে বলেন, 'হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের আঁচল ঝুলিয়ে দেয় (অর্থাৎ পরিধানের পোষাকের উপর দিয়ে চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে পর্দা রক্ষা করে) এটা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি, যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়' *(আহযাব ৫৯)*।

অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্দার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং এটা অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে একাধিক মহামূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাতলা ও শরীরের সাথে লেগে থাকে এমন পোষাক পরিধানকারী নারীদের প্রতি ভর্ৎসনা করে বলেন, 'দুই দল নিকৃষ্ট জাহান্নামী রয়েছে- যাদেরকে আমিও দেখিনি। এদের একটি হ'ল এমন একদল লোক যাদের হাতে সর্বদাই থাকে চাবুক যা গরুর লেজের ন্যায় দেখায়। এর দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করে (অর্থাৎ সর্বদাই মানুষের উপর যুলম করে)। অপরটি হ'ল, এমন একদল মহিলা যারা অর্ধনগ্ন পোষাক পরিধান করে। ফলে তারা যেমনি লোকদের আকৃষ্ট করে, তারাও দুষ্ট প্রকৃতির লোক দ্বারা আকৃষ্ট ও আকর্ষিত হয়ে ব্যভিচারের শিকার হয়। এদের মাথা যেন উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট চলন্ত উটের ন্যায়। এরা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না'।[১]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আব্দুর রহমানের কন্যা হাফছা এমন অবস্থায় আমার নিকট আগমন করল, যখন তার গায়ে ছিল একটি পাতলা উড়না (বর্তমান প্রচলিত উড়না জাতীয় পোষাক)। এর ফলে তিনি (আয়েশা রাঃ) রাগান্বিত হয়ে উড়নাটি দু'টুকরো করে ফেললেন এবং তাকে একটি বড় মোটা উড়না পরিয়ে দিলেন।[২]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে গেলেন এবং সমবেত মহিলাদের নিকট উপস্থিত হ'লেন। অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা বেশী বেশী দান-ছাদাক্বা কর। কেননা আমাকে দেখানো হয়েছে যে, তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামী। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এর কারণ কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা অন্যদের উপর অধিক মাত্রায় অভিসম্পাত করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর..।[৩]

পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছের আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, পর্দার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম এবং এ বিধান অমান্য করার পরিণাম অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

---

১. বুখারী, মুসলিম ২/২০৫ পৃঃ; 'মহিলাদের উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করা' অনুচ্ছেদ।
২. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, সনদ ছহীহ, পোষাক অধ্যায়। 'মহিলাদের জন্য যে পোষাক পরা অপসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ, হা/৬; ২/৯১৩ পৃঃ।
৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, এমদাদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার, ঢাকা 'ঈমান' অধ্যায়, পৃঃ ১৩।

** আল-কাসর, আল-যাহরা, কুয়েত।*

বর্তমান প্রগতিশীল কৃত্রিম সভ্যতার যুগে তথাকথিত নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার আন্দোলনের নামে মুসলিম নারী সমাজের উপর ইহুদী-খৃষ্টান কু-চক্রের মিথ্যা ও ধ্বংসলীলার প্রহসনমূলক যে চক্রান্ত চলছে, তা মুসলিম নারী জাতি ঘূর্ণাক্ষরেও উপলব্ধি করতে পারছে না। বরং কতিপয় মহল তাদের মিথ্যা আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রবাহমান স্রোতে গা ভাসিয়ে নিজেদেরকে এবং সমগ্র নারী সমাজকে ধ্বংসের সর্বশেষ সীমায় উপনীত করছে। যারা সম-অধিকার, সহ-অবস্থান ও কর্মের অলীক দাবীদার, তারা কি কখনো প্রশান্ত মস্তিষ্কে ভেবে দেখেছেন এতে তারা প্রকৃতই সক্ষম, না-কি অক্ষম? এতে তারা গর্বিত, শান্ত ও পরিতৃপ্ত, না-কি অতৃপ্ত?

মুসলিম নারীদের একান্ত কর্তব্য সকল আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বেড়াজাল পদদলিত করে ইসলামের সুশীতল ছায়াঘেরা নিরাপত্তার নীড়ে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করা। স্মরণ রাখতে হবে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া বিধান ও রীতি-নীতি ব্যতীত সুখ-শান্তি ও সফলতার আশা সুদূর পরাহত।

যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া জীবন বিধান অমান্য ও অবহেলা করে স্বেচ্ছাচারিতার নীতি অবলম্বন করেছে, যারা অবান্তর দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আকাশ কুসুম পরিকল্পনায় ঘুরপাক খাচ্ছে; যে সব নারী তাদের জন্য সম্মানজনক ও সুরক্ষার পন্থা 'পর্দা' ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্নে-নির্বিচারে অবজ্ঞা করে প্রাচীন মূর্খ যুগের নারীদের মত সাজসজ্জা আকর্ষণীয় করে, পাতলা ও অর্ধনগ্ন পোষাকে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর লক্ষ্যে যথেচ্ছা ভাবে নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছে, প্রকৃতপক্ষেই তারা অজ্ঞ, নির্বোধ ও লজ্জাহীন। পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে এদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক।

আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ, হত্যা, এসিড নিক্ষেপের মত কলংকিত ঘটনা এখন নিত্য দিনের। মূলতঃ এসব ঘটনার শিকার পর্দাহীন তথাকথিত সভ্য নারী সমাজ। প্রকৃতপক্ষে এরাই মুসলিম নারী সমাজসহ সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার উপর কলংকের প্রলেপ লেপে দিচ্ছে। আমাদের মুসলিম নারী সমাজের বর্তমান অধঃপতন, অবক্ষয় ও নির্যাতনের প্রধান কারণ, পর্দাহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও ইসলামী শিক্ষার অপ্রতুলতা।

মুসলিম নারী সমাজকে অনতিবিলম্বে এ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ধ্বংসের পরিবেশ থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। তা না হ'লে দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য ধ্বংস, বিপর্যয়, লাঞ্ছনা ও অবমাননা অপরিহার্য এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে অভিসম্পাত ও নিকৃষ্টতম শাস্তির বাসস্থান 'জাহান্নাম' অবধারিত। স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে প্রকৃত শান্তি, তৃপ্তি ও আত্মিক প্রশান্তি নেই।

ইসলাম ধর্মে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার সর্বজন স্বীকৃত। ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগ থেকে ইসলাম পরবর্তী সমভা, শান্তি ও সোনালী যুগে নারীর সর্বময় মর্যাদা, পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান অবলোকন করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু নারী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সুবাদে তারা সর্বময় শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছে। পর্দার সুফল সম্পর্কে এগুলি উজ্জ্বল প্রমাণ।

ইসলামই নারীর মর্যাদা সুরক্ষা করে নারীকে স্বমহিমায় মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারী স্বাধীনতা ও সমঅধিকার প্রদানের মিথ্যা প্রলোভনে পুরুষরা নারীদেরকে ভোগ-বিলাসিতার সামগ্রী হিসাবে যথেচ্ছা ব্যবহার করেছে এবং বর্তমান যুগেও একই ধারা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন ধর্মের পুরোহিত ব্যক্তি ও সমাজপতিগণ কখনো নারীকে দাসী ও সেবিকারূপে, কেউবা কুৎসিত ও অপবিত্রারূপে, কেউবা সমস্ত নারী জাতিকে অমঙ্গলের আঁকর হিসাবে পরিগণিত করেছেন। আবার কেউ কেউ নারীকে শয়তানের দ্বার, নিষিদ্ধ বৃক্ষের উন্মুক্তকারিণী, স্বর্গীয় আইনের লঙ্ঘণকারিণী, শয়তানের মুখপাত্র, বিষধর সর্প এবং পুরুষের হৃদয়কে পাপাসক্ত করার যন্ত্র প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেছে। এসব লালসাময়ী মিথ্যা বিশেষণ ও কুৎসা থেকে সমগ্র নারী জাতিকে মুক্ত ও পবিত্র করে ইসলাম নারীর মান-সম্মান ও সামগ্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

অতএব মুসলিম নারী সমাজের একান্ত কর্তব্য হ'লঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ঐশী বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। প্রশান্তচিত্তে পর্দা গ্রহণ করে সর্বদা শালীন পোষাক পরিধান করা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া। আর আমাদের অভিভাবক মহলকে অবশ্যই এসব ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং কন্যাদেরকে পর্দা পালন ও ইসলামী শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। অতঃপর নারীদেরকে স্ব স্থানে অবস্থান করে, স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, মুসলিম সমাজের সংস্কার অনেকাংশেই তাদের সংস্কার ও সুরক্ষার উপর নির্ভরশীল। হে প্রতিফল দিবসের অধিপতি আল্লাহ! আপনি আমাদের নারী সমাজকে সে সচেতনতা ও তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

অধিক কল্যাণের দো'আ

*যহুর বিন ওছমান**

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَاؕ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ তোমরা কারো গৃহে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সালাম করবে এবং অনুমতি নিবে। আর এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' (*নূর ২৭*)।

বিশিষ্ট ছাহাবী জাবির (রাঃ) বলেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার শিখানো বরকতময় উত্তম সালাম বলবে। আমি তো পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এটা সরাসরি বরকতই বটে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে পাঁচটি অভ্যাসের অছিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, হে আনাস! আমার উম্মতের যার সাথেই তোমার সাক্ষাত হবে, তাকেই সালাম দিবে। ফলে তোমার পুণ্য বেড়ে যাবে। যখন তুমি নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে তখন তোমার পরিবারের লোকজনকে সালাম বলবে, তাহ'লে তোমার বাড়ীর কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে'।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'হে বৎস! যখন তুমি তোমার স্ত্রীর নিকটে গমন করবে তখন তাকে সালাম বলবে। তাহ'লে তোমার ও তোমার পরিবারের উপরে বরকত নাযিল হবে'।[২]

নিজ গৃহে প্রবেশের পূর্বে সালামের মাধ্যমে অনুমতি নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবেঈ আত্বা (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমার বাড়ীতে আমার পিতৃহীন বোনেরা থাকে, যারা একই বাড়ীতে অবস্থান করে এবং তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব আমারই উপর ন্যস্ত রয়েছে। তাদের নিকটে গমন করলেও কি আমাকে অনুমতি নিতে হবে? এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জবাবে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র হুকুম মানবে না? আত্বা বললেন, অবশ্যই মানব। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অনুমতি না নিয়ে তোমার মায়ের নিকটে গমন করাও উচিৎ নয়'।[৩]

* *শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুজিবুর রহমান ১৫/২০৬ পৃঃ।*
২. *তিরমিযী ২/৯৫ পৃঃ; মূল আরবী দিল্লী ছাপা।*
৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ঐ ১৫/১৩৭ পৃঃ।*

সম্মানিত পাঠক! মুমিনদের জন্য কতই না আনন্দের বিষয় যে, মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে আমাদের গৃহগুলিকে মহাকল্যাণের ভাণ্ডার বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কল্যাণের দো'আ ছেড়ে দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত দলীল বিহীন দো'আ নিয়ে ব্যস্ত। দো'আর জন্য আমরা প্রতিনিয়ত ধরনা দেই পীর-ফকীরের নিকটে, কবর ও মাজারে। আবার অনেকেই মৌলভী, মুন্সী ডেকে এনে দো'আ করে নেই। অথচ আমরা যদি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নির্দেশগুলিকে একটু চিন্তা চেতনায় আনতে পারি তাহ'লে দেখতে পাব যে, আমাদের গৃহগুলি এক একটি কল্যাণের ভাণ্ডার।

মনে করুন একজন ঈমানদার গৃহকর্তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিধান মোতাবেক সালাম প্রদানের মাধ্যমে দৈনিক দশবার নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করেন। যার বাংলা অর্থ দাঁড়াবে তিনি দশবার গৃহবাসীদের উদ্দেশ্যে 'তোমাদের সকলের প্রতি শান্তি বা কল্যাণ বর্ষিত হউক' এই প্রার্থনা করলেন। জবাবেও বাড়ীতে অবস্থানরত মা, বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-কন্যা, চাচা-ফুফু, দাদা-দাদী এমনকি যদি আরও অধিক নিকটতম আত্মীয়-স্বজন থাকে তারা সবাই উক্ত সালামের জবাবে বলবে, 'তোমার প্রতিও শান্তি বা কল্যাণ বর্ষিত হউক'। সুবিজ্ঞ পাঠক! একটু চিন্তা করে বলুনতো? আপনার বাড়ীতে অবস্থানরত আপনজনদের দো'আ বেশী কবুলযোগ্য, নাকি অন্যের দ্বারা পঠিত দো'আ বেশী কবুলযোগ্য? মহান আল্লাহ কি আমাদের এমন প্রতিশ্রুতি দেননি যে, পিতা-মাতার দো'আ সর্বপ্রথম কবুলযোগ্য? তাহ'লে কেন আমরা দো'আ নিয়ে ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হই?

একটি পরিবারের দশজন সদস্য সারাদিন বাইরে কাজকর্ম করে বিকালে এক এক করে সকলেই সালাম প্রদানের মাধ্যমে বাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন দশজন সদস্যের দশটি সালামের জবাবে বাড়ীর অন্যান্য সদস্যগণের কল্যাণ কামনা কি ঐ বাড়ীর জন্য দো'আর ভাণ্ডার হবে না? ঐ বাড়ীতে কি শান্তির বন্যা বইয়ে যাবে না? ঐ বাড়ীতে কি সকল সদস্যের মাঝে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে না? অবশ্যই পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমাদের অন্তরে সে বিশ্বাস নেই।

বর্তমান মুসলিম সমাজের গৃহগুলির অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন পশু-পাখির বাসগৃহ। বাড়ীতে প্রবেশ কালে সালাম বা অনুমতির পদ্ধতি চালু নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর কি নির্দেশ তা খতিয়ে দেখা দরকার। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দ্বারা অনুমতি গ্রহণ করে না, তোমরা তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করবে না'।[৪]

৪. *বায়হাক্বী, মিশকাত ঐ, ২/৪০১।*

শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের এই দেশে সকলের মুখে মুখে রাসূল প্রেমের কমতি নেই। প্রতি বছর ১২ই রবীউল আউয়াল আসলে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে কালেমা খচিত পতাকা উড়ানোর হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু ক'টি মুসলিম পরিবার আছে, যে পরিবারের গৃহগুলিতে আল্লাহ্র নির্দেশমত প্রবেশের নিয়ম চালু আছে? মুক্বাতিল ইবনে হাইয়ান (রহঃ) বলেন, জাহেলী যুগে সালামের প্রচলন ছিল না। কেউ কারো বাড়ীতে গেলে অনুমতি নিত না। তারা বাড়ীতে প্রবেশ করার পর বলত আমি এসে পড়েছি। আল্লাহ তা'আলা এই কু-প্রথাগুলি দূর করার জন্য সালামের মাধ্যমে সুন্দর আদব-ক্বায়দা শিক্ষা দেন। যাতে আগমনকারী ও বাড়ীর লোক উভয়ের জন্যই শান্তি ও কল্যাণ রয়েছে।[৫]

সুপ্রিয় পাঠক! আমাদের দেশের কিছু অবুঝ মুসলমান কল্যাণ ও দো'আর আসল পথ ছেড়ে অন্ধকারের মাঝে কল্যাণ খুঁজে ফিরছে। আমি বলব যে, তারা কি আদৌ দো'আর মাহাত্ম্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে? কখনই না। দো'আর যতগুলি নিয়ম-কানূন আছে, তার মধ্যে সালামের মাহাত্ম্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। সে ব্যক্তি বলল, আস-সালা-মু আলাইকুম। নবী (ছাঃ) বললেন, এ ব্যক্তির দশ নেকী হ'ল। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, আস-সালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ব্যক্তির বিশ নেকী হ'ল। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ পথ অতিক্রম করল এবং বলল, আস-সালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহু। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ব্যক্তির ত্রিশ নেকী হ'ল। এমন সময় এক ব্যক্তি মজলিস হ'তে উঠে গেল, কিন্তু সালাম করল না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের সাথী কত তাড়াতাড়িই না ভুলে গেল যে, সালামের কি মাহাত্ম্য? অতঃপর তিনি বলেন, মজলিসে আগমন ও প্রস্থান এ উভয় সালামের মধ্যে কোনটাই কোনটার চেয়ে বেশি বা কম নয়। অর্থাৎ উভয় সালামেরই সমান নেকী ও গুরুত্ব রয়েছে।[৬]

এখন এই মহাকল্যাণ বা শান্তি আমরা কিভাবে অর্জন করতে পারি তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরে এ প্রবন্ধের ইতি টানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সালাম হচ্ছে আল্লাহ্র মহিমান্বিত নাম সমূহের একটি। তিনি দুনিয়াবাসীদের জন্য উহা দান করেছেন। সুতরাং তোমরা পরস্পরে সালামের প্রচলন কর'।[৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম বলবে'।[৮]

প্রিয় পাঠক! আমাদের মুসলিম সমাজে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে, যা অধিক কল্যাণ বা শান্তির পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে রাখে। কুসংস্কারবাদীদের ধারণা যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত কালে দিনে একবারের বেশি সালাম দেওয়া ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, তারা একাধিকবার সালামদানকারী ব্যক্তিকে আত্মভোলা পাগল বা বোকা বলতেও লজ্জাবোধ করে না। এ প্রসঙ্গে ইসলাম শিক্ষা দেয় নিম্নভাবেঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার অপর কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে, তার উচিৎ যে, তাকে সালাম দেওয়া। যদি তাদের মাঝে কোন বৃক্ষ অথবা প্রাচীর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর পুনরায় তাদের সাক্ষাত হয়, তখন পুনরায় তাকে সালাম দেওয়া উচিৎ। অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পথে চলতে গিয়ে যদি কখনও বৃক্ষের আড়াল হ'তেন আর তাঁদের একদল গাছের ডান পাশ দিয়ে এবং অপরদল বাম পাশ অতিক্রম করতেন তবে পুনরায় সাক্ষাত হওয়ামাত্র পরস্পর সালাম বিনিময় করতেন।[৯]

মুমিনের জন্য সালাম এতই মহা পবিত্র আমানত, যা এই স্বল্পপরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! ইনি জিবরাঈল (আঃ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন আমিও বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্যে করে বললেন, আমরা যা দেখি না আপনি তা দেখেন।[১০]

পরিশেষে ভ্রান্ত পথে দো'আ বা কল্যাণ কামনাকারীদের আহ্বান জানাতে চাই এই বলে যে, মনের কালিমা ও গ্লানি মুছে ফেলে একবার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রাত দৃষ্টি ফিরাই, তাহ'লে আর কেউই বলতে সাহস পাবে না যে, রাসূল (ছাঃ) তো নিষেধ করেননি? আমাদের বাপদাদা চৌদ্দ পুরুষ কি তাহ'লে ভুল পথে ছিল? কে বলেছে দো'আ করা যাবে না? আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক দো'আর পদ্ধতি শিখে দো'আ করার সুযোগ দান করুন। আমীন!

৫. ইবনে কাছীর, ঐ ১৫/১৩৮ পৃঃ।
৬. ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ ২/৪৯৬ পৃঃ বাংলা অনুবাদঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
৭. আল-আদাবুল মুফরাদ ২/৪৯৮ পৃঃ।
৮. বুখারী ৯/৪৫৪-৫৫ পৃঃ বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
৯. আল-আদাবুল মুফরাদ ২/৫১০ পৃঃ।
১০. বাংলা বুখারী ৯/৪৬২ পৃঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

হে যুবক! আল্লাহকে ভয় করো

*শেখ মাহদী হাসান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উপরোক্ত আয়াতের وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ- (এবং তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মকে অব্যাহত রাখে না) বাক্যের ব্যাখ্যা হাদীছে এভাবে এসেছে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুমিন ব্যক্তি কখনও একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না'।[২১] অর্থাৎ মুমিনরা ভুলক্রমে কৃত মন্দ কর্মকে ক্রমাগত অব্যাহত রাখে না। কেননা মুমিন ব্যক্তি যে স্থানেই থাকুক না কেন সর্বদাই মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং ভুলক্রমে কোন অন্যায় কাজ করে ফেললে সাথে সাথে তওবা করে ভাল কাজে প্রবৃত্ত হয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর এবং অসৎ কাজ করলে তার পরপর সৎ কাজ কর। তাহ'লে ভাল কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর'।[২২] অর্থাৎ মানুষ সর্বদাই আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে জীবনভর তাঁর ইবাদত তথা ইসলামের বিধি-বিধানের পূর্ণ আনুগত্য করে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহভীরু ঈমানদার ব্যক্তির জন্য পুণ্যের কাজকে সহজ করে দেওয়া হয় এবং সত্যত্যাগী আল্লাহ্‌র অবাধ্য বান্দাদের জন্য পাপ কাজকে অবারিত করে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে জগদ্বিখ্যাত তাফসীরকারক হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীর ইবনে কাছীরে' লিখেন- যে ভাল কাজ করতে চায় তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক্ব দান করা হয়। পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করতে চায় তাকে মন্দ কাজ করার সামর্থ্য প্রদান করা হয়। এ অর্থের সমর্থনে বহু হাদীছও রয়েছে। একটি হাদীছ এই যে, একবার হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছা)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের আমল সমূহ কি তাক্বদীরের লিখন অনুযায়ী হয়ে থাকে?' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জবাবে বলেন, 'হ্যাঁ, তাক্বদীরের লিখন অনুযায়ীই আমল হয়ে থাকে'। একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাহ'লে আমলের প্রয়োজন কি?' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেই আমল সহজ হবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে *(মুসনাদে আহমাদ)*।[২৩]

এ মর্মে বুখারী, মুসলিমেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২৪] অন্য একটি হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) তাক্বদীর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির বর্ণনা দেওয়ার পর বলেন, 'সেই সত্ত্বার কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার প্রতি তার তাক্বদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে জাহান্নামীদের কাজ করতে আরম্ভ করে। ফলে সে জাহান্নামে চলে যায়। এভাবে তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত বাকী থাকে, এমন সময় তার প্রতি সেই লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে জান্নাতীদের কাজ করতে আরম্ভ করে, ফলে সে জান্নাতে চলে যায়'।[২৫]

উপরোক্ত হাদীছগুলি পাঠে এরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, সবকিছু যখন তাক্বদীরের উপর নির্ভরশীল তখন আমল করেইবা কি লাভ? এছাড়া কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তাতো মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই নির্দিষ্টভাবে লিখে রেখেছেন।[২৬] অতএব আমল করলেই কি আর না করলেই কি? এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর হাদীছ থেকেই পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। এক্ষনে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে এরূপ হাদীছ শ্রবণের পর ছাহাবীগণের মনেও অনুরূপ প্রশ্ন জেগেছিল। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীছ লক্ষ্য করা যাক। নবী করীম (ছাঃ) একদিন দু'টি কিতাব ছাহাবীগণকে দেখালেন এবং বললেন যে, এর একটিতে সমস্ত জান্নাতীদের নাম, বাপ-দাদাদের নাম এবং বংশ পরিচয় রয়েছে এবং শেষে সর্বমোট যোগ করা আছে। আর এর থেকে কোন কম বেশী করা হবে না। আর অপরটিতে জাহান্নামীদের নাম, বাপ-দাদাদের নাম এবং বংশ পরিচয় রয়েছে এবং শেষে সর্বমোট যোগ করা হয়েছে। আর এর থেকেও কোন কম বেশী করা হবে না। তখন ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি ব্যাপার এমন চূড়ান্ত হয়ে থাকে তবে আমলের কি প্রয়োজন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা সত্য পথে থেকে সঠিকভাবে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা জান্নাতী ব্যক্তির অন্তিম কাজ জান্নাতীর কাজই হবে, (পূর্বে) সে যে আমল করে থাকুক না কেন। এরূপ জাহান্নামী ব্যক্তির অন্তিম আমল জাহান্নামীদের আমলই হবে, (পূর্বে) সে যে আমলই করে থাকুক না কেন...।[২৭] অর্থাৎ মৃত্যুকালীন আমলটাই চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী হিসাবে পরিগণিত হবে। বুখারী, মুসলিমের আরেকটি হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'বস্তুত মানুষের আমল তার 'খাতেমা' বা পরিণামের উপরই নির্ভর করে। (অর্থাৎ তার মৃত্যুকালীন পরিণাম ভাল হ'লে সবই ভাল; আর সে

* *১ম বর্ষ, ইংরেজী বিভাগ, সরকারী এম,এম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, যশোর-৭৪০০।*

২১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা ৯/৪৮৩২।

২২. তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ২০০০), ১ম খণ্ড, হা/৬১, ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

২৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৮/১৮৫ পৃঃ।

২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা ১/৭৯।

২৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা ১/৭৬।

২৬. মুসলিম, মিশকাত হা ১/৭৩।

২৭. তিরমিযী, মিশকাত হা ১/৯০।

পরিণাম খারাপ হ'লে সবই খারাপ)।[২৮]

উপরোল্লেখিত হাদীছগুলির সারকথা এই যে, মানুষের মৃত্যুকালীন অবস্থায়ই তার পরকালীন সফলতা-ব্যর্থতা নির্ণয়ের মাপকাঠি। আর এটাই চিরন্তন সত্য যে, কোন মানুষই জানে না কখন তার মৃত্যু হবে। এছাড়া কোন মানুষ তার তাক্বদীরের লিখন সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল নয়। অর্থাৎ মানুষ জানে না যে তাকে জান্নাতী হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে নাকি জাহান্নামী হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এজন্যই সার্বক্ষণিক আমল করে যেতে হবে। কেননা এই পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবনের এক মুহূর্তেরও নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। হে যুবক! মউত যেকোন সময় তোমার দুয়ারে টোকা দিতে পারে, সাঙ্গ হয়ে যেতে পারে আরাম-আয়েশে পরিপূর্ণ লোভনীয় পার্থিব জীবনের। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে' *(আনকাবূত ৫৭)*।

অর্থাৎ দুনিয়ার সর্বাধিক মূল্যবান বস্তুর বিনিময়েও মৃত্যু হ'তে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। মানুষসহ এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্র কর্তৃত্বাধীন। আর তাই মৃত্যুর কাছে আমরা একান্ত অসহায়। মউত এসে গেলে শত ধন-ঐশ্বর্য্য, অফুরন্ত বল-বীর্য কোনই কাজে আসে না। মহান পরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ، فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ، تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ-

'পরন্তু কেন নয়- প্রাণ যখন কণ্ঠগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, তবে তোমরা কেন ওটা ফিরাও না? যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(ওয়াকি'আ ৮৩-৮৭)*।

অর্থাৎ যদি তোমাদের এই কথা সত্য হয় যে, তোমাদের এমন কোন প্রভু বা মালিক নেই যে তোমাদের উপর নির্দেশ জারী করবেন এবং কর্তৃত্ব করবেন বা প্রতিদান এবং শাস্তির দিনও আসবে না। তাহ'লে রূহ বের হয়ে যাবার সময় (অর্থাৎ মৃত্যুর সময়) সেটাকে নিজ জায়গায় স্থিত করে দেখাও। যদি তোমরা এটা করতে না পার তাহ'লে এটা পরিষ্কার যে, তোমাদের ধারণা সত্য নয়। নিশ্চিতভাবেই তোমাদের উপর একজন কর্তৃত্বশীল আছেন এবং নিশ্চিতভাবেই এমন একদিন আসবে যেদিন তোমাদের মালিক প্রত্যেকটি কাজেরই প্রতিদান দিবেন।[২৯]

২৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহি, মিশকাত হা ১/৭৭।
২৯. আল-কুরআনুল কারীম, উর্দূ তরজমা ও তাফসীর, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী ও মাওলানা ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (মদীনা মুনাওয়ারাহঃ শাহ ফাহদ কুরআনে কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৭ হিঃ) পৃষ্ঠা ১৫৩০, টিকা নং-৪।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে পৃথিবীর মানুষকে অনেক ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালী মনে হ'লেও মৃত্যুর ব্যাপারে যে তারা এতই অসহায় যা কল্পনাতীত। যে সমস্ত কাফের মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকে, তারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহ'লে মৃত্যুকে এক সেকেণ্ডের জন্যও রোধ করে দেখিয়ে দিক। মিথ্যাবাদী চির অভিশপ্ত কাফিরের দলও মনে মনে মৃত্যুকে ভয় করে থাকে। তারা মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা সাধনা করে থাকে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, আর থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছ' *(ক্বাফ ১৯)*।

সেই ভয়ংকর দিনে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, মুখ বিবর্ণ হয়ে যাবে, পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে, হাঁটু ভেঙ্গে ভেঙ্গে যমীনে পতিত হবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ وَّظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ-

'কখনও নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে, 'কে তাকে রক্ষা করবে?' তখন তার প্রত্যয় হবে যে এটা বিদায়লগ্ন এবং পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে' *(ক্বিয়ামাহ ২৬-২৯)*।

হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকূলের অতি নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। এমনকি সেটা প্রায় এক মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে। সুতরাং তখন ওটার তাপে মানব সম্প্রদায় আপন আপন আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। কারো ঘাম টাখনু পর্যন্ত হবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত আর কারো জন্য এই কান লাগাম হয়ে যাবে (অর্থাৎ তার মুখের মধ্যে লাগামের ন্যায় ঢুকে যাবে)। এই কথাটি বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন'।[৩০]

আর ক্বিয়ামত যে অতি নিকটবর্তী এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি ও ক্বিয়ামত এ দু'টি আঙ্গুলের ন্যায় প্রেরিত হয়েছি। শো'বা বলেন, আমি ক্বাতাদাকে বলতে শুনেছি তিনি এই হাদীছটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যেমন, মধ্যমা ও তর্জনী (শাহাদাত) আঙ্গুলের মধ্যে একটি আরেকটি হ'তে কিছুটা বর্ধিত।[৩১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি কিভাবে আরাম আয়েশে থাকতে পারি? অথচ শিঙ্গাওয়ালা [হযরত ইস্রাফীল (আঃ)] শিঙ্গা মুখে দিয়ে রেখেছেন, কান ঝুঁকিয়ে রেখেছেন, মাথা নত করে রেখেছেন। তিনি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছেন যে, এটা ফুঁক দেওয়ার জন্য কখন নির্দেশ দেয়া হয়'?।[৩২] অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও অনুরূপ

৩০. মুসলিম, মিশকাত হা ১০/৫৩০৬।
৩১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা ১০/৫২৭৫।
৩২. তিরমিযী, মিশকাত হা ১০/৫২৯৩।

নিকটে'।[৩৩] অর্থাৎ খুব শীঘ্রই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং তোমাদের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যাবে।

অতএব হে যুবক! মহান আল্লাহকে ভয় করো। স্বীয় নেক আমলকে অব্যাহত রাখো। কেননা পূর্বেই আমরা হাদীছ থেকে জেনেছি যে, প্রত্যেকের জন্য সে কাজকে সহজ করে দেওয়া হয় যে কাজে সে প্রবৃত্ত হয়। আবার অন্য একটি হাদীছে এসেছে- নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বনু আদমের অন্তরসমূহ সমস্তই আল্লাহ্‌র আঙ্গুল সমূহের দু'আঙ্গুলের মধ্যে মাত্র একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি যথেচ্ছা সেটাকে ঘুরিয়ে থাকেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ-

'হে অন্তর সমূহের আবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও'।[৩৪] অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ) সর্বদা দো'আ করতেন যেন আমাদের অন্তর সব সময় আল্লাহ্‌র এবাদত ও আনুগত্যের অনুকূলে থাকে। আমরা যদি পাহাড় সমান গোনাহ করেও আল্লাহ্‌র ভয়ে তওবা করে তাঁর দ্বীনে ফিরে আসি তাহ'লে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আমাদের অন্তরকে দ্বীনের দিকে আবর্তিত করে দিবেন। একটি হাদীছে কুদ্‌সীতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- 'আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আছি (অর্থাৎ যে আমার সাথে যেরূপ ধারণা রাখে, আমিও তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করি)। সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সঙ্গে আছি'। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের কেউ বৃক্ষলতাহীন মরু প্রান্তরে তার হারানো বস্তু পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তার বান্দার তওবায় এর চাইতেও অনেক বেশী আনন্দিত হন। (আল্লাহ আরো বলেন) যে ব্যক্তি আমার কাছে আসতে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাই'।[৩৫]

মহান আল্লাহ (হাদীছে কুদসীতে) আরো বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে দো'আ করতে থাকবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি ততদিন তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকব, তা তুমি যাই করে থাকো। হে আদম সন্তান! এ ব্যাপারে আমার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তোমার গুনাহ যদি আকাশচুম্বিও হয়। অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো তাহ'লে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। হে আদম সন্তান! তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও যদি আমার সাথে সাক্ষাত করো এবং আমার সাথে কিছু শরীক না করে থাকো, তাহ'লে আমিও এ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসব'।[৩৬] বস্তুতঃ মহান রাব্বুল আলামীন কাউকেই বিনা কারণে শাস্তি দিতে চান না। এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ্‌র কাছে মূল্যহীন। এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ্‌র কাছে একটি মশার ডানারও সমান নয়।[৩৭] আর এজন্যই মহান আল্লাহ কখনই মানুষকে শাস্তি দিতে চান না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا-

'আল্লাহ্‌র এমন কি প্রয়োজন পড়েছে যে তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন- যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে কালযাপন কর এবং ঈমান অনুসারে চল? আল্লাহ বড় পুরস্কারদাতা এবং সকলের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল' *(নিসা ১৪৭)*। কিন্তু তাই বলে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। সর্বদাই মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ-

'দুর্দশাগ্রস্থ জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে নিশ্চিত হয় না' *(আ'রাফ ৯৯)*। অনেককে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলে তারা বলে থাকে, 'আমার হিসাব আমি দেব'। অথচ ক্বিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় দিনে কেউই তার হিসাব দিতে পারবে না। আর যার নিকট থেকে হিসাব নেওয়া হবে সে ধ্বংস হবে।[৩৮] তাই বলে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

اِنَّهُ لاَيَاْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ-

'কাফেররা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয় না' *(ইউসুফ ৮৭)*। মহান আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করে সারাজীবন তাঁর আনুগত্য করে গেলে অবশ্যই তিনি বিনা হিসাবে আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এমনিভাবে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি সর্বদা সুধারণা রাখতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ যেন মহা মহীম আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা না রেখে মৃত্যু বরণ না করে'।[৩৯] অতএব এসো হে যুবক! আমরা সকল প্রকার অন্যায়-অসত্য হ'তে বেরিয়ে আসি, বেরিয়ে আসি পাপ-পঙ্কিলতা হ'তে, মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজেকে

---

৩৩. বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা ২/৪৪৫।
৩৪. মুসলিম, মিশকাত হা ১/৮৩।
৩৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহি, রিয়াযুছ ছালেহীন হা ২/৪৪০।
৩৬. তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা ২/৪৪২, ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।
৩৭. তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা ২/৪৭৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান ও ছহীহ।
৩৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা ১০/৫৩১৫।
৩৯. মুসলিম, মিশকাত হা ৪/১৫১৭।

সপে দিই অকুণ্ঠ চিত্তে। প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে একটি আকর্ষণীয় দীর্ঘ হাদীছ (হাদীছে কুদসী) উপস্থাপন করতে চাই।

আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। কাজেই তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কাজেই তোমরা আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দিব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে খাদ্য দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। কাজেই তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে কাপড় দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই উলঙ্গ। কাজেই তোমরা আমার কাছে কাপড় চাও। আমি তোমাদেরকে কাপড় দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল করে থাক, আর আমি সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিই। কাজেই তোমরা আমার কাছে গোনাহ মাফ চাও, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আমার কোন উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে মুত্তাক্বী লোকের দিলের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বের কিছুই শ্রীবৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে খারাপ মানুষের দিলের মত দিল সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন ও মানুষ এক ময়দানে দাঁড়িয়ে একত্রে আমার কাছে চায় এবং আমি প্রত্যেককে তার চাহিদা পূরণ করে দেই, তাহ'লে তাতে আমার কাছে যে ভাণ্ডার রয়েছে তার এতটুকু কমে যায় যতটুকু সমুদ্রে একটি সূঁচ ফেললে তার পানি কমে যায় (অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে একটি সূঁচ ফেলে দিলে যেমন তাতে সমুদ্রের পানির কিছুই কমে না, তেমনি আল্লাহ্র অসীম ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করে দিলেও তার কিছুমাত্র কমে না)। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের নেক আমলকে তোমাদের জন্য জমা করে রাখছি, তারপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দিব। কাজেই যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ পায়, সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

সাঈদ (রহঃ) বলেন, আবূ ইদরীস যখন এই হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন হাঁটু ভাঁজ করে পড়ে যেতেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই হাদীছ রেওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, সিরিয়াবাসীদের কাছে এর চাইতে বেশী মর্যাদাপূর্ণ আর কোন হাদীছ নেই।[৪০]

উপরোক্ত হাদীছ হ'তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমরা আল্লাহ্র এবাদাত করলেও আল্লাহ্র কোন লাভ বা ক্ষতি নেই আর তাঁর অবাধ্যতা করলেও তাঁর কোন লাভ বা ক্ষতি হবে না। মূলতঃ আল্লাহ্র আনুগত্য বা অবাধ্যতার সাথে আমাদেরই লাভ-ক্ষতি জড়িত। আর এজন্য চির অভিশপ্ত জাহান্নামের আগুন হ'তে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে জান্নাত পেতে হ'লে মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং তাঁর নিকট তওবা প্রার্থনা করতে হবে। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, ক্বিয়ামতের সেই ভয়ংকর দিনে একমাত্র সুপারিশের অনুমতি প্রাপ্ত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) দিনে সত্তর বারের অধিক তওবা করতেন এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতেন।[৪১] কোন কোন বর্ণনায় দৈনিক শতবার তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা করার কথাও আছে।[৪২]

অতএব হে যুবক! এখনও সময় আছে আল্লাহ্র নিকট খালেছ অন্তরে তওবা করো। তাঁর দ্বীনে পরিপূর্ণরূপ দাখিল হয়ে যাও। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর তোমাদেরকে এমন যোগ্যতা দান করবেন যাতে তোমরা ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য আলো ও অন্ধকার সহজে চিনতে পার।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার দ্বীনের উপর আমৃত্যু অবিচল থাকার তাওফীক দান কর- আমীন!

---

৪০. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা ১/১১১।
৪১. বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা ১/১৩।
৪২. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা ১/১৪।

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
...র, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ
...য়ন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয়
...র ড্রাফ্‌ট সরাসরি নগদ টাকায়
... ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট
... ইসলাম
রাজশাহী
)
...-৭৭৫৯০২
...০৯৬৬।

মৃত্যু

*রফীক আহমাদ**

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অসংখ্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, পাহাড়, পর্বত, সাগর, মহাসাগর, ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, আলো, অন্ধকার, দৃশ্য, অদৃশ্য ইত্যাদি বৃহৎ বস্তুগুলির ন্যায় 'মৃত্যু' একটি মহাসত্য সৃষ্টি। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানব এই শক্তিশালী শক্তির (মৃত্যুর) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্ট বিষয়ের উপর (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যানুসন্ধান বা গবেষণা চালানো হয়, তুলনামূলকভাবে আলোচ্য বিষয়ে তা করা হয় না। তবে একে সাময়িকভাবে ঠেকিয়ে রাখার বা প্রতিরোধ করার যে মহা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে তা মোটেও অপ্রতুল নয়। এই মহা ব্যবস্থার অংশ হিসাবে সারা বিশ্বে আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক আধুনিকায়ন অব্যাহত রয়েছে এবং ফলাফলেও অনুকূল বা কোন কোন ক্ষেত্রে আশানুরূপ আবহাওয়ার ইংগিত বিরাজমান। কিন্তু একে প্রতিহত বা রহিত করার কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আজও সম্ভব হয়নি এবং মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ক্বিয়ামত বা শেষ দিবস পর্যন্ত কখনও তা সম্ভব হবে না।

এমতাবস্থায় মৃত্যুর ন্যায় করুণ ও ভয়ংকর চিত্তের বিষয়টিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাধ্যতামূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য কর্তব্য। একে ঐচ্ছিক, অবহেলা, অবজ্ঞা বা অনিচ্ছার এখতিয়ারভুক্ত রাখা সত্যিই আশ্চর্যজনক। মৃত্যু কি ও কেন? এর নেপথ্যে যে গূঢ় চাঞ্চল্যকর রহস্য নিহিত তা শুধু এক আল্লাহতে বিশ্বাসীর পক্ষেই অনুধাবন বা অনুমান করা যৎকিঞ্চিৎ সম্ভব। অবশ্য মানুষের জন্য প্রত্যাদিষ্ট মহাপবিত্র আল-কুরআনের মুক্ত বাণীতে যাবতীয় শ্রেষ্ঠতম বিষয়ের বিশদ বিবরণ ত্রুটিমুক্ত ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলি গভীর ও নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করে মৃত্যুর আসল রহস্য উদঘাটনপূর্বক আমাদের সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্যে আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা করা হ'ল।

প্রকৃত অর্থে 'মৃত্যু' আল্লাহ্র হুকুম বা একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। এখানে মাত্র কিছুক্ষণ মানব আত্মাকে অচল বা রহিত করে দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে মৃত দেহে সেই আত্মাকে সংযোজন করা হয়। অতঃপর আত্মার কর্মের মূল্যায়ন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হয়। মৃত্যু নামে মানব আত্মার এই রূপান্তর কত যে মর্মান্তিক, কত ভয়াবহ, কত হৃদয় বিদারক, কত দুঃখজনক, কত লাঞ্ছনাজনক ও অপমানজনক, আবার কত আনন্দদায়ক ও সম্মানজনক তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মানব জীবনের সংশোধনের জন্য ইহা একটি আত্মসমালোচনামূলক স্থায়ী ও অব্যর্থ ব্যবস্থা। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বাধিক প্রিয় মানব জাতিকে সঠিক পথে চলার হিতোপদেশ স্বরূপ বহু আয়াত অবতীর্ণ করেন। একই সঙ্গে সঠিক পথ হ'তে বিচ্যুত হওয়ার সাংঘাতিক ও নিদারুণ পরিণতিরও বহু হুঁশিয়ার বাণী সন্নিবেশিত করেন মহাপবিত্র আল-কুরআনে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা আলে-ইমরানের ১৪৫নং আয়াতের মহাসত্য মৃত্যু সংবাদ বাণীতে প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না-সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়ায় দান করব। পক্ষান্তরে যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দিব। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দিব'। একই বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির বর্ণনায় অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হ'লে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ সাধিত হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দিন, এসবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না' *(নিসা ৭৮)*।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা মৃত্যু বা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ্র উদাহরণই মহান, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত বা তরান্বিত করতে পারবে না' *(নাহল ৬০, ৬১)*।

পৃথিবীর বুকে প্রতিটি মানুষের আবির্ভাব (জন্ম) হয় মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়েই, যা প্রত্যক্ষ করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এ কারণেই দেখা যায় অগণিত মানব শিশু মাতৃগর্ভ হ'তে জীবিত রূপে ভূমিষ্ঠ হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে। শুধু তাই নয়, জন্মের পর হ'তেই প্রতি মুহূর্তে ধারাবাহিকভাবে (আল্লাহ্র বিধান বা হুকুম মত) চলতে থাকে রহস্যময় মৃত্যু বিভীষিকার অব্যর্থ অভিযান। মানব সম্প্রদায়ের জন্ম-মৃত্যুর ধারাবাহিকতা পবিত্র কুরআনের লিপিবদ্ধ বিধিবিধান মতই কার্যকর হয়ে আসছে আবহমান কাল ধরে। এতে দেখা যায় মানুষের বয়ঃসীমা মাতৃগর্ভ হ'তে শুরু করে একশত বৎসর বয়সের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য ব্যতিক্রমধর্মী অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির একশত বৎসরের ঊর্ধ্বে প্রায় দেড় শত বৎসর পর্যন্ত জীবদ্দশার খবরও পাওয়া যায় বিশ্বজগতের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে। সুতরাং মাতৃগর্ভ হ'তে শুরু করে

* *অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

একশত বৎসর বা দেড়শত বৎসরের স্থিতিকাল নিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞানগর্ভের অধিক মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্বলিত আয়াতগুলির উল্লেখ বা উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্বমুখী ধ্যান-ধারণা বিকাশের উপযোগী সূরা আল-মুমিন এর ৬৭ ও ৬৮ নং আয়াতের বাণী, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন একথাই বলেন 'হয়ে যা' তখন হয়ে যায়'। সূরা নাহল এর ৭০ নং আয়াতের স্মরণীয় বাণী, 'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্থ অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত, সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান'।

একই বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধির প্রয়াসে, অধিক মাত্রা সংযোজিত সূরা হজ্জ-এর ৫নং আয়াতের মহাজ্ঞানপূর্ণ বাণী, 'হে লোক সকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হ'তে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছে রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি, তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছান হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না'।

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলি দৃশ্যত এক আলাদা অদ্ভুত তথ্যের সন্ধান নিয়ে উপস্থিত হ'লেও আসলে এই অনাকাংখিত তথ্য বা সংবাদ মোটেও আলাদা বা নতুন নয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে সর্বজনবিদিত অমোচনীয় রীতি-নীতি। তাই 'মৃত্যু' নামের অদৃশ্য শক্তি সমগ্র বিশ্বজগতে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মুহূর্তে মহাবিশ্বের বিভিন্ন দেশ হ'তে দেশান্তরে বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তিতে মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় কোন নবতর নীতিমালা নেই। মৃত্যুমুখী সর্বজন স্বীকৃত এই অধ্যায়টি এত বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর যে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুর এক মুহূর্ত পূর্বেও অনুভব করতে পারে না নিজের মৃত্যু সংবাদ, অথচ এক মুহূর্ত পরই তাকে তা মেনে নিতে বাধ্য করা হয় বা আপোষে মেনে নেয়। বাস্তব জগতের মৃত্যুর এই অহরহ চিত্রই পরোক্ষভাবে কুরআন মাজীদের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এগুলি অবশ্যই অধ্যাবসায় যোগ্য বা গবেষণা যোগ্য। অতঃপর গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং বিশ্বজগতের ঘটমান বর্তমান ফলাফলের প্রেক্ষাপটে যে নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান, তা যেকোন জ্ঞানী-গুণী ধর্ম বিশ্বাসী বান্দার পক্ষে সন্দেহাতীতভাবে অতি সমাদরে গ্রহণযোগ্য বা বরণযোগ্য। প্রচলিত বা প্রবর্তিত চিরস্থায়ী নিয়মে সারা বিশ্বে দিবারাত্রি, সুস্থ-অসুস্থ, ভাল-মন্দ, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ, ঘরে-বাইরে, নিদ্রা-জাগরণে, আলো-আঁধারে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, পাপ-পুণ্যে, পবিত্র-অপবিত্র যেকোন পরিস্থিতি বা পরিবেশে, যেকোন বয়সের মানব সন্তানকে এই ধ্রুব সত্য বা চির সত্য মৃত্যু গ্রাস করে চলেছেই। কাজেই মৃত্যুর এই করাল গ্রাসে উপনীত হয়ে, একটা অদৃশ্যশক্তির হস্তক্ষেপ জনিত প্রভাবে হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক প্রাণহরণ পদ্ধতির অভিযান কার্যকর হয়। এই ব্যবস্থায় সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক বান্দার জন্য মৃত্যু সহজ এবং অসৎ ও অবিশ্বাসী বান্দার জন্য মৃত্যু জটিল আকার ধারণ করে।

প্রাথমিক পর্যালোচনায় মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় মানব সম্প্রদায়কে উপদেশ দেওয়ার জন্যে বা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য, পৃথিবীর সকল প্রাণীর মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে মানুষেরও মৃত্যু সংবাদকে সম্পৃক্ত ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল প্রাণী যেমন মরণশীল, মানুষও তদ্রুপ মরণশীল। মৃত্যুর নিশ্চয়তা ঘোষণাকারী আয়াতগুলির মধ্যে সূরা আল-ইমরান-এর ১৮৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা ক্বিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়'।

একই মর্মার্থে সূরা আম্বিয়ার ৩৫নং আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'। সূরা আনকাবূতের ৫৬ ও ৫৭ নং আয়াতে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে উপদেশের সুরে বলেন, 'হে ঈমানদার বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে'।

উপরের আয়াত ক'টিতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসম্পন্ন মানবের সর্বাধিক প্রিয় প্রাণ বা আত্মার ধ্বংস বা মৃত্যু কাহিনীর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য, সকল নে'মত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ, অট্টালিকা, জাঁক-জমকপূর্ণ পরিবেশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি অনেক মানুষের প্রিয়। তবে নিজের প্রাণের চেয়ে বা জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয়

আর কিছুই নেই। অথচ এ জীবনের বিনাশ, ধ্বংস বা মৃত্যু অনিবার্য। এটা প্রতিরোধ করার কোন উপায় নেই বা শক্তি নেই। আছে শুধু বিলম্বিত করার পার্থিব প্রচেষ্টা মাত্র, যার শেষ রক্ষা নেই। এমতাবস্থায় মানুষকে আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা মৃত্যু রহস্যের গূঢ় তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ধ্বংস কাহিনীগুলির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এটা ধ্রুব সত্য। পৃথিবীর বুকে কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায়নি এবং ভবিষ্যতেও রক্ষা পাবে না।

অবশ্য আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত পরহেযগার মুমিন বান্দা মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয় না। কারণ তারা তাদের নিবিড় ইবাদতের মাধ্যমে অতি সংগোপনে মৃত্যু, কবর ও ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা হ'তে আল্লাহ্‌র রহমত ও আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণেই মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকে। গভীর আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র স্মরণের ফলে তারাও আল্লাহ্‌র স্মরণ ও দয়ার খতিয়ানভুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস-আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নির্দেশাবলী পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ সাময়িক কিছু বেদনাদায়ক হ'লেও স্থায়ী শান্তিদায়ক। তারা জানে মৃত্যুর অব্যাবহিত পরই পারলৌকিক জীবনের চিরস্থায়ী সুখের নমুনার সূত্রপাত হয়। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং মুমিন বান্দার আন্তরিক ও বাহ্যিক আশা-প্রত্যাশা। উল্লেখ্য, পবিত্র আল-কুরআনে মুমিন বান্দার নিষ্কৃতি লাভের উপায় সমূহ ও ভ্রান্ত পথ হ'তে আত্মরক্ষার সার্বিক সতর্কতামূলক বহু আয়াতের সঙ্গে মৃত্যুকালীন অবস্থারও সম্মানজনক আয়াত অবতীর্ণ হয়। যেমন সূরা আল-মুনাফিকূন এর ৯, ১০ ও ১১নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহ'লে আমি ছাদাক্বা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন'। সূরা সিজদাহ'র ১১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন, 'বলুন! তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে'। অতঃপর সূরা নাহল এর ৩০, ৩১ ও ৩২নং আয়াতের বাণী, 'পরহেযগারদের বলা হয়, তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলে মহাকল্যাণ! যারা এ জগতে সৎ কাজ করে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। পরহেযগারদের গৃহ কি চমৎকার? সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে, এর পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বিণী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্যে তাতে তাই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ পরহেযগারদেরকে, ফেরেশতা যাদের জান কবয করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক। তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর'।

মৃত্যুকালীন পরিস্থিতির একটি হাদীছ, ওবাদাহ ইবনে ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ভালবাসে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ অপসন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন। আয়েশা (রাঃ) কিংবা নবী (ছাঃ)-এর কোন এক স্ত্রী বললেন, আমরা মৃত্যুকে অপসন্দ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কথাটা এমন নয়। বস্তুতঃ মুমিনের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তার মর্যাদার সুসংবাদ প্রদান করা হয়। তখন তার সামনে যা থাকে তার চেয়ে পসন্দনীয় জিনিষ আর কিছু থাকে না, তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পসন্দ করে এবং আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন। কিন্তু কোন কাফেরের মৃত্যু যখন উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি ও আযাবের সংবাদ দেয়া হয়। তখন তার সামনে যা থাকে, তার চেয়ে অপসন্দনীয় জিনিষ আর কিছুই থাকে না। সে তখন আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে অপসন্দ করে, আর আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে অপসন্দ করেন *(বুখারী)*।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণতি। মৃত্যু পরবর্তী অধ্যায়ের কোন সমাধান বিজ্ঞানে নেই। কিন্তু আলোচ্য বিষয়বস্তুর নিবিড় অভ্যন্তরে বিজ্ঞান নয় বরং আল্লাহ্‌র মহিমার বর্ণনাই মূখ্য। অবশ্য বিজ্ঞানের অনুসারীরা ও আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে সন্দেহ সৃষ্টিকারীরা পারলৌকিক জীবনে দৃঢ়ভাবে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। কিন্তু বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টা এক আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ মৃত্যুর বিভীষিকা হ'তে আত্মরক্ষার জন্য অসংখ্য উপায়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকেন। তারা পবিত্র ও সম্মানিত কুরআনের বাণীতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে পারলৌকিক শান্তির প্রবেশপথ মৃত্যুতে (উপরোল্লেখিত) শান্তি পান।

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী, অহংকারী, মুশরেক ও কাফের দল, পৃথিবীর ধন-ঐশ্বর্য, শক্তি সামর্থ্য, ভোগবিলাস, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন ইত্যাদির মোহে আত্মাহারা হয়ে জীবনসাথী মৃত্যুকে ভুলে যায়। অথচ সর্বাবস্থায় তাদেরকে আশেপাশে চতুর্দিক হ'তে মৃত্যুর বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় চিত্র দেখানো হ'তেই থাকে, একমাত্র সংশোধনের আকুল প্রত্যাশায়। কিন্তু শয়তানের অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত কৌশল তাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটায়। তারা প্রতিনিয়ত পাড়া-গ্রামে, শহর-বাজারে, রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রাকে, ট্রেনে, উড়োজাহাজে, গভীর সমুদ্রে হঠাৎ করেই মানুষের মৃত্যু নিনাদ দেখছে। দেখছে আরও কত ভয়ংকর ও অসহনীয় হৃদয় বিদারক বিচিত্র দৃশ্য। যা ভাষায় বর্ণনাযোগ্য নয়।

তবুও এদের ভ্রম ভাঙ্গে না, ভুলে থাকে বাস্তব মৃত্যুর উদাহরণকেও। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হ'লে অকাল মৃত্যুর নিদারুণ ছোবলে আক্রান্ত হয় এবং অভিশপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তারা মৃত্যুকে অস্বাভাবিক ভয় পায়। সর্বজ্ঞাতা অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা এদের সমন্ধে সূরা জুম'আর ৭ ও ৮ নং আয়াতে বলেন, 'তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ যালেমদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হ'তে পলায়ণ কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা প্রত্যার্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে'।

যালেমদের মৃত্যুকালীন সময়ের বর্ণনা দিয়ে সূরা নাহল এর ২৮ ও ২৯নং আয়াতে হয়েছে, 'ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবয করে যে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। হাঁ, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। অতএব জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট'।

অনুরূপ পথভ্রষ্ট নরনারীর জীবন নাশের ঘোষণায় সূরা মুহাম্মাদ এর ২৭ ও ২৮নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, 'ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবেন, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অপসন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন'।

আলোচ্য রচনার শীর্ষ আলোচনায় উপরের আয়াত ক'টিতে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির বিপরীত বান্দাদের প্রাণ হরণের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির যৎসামান্য উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বাসী ও অনুগত বান্দাগণের সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে ইহা একটি মহামূল্যবান দলীল। অপরপক্ষে অবিশ্বাসী, ধর্মান্ধ, কাফের গোষ্ঠীর সম্মুখে এগুলি প্রহসনমূলক উদ্ভট ও মিথ্যা দলীল সমতুল্য। কারণ এদের পরম বন্ধু শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, শোভনীয়, প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর হিসাবে তাদের সামনে তুলে ধরে এবং মনমস্তিষ্কের আমুল পরিবর্তন ঘটায়। ফলে তারা নিজেদের মিথ্যাকে সত্য, অন্যায়কে ন্যায়, মন্দকে ভাল, হারামকে হালাল, অনধিকারকে অধিকার, অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করতে থাকে, তারপর হঠাৎ মৃত্যু তাদের কঠোর হস্তে ধরে ফেলে। চিন্তাবিদ ও জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্নগণ যদি এসব বিষয় নিয়ে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা করেন, তবে এসব কিছু থেকে অনেক শিক্ষনীয় ও গ্রহণীয় বিষয়ের সন্ধান লাভ করতে পারেন।

যেমন দিনরাত্রি পরিক্রমণের বেলায় মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে নিদ্রার একটা নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান। কারণ সকল মানুষ মৃত্যু ও নিদ্রা উভয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং প্রতিদিন মৃত্যুর অনুরূপ কৃত্রিম মৃত্যু নিদ্রার সম্মুখীন হয় বা নিদ্রা যায়। মানুষের আরাম-আয়েশের জন্য নিদ্রার নির্ধারিত এই সময়টুকুর মধ্যেও মৃত্যুর হুকুম হয়ে যেতে পারে বা অনেকের হয়েও যায়, তখন ঐ সমস্ত অবস্থায় তার জান কবয করা হয়। ফলে সে আর ঘুম হ'তে জেগে উঠতে পারে না। এভাবে কৃত্রিম মৃত্যু নিদ্রার সাথে প্রকৃত মৃত্যুর সমন্বয় সাধিত হয়- যা একান্তই বিরোধমুক্ত। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলি তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরেনা, কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শষ্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং আর্দ্র বা শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গৃহে রয়েছে। তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুত্থিত করেন, যাতে নির্দিষ্ট ওয়ার্দাপূর্ণ হয়। অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমনকি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয়। অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছান হবে। শুনে রাখ! ফয়ছালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন' *(আন'আম ৫৯-৬২)*। ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে সূরা যুমার এর ৪১ ও ৪২ নং আয়াতে সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎ পথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্য দায়ী নন। আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়...'।

উপরে উদ্ধৃত আয়াত ক'টিতে মৃত্যু ও নিদ্রার পারস্পরিক বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে এমন সব বি রয়েছে- যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় মৃত্যুও যে মানুষকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে, আলোচ্য আয়াত সমূহে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু আবহমানকালের একটি চিরস্থায়ী সত্য ঘটনা। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্যি যে, এরূপ মৃত্যুর স্মরণ হ'তে মানুষ প্রায়ই সম্পূর্ণ উদাসীন। সাধারণ মানুষ এরূপ মৃত্যুকে একটা দূর্ঘটনাকবলিত সমস্যা বলে মনে করে। আসলে তা নয়। কোন মানুষের নির্ধারিত স্থায়িত্বকাল (হায়াত) নিদ্রার সময় সমাপ্ত হওয়ার কারণেই নিদ্রার মধ্যেই মৃত্যুবরণ করতে হয়, অর্থাৎ সে সময় মৃত্যুর ফেরেশতা প্রাণ হরণ করেন। হতভাগ্য মানুষকে পরিষ্কারভাবে বোঝানোর

প্রয়াসেই মৃত্যু সম্পর্কিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাণীসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এ পর্যন্ত আলোচিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী ও বাস্তব জগতের মৃত্যুর প্রক্রিয়ার মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। তবে কেউ কোন মত ভিন্নতা পোষণ করলে, তার আগেই বা শেষ বারের মত নিজের মৃত্যুর প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করতে পারে অনায়াসেই।

মৃত্যুর নিদারুণ, করুণ ও অসহায় চিত্র যেকোন মানুষের মতবিরোধ, কলহ বিবাদ, দর্প, অহংকার, উচ্চাভিলাষ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা ইত্যাদির মত দাম্ভিকতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম। অতঃপর পরবর্তী অপ্রত্যাশিত ও অদ্বিতীয় সুদীর্ঘ মেয়াদের আবাসস্থল (কবর)-এর দৃশ্য উপলব্ধি করাও এক বিস্ময়ের বিষয়। মোটকথা মৃত্যুর সুবিস্তৃত পটভূমিতে ঈমানদার ও মুমিন বান্দার জন্যে রয়েছে আকর্ষণীয় উপদেশ বাণী, পক্ষান্তরে কাফের, মুশরেক ও বেঈমানদের জন্যে সংশোধন ও সতর্কতার পরিপূর্ণ বাণী।

প্রিয় পাঠক! আমরা পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আমাদের জীবনের সকল লক্ষ্য পবিত্র ও স্বচ্ছতায় ভাসমান। আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। অতঃপর আমাদের পরে দিশারী তাঁর প্রেরিত রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শেও বিশ্বাসী। সুতরাং আল্লাহ্‌র যাবতীয় বিধান, হুকুম ও নির্ধারিত মৃত্যুতেও আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী। অতঃপর পরজগতের প্রবেশপথ কবর এর সঙ্গে সংযুক্ত জান্নাত ও জাহান্নামেও গভীর শ্রদ্ধাশীল। অতএব আসুন! মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের প্রবেশপথ মৃত্যু ও কবরকে পবিত্রতার আলোকে ভরে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের সকলকে মৃত্যুর ভয়াবহতা হ'তে অলৌকিকভাবে রক্ষা করে তাঁর পবিত্র রহমত লাভের তওফীক দান করুন। আমীন!

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল

*এডভোকেট গিয়াসুদ্দীন আহমাদ**

আমরা যারা মুসলিম তারা খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা এমনকি দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম শুরু করার আগে এই পরম দাতা ও দয়ালুর নামে শুরু করি। আল-কুরআনে এই 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম' শব্দ দু'টি যথাক্রমে ৫৭ ও ৯৫ বার এসেছে। আসুন! আমাদের অনসন্ধিৎসু মন নিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ দু'টি গুণের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অফুরন্ত দয়া ও দানের মধ্যে আসুন আমরা গুটি কয়েকের বিষয় আলোচনা করি, যাতে তাঁর 'রহম' ও 'রহমত' সম্পর্কে আমাদের ধারণার প্রকাশ ঘটে।

মানব জাতির জন্ম বৃত্তান্তের কথাই প্রথমে ধরা যাক। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى-

'আমরা তাকে মায়ের জঠরে নিরাপদ অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখে দেই' *(হজ্জ ২২)*। এই নিরাপত্তার কথাটাই একবার ভেবে দেখুন। মায়ের জঠর যা কিনা একটি শিশুর সুরক্ষিত দূর্গ। এখানে শিশুটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। সাপ, বিচ্ছু, রোদ, বৃষ্টি, ঝড়-ঝাপটা ইত্যাদির কোন বালাই নেই। তার বেঁচে থাকার ও বেড়ে উঠার প্রক্রিয়া এক অদৃশ্য হাতে পরিচালিত। তারপর নির্দিষ্ট এক সময়ে সে জন্ম লাভ করে অর্থাৎ একটি নবজাত সুন্দর দেহ সৌষ্ঠব নিয়ে একটি মানব শিশুর জন্ম হয়।

শিশুটি জন্ম গ্রহণ করার পরই কিন্তু যেকোন খাবারই খেতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপরিসীম দয়ায় তার মায়ের বুকে তার খাবার উপযোগী খাবার মওজূদ রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র দেয়া দয়ায় মা তার আপত্য স্নেহ মমতায় তার শিশুকে বুকে জড়িয়ে বুকের দুধ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। শিশুর প্রতি মায়ের এই যে স্নেহ ও মমতা তাতো আল্লাহ্‌রই দান। শুধু কি তাই? শিশু তখন কতই না অসহায়।

মাছিটি বসিলে গায় কাতর হয়েছে তায়,
সে দায়ে মা তাড়ালেন কত মমতায়।

মায়ের জঠরে শিশুর ভ্রূণটি শ্বাশ-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া বিহীন অবস্থায় কিভাবে দিনে দিনে বেড়ে উঠে তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। এতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই অসীম দয়া ও রহমত যে, শিশুটি দুনিয়াতে আগমনের সাথে সাথেই তার আদর্শ খাদ্য মায়ের বুকে মওজূদ পেয়ে যায় এবং তারই দয়ায় তারই উপযোগী আলো, বাতাস, তাপ

* *বাড়ী-বি-৯১/৮, লেইন-১, রোড-২, দক্ষিণ সস্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।*

ইত্যাদি আনুপাতিক হারে পেয়ে যায় যেগুলির অভাবে তার টিকে থাকাই সম্ভব হ'ত না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কী আশ্চর্যজনক দেহ-ত্বক দ্বারা মানব দেহ তৈরী করেছেন, যা কিনা কেটে ছিঁড়ে গেলে আবার জোড়া লাগে, হাড়গোড় ভেঙ্গে গেলেও তা জোড়া লাগে। আরও অবাক করার মত বিষয় যা সমস্ত শরীরের ত্বক মাংসপেশী ইত্যাদিতে অনুভূতি সম্পন্ন অযুত কোটি শিরা উপশিরা, যদ্বারা সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হয়।

চোখের কথাই ধরুন। এই চোখ যার নেই সেই বুঝে চোখ কি জিনিষ। চোখ ছাড়া দুনিয়া অন্ধকার। এ ছাড়া চলা ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ-কর্ম করা কত যে অসুবিধা যার চোখ আছে সে কি বুঝবে? প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের কথা সে কি বুঝবে? এই চোখ আল্লাহ্‌র দান। এই চোখের কার্যকারিতা চালুর জন্য কতই না কারুকার্যের সৃষ্টি করেছেন। সদা সর্বদা চোখ ভিজে থাকার ব্যবস্থা স্বরূপ চোখে পানি সৃষ্টি, বাইরের ধূলোবালি ও রোদের তাপ হ'তে চোখ রক্ষার জন্য ভ্রু সমেত চোখের পাতা ইত্যাদির সুব্যবস্থা করেছেন। এরূপ নাক, কান, হাত, পা, মাথার চুল, হাত পায়ের নখ পর্যন্ত সারা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে উপায় নেই।

তিনিই আল্লাহ, যিনি মাতা-পিতার প্রাণে অফুরন্ত ভালবাসা ও স্নেহ দিয়েছেন, যা ব্যতীত একটি নবজাতকের এ পৃথিবীতে টিকে থাকা ভাবাই যায় না। এ শুধু মানব শিশুর বেলায়ই নয়। পৃথিবীর যাবতীয় জীব-জন্তুর বেলায়ও তাই দেখা যায়।

দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্র যেমন হৃদযন্ত্র যা দেহে রক্ত সঞ্চালন, ফুসফুস যা অক্সিজেন টেনে ও কার্বনডাই অক্সাইড বের করে দিয়ে সর্বদাই রক্তকে বিশুদ্ধ রাখে, পেটের ভিতরে ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্ত, লিভার, কিডনী ইত্যাদি আরও কত যে অগণিত দেহ যন্ত্র রয়েছে, যার বিভিন্ন ক্রিয়া বর্ণনা করা চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। এ সবইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দান।

আল্লাহ মানুষের দেহে এমন এক এন্টিবডি সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষকে বিভিন্ন রোগ জীবাণু হ'তে রক্ষা করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য নানা রকমের ফল ফলাদি, মাছ-মাংস, শাক-সবজী ইত্যাদি অফুরন্ত পুষ্টিকর খাদ্য সৃষ্টি করেছেন, যা খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র এসব দানতো স্থূলবুদ্ধি গ্রাহ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এমন সব অগণিত দান যে সবের চিন্তা আমাদের মাথায় এমনিতেই সচরাচর আসে না। যেমন সূর্য। সাধারণত সূর্য আমাদের তাপ ও আলো দেয়। শুধু এটুকুই? সূর্য না থাকলে কি হ'ত একবার ভেবে দেখলে হয়। সারা পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যেত। তাপ ও আলোর অভাবে পৃথিবীটা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ত। জল, স্থল সমুদয় ঠাণ্ডা বরফে পরিণত হ'ত। এক কথায় কোন জীবজন্তুর অস্তিত্বই থাকত না। এত গেল স্থূলবুদ্ধি প্রসূত ভাবনা। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আসা যাক।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎসই হ'ল এই সূর্য। সূর্য হ'তে তড়িচ্চুম্বক বিকিরণ সহ তরঙ্গ বেতার তরঙ্গ, লাল উজানী আচলা, অতি বেগুনি রশ্মী, রঞ্জন রশ্মী ইত্যাদি অনবরত নির্গত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিগণ বলেন, এগুলিই হ'ল সমুদয় শক্তির উৎস, যা কিনা সূর্য হ'তেই উদগত। সৌর বায়ু যা সূর্যের বহির্দেশের বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করতঃ অকল্পনীয় বেগে আমাদের এই পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে এবং সাথে অগণিত উল্কাপিণ্ড, প্রাণঘাতী রঞ্জনরশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদিও প্রবল বেগে আমাদের এই পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি এগুলিকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ কালে বিভিন্ন রশ্মির বিশুদ্ধিকরণ কিংবা এগুলির ততোধিক শক্তিবলে ফিরিয়ে দেবার বিশেষ ব্যবস্থা না করতেন, তবে এ পৃথিবীতে কোন প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারত না।

পানি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক অনন্য সৃষ্টি। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

'আমি যাবতীয় প্রাণী সৃষ্টি করেছি পানি হ'তে *(আম্বিয়া ২১)*। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করছেন যে, সমস্ত প্রাণী জগতের সৃষ্টির মূল উৎসই হচ্ছে পানি। যা কিনা ১৪০০ বছর আগেই বলে দিয়েছে আল-কুরআন। শুধু কি তাই? সমগ্র জীব জগতের প্রয়োজন মিটাবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করে রেখেছেন এ পৃথিবীতে এক বিশাল জলরাশি যা কোনদিন ফুরাবার নয়। সারা পৃথিবীর তিন ভাগই পানি। আর মাত্র এক ভাগ মাটি। যাতে রয়েছে পাহাড় পর্বত, বালুকাময় মরুভূমি ও বিস্তীর্ণ শস্য শ্যামল মালভূমি। পানির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার কথাতো বলেই শেষ করা যাবে না। আল-কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

'অতঃপর তোমরা দেখ যে পৃথিবী প্রাণহীন শুষ্ক অবস্থায় পতিত হয়; কিন্তু যখন আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা আবার সজীব হয়ে জোড়ায় জোড়ায় সবকিছু সুন্দর হয়ে গজিয়ে উঠে' *(হজ্জ ২২)*। এই যে পানি যা আল্লাহ মেহেরবান হয়ে যদি আকাশ হ'তে বর্ষণ না করতেন, তাহ'লে কী অবস্থাটা হ'ত তা একবার ভেবে দেখুন! সারা পৃথিবী শুকিয়ে বিরান হয়ে যেত। মানুষ, গরু-ছাগল, পশু-পাখি, নানা জীব-জন্তু সবই মারা যেত। এই পানি না হ'লে আমাদের কি এক মুহূর্তও চলে।

সুতরাং আল্লাহই মেহেরবান। তাঁর দয়া ও দান ছাড়া সারা বিশ্বের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না।

***

রীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

দিশারী

(১) ঢাকায় মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর আগমন!

২৯.৯.২০০২ইং তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের নামে দু'পৃষ্ঠা ব্যাপী ঘন করে ছাপানো একটি প্রচারপত্র আসে। যার শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌র স্থলে লেখা আছে 'আব্বা আল্লাহ- ইমাম মাহদী হুজ্জাতুল্লাহ'। নীচে দীর্ঘ শিরোনামে নিম্নরেখ দিয়ে লেখাঃ ইমাম মাহদীর আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে মানব সম্প্রদায়ের প্রতি হিজবুল মাহদীর আহ্বান। অতঃপর প্রচারপত্রটি শুরু হয়েছে এভাবে- 'আসছে ২৪শে আশ্বিন ১৪০৯ বাংলা মোতাবেক ৯ই অক্টোবর ২০০২ইং বুধবার সব সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটায়ে অশান্ত ভুবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বমানবের প্রত্যাশিত ও প্রতিশ্রুত ইমাম, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে হিজবুল মাহদীর পক্ষ হ'তে নিম্ন ঠিকানায় সকাল ৮-টা হ'তে রাত ১২-টা পর্যন্ত এক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে সকল আশেকে মাহদীগণ আমন্ত্রিত'। ঠিকানাঃ হিজবুল মাহদী ৮২/৪/কে, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা (নীচতলা পশ্চিম পাশে) ঢাকা-১২০৪।

প্রচার পত্রটির প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যের দিকে বলা হয়েছে, 'মানব জাতির জ্ঞাতার্থে অবহিত করানো যাচ্ছে যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী মুহাম্মাদ হুজ্জাতুল্লাহ (সঃ) হলেন বাঙ্গালী। ....যেহেতু ইমাম মাহদী বাঙ্গালী এবং আন্তর্জাতিক, সেহেতু তিনি নবী, রাসূল বা দেবতা নামকরণে আবির্ভূত নন। তিনি সারা বিশ্বের ইমাম। 'ইমাম' অর্থ গ্রন্থ, অর্থাৎ ইমাম মাহদী নিজেই তওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, কুরআন, গীতা, ত্রিপীটক ইত্যাদি। তিনি নিজে গ্রন্থ হয়েই আবির্ভূত'। অতঃপর বলা হয়েছে, 'অত্র উপমহাদেশে দেওবন্দী মাওলানা নামে ভূত প্রেত দেও দানবের বন্ধনা করা তথা অভিশপ্ত মুনাফিক মুসলমান নামের খারিজী আকিদা হ'তে সৃষ্টি অভিশপ্ত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের আকিদাকে বন্ধনাকারীরাই বিভীষণ দাজ্জাল। অন্যান্য বাতিল ৭১ ফেরকাপন্থীদের চেয়ে এই অভিশপ্ত ওহাবী ফেরকা পন্থীরাই মুহাম্মাদী ইসলামের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে'। বলা হয়েছে, 'শরীয়তে মাহদীতে পূর্বের শরীয়ত সমূহের অর্থাৎ কুরআন হাদীস ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের রূপক কথা গুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা থাকছে। কেননা জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতায় বাহ্যিক জ্ঞানের পরিধি বিজ্ঞান ভিত্তিক যে হারে প্রসারতা লাভ করেছে, তাতে কুরআন হাদীসের অনেক রূপক কথার সঠিক ব্যাখ্যা অত্যাবশ্যকীয়, যা দাজ্জাল মোল্লাদের দ্বারা মনগড়া অপব্যাখ্যা করা আছে এবং সেজন্যই ইসলাম অনৈসলামিক ধর্মে পরিণত হয়েছে'।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মাঝামাঝির দিকে বলা হয়েছে, 'দাজ্জাল মোল্লাদের অপব্যাখ্যা শুনে তোমরা আর কত মার খাবে হে মুসলমান দাবীদাররা? তাইতো আবির্ভূত হয়েছেন মানব জাতির প্রতিশ্রুত ইমাম। তিনি জরাজীর্ণ সব বিধান ভেঙ্গে চুরমার করে নতুন বিধান জারি করেছেন। অতএব সাবধান! অত্র প্রচারপত্র বিতরণের পর হ'তেই রমজানের চাঁদের একমাত্র রোজা সম্পূর্ণই রোহিত হলো। এরপর যদি কেউ দাজ্জাল মোল্লাদের কথা মত তাদেরকে অনুকরণ করে পূর্বের ন্যায় রোজা রাখে ও শরীয়তে মাহদী না মেনে পূর্বের বাতিলকৃত শরীয়ত মতো চলে তাহ'লে সে অবশ্যই নিশ্চিত দাজ্জাল। অত্র প্রচারপত্র দাজ্জালী শরীয়ত রহিত করণের বিশেষ চরম পত্র'।

শেষের দিকে বলা হয়েছে, 'মানবজাতির জ্ঞাতার্থে অবহিত করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে বিশ্বের ইমামতের দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন, ... হযরত মুহাম্মাদ জুলকিফিল (সঃ) ...... তিনিই খাজা খিজির। ... তিনি 'আব্বা আল্লাহ' তথা 'হুজ্জাতুল্লাহ'। আবার যিনি বাঘে মহিষে একই ঘাটে পানি পান করাতে বাধ্য করবেন তিনি হলেন ... হযরত মুহাম্মাদ জুলকারনাইন (সঃ) তথা ইমাম মাহদী ঈসা। তিনি ঢাকার গেণ্ডারিয়াস্থ কৈলাশপুরীতে অবস্থান করে এ বিশ্বে সৃষ্ট দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজকে খতম করে শান্তি আনয়ন করতে ব্যস্ত। তাছাড়াও একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর ও তাঁদের অনুসারী সব অলি-আউলিয়াদের রূহ ইমাম মাহদীর সংগী হয়ে কর্মব্যস্ত আছেন। তাই বাঙ্গালী জাতি আজ বিশ্বের বুকে গর্বিত জাতি। এবার বিশ্ব নেতৃত্বে বাঙ্গালী। ... একটু ভেবে-চিন্তে শীঘ্র ঈমান আন হে মানব জাতি'!

বলা হয়েছে 'এখন হতে কেউ আর হিন্দু নও, বৌদ্ধ নও, ইহুদী নও, খ্রীষ্টানও নও, সবাই একই রক্ত-মাংসে গড়া মানব জাতি'। অতএব 'বিশ্বব্যাপী সর্বত্র মুক্তিকামী মানবের জেহাদী কণ্ঠে আওয়াজ উঠুক- আব্বা আল্লাহ্ -ইমাম মাহদী হুজ্জাতুল্লাহ, এক নেতা এক বিশ্ব ইমাম মাহদী সর্বশ্রেষ্ঠ, মাহদী খিজির ঈসা -বিশ্ব মানবের দিশা'।

প্রিয় পাঠক! উপরের বিজ্ঞাপনটি পড়ুন, আর ইসলামের শত্রুদের দুঃসাহস কতদূর চিন্তা করুন। সুন্নীপ্রধান এই মুসলিম দেশে বসে সকল দলমতের মুসলমানকে দাজ্জাল বলে গালি দিয়ে প্রচারপত্র বিতরণের হিম্মত এরা পেল কিভাবে? ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কে ছহীহ হাদীছসমূহে যেসব বর্ণনা এসেছে, তার বাইরে গিয়ে এরা ঢাকার গেণ্ডারিয়ার কৈলাশপুরীতে তাঁদের আগমন ঘোষণা করল, এটা কি আল্লাহ প্রেরিত বিধান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয়? মাহদী বা ঈসা (আঃ) কেউ এসে মুহাম্মাদী শরী'আতকে রহিত করবেন না। বরং তাঁরা উক্ত শরী'আতের অনুসারী হবেন ও তা নির্ভেজালরূপে পৃথিবীতে জারি করবেন। ইমাম মাহদীর আগমনের পর সারা পৃথিবী তার শাসনে চলে যাবে। বায়তুল্লাহ শরীফে গিয়ে সকলে তার নিকটে আনুগত্যের বায়'আত নিবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের সাদা মিনার দিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তিনি ইমাম মাহদীর পিছনে ছালাত আদায় করবেন। তাঁকে সকল প্রকার সহযোগিতা করবেন। তিনি শুকর হত্যা করবেন। ইহুদীদের নিশ্চিহ্ন করবেন। দাজ্জাল নিধন করবেন বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করবেন। সারা পৃথিবীতে ইমাম মাহদীর মাধ্যমে ইসলামী শাসন জারি করবেন। এভাবে মুহাম্মাদী শরী'আত সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তাঁদের মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীতে অশান্তি ও হানাহানি শুরু হবে। বেঈমানদের জয়জয়কার হবে। তখন একটি শীতল বায়ু প্রবাহিত হবে ও সকল ঈমানদারের মৃত্যু হবে। অতঃপর দুষ্ট লোকে দুনিয়া ভরে যাবে। এমতাবস্থায় সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

ছহীহ হাদীছে বর্ণিত ক্বিয়ামতের উপরোক্ত নিদর্শন সমূহের আলোকে বিচার করলে মাহদী বা ঈসা (আঃ) এখনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন ও ঢাকায় অবস্থান করছেন, এ ধরনের বক্তব্য নিতান্তই হাস্যকর বৈ কিছুই নয়। ইসলাম সর্বশেষ দ্বীন। তাকে রহিত করার কেউ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এখন যদি মূসা (আঃ)-এর আগমন ঘটে, তবুও তাকে শরী'আতে মুহাম্মাদীর অনুসরণ করতে হবে। অতএব নতুন শরী'আতের দাবীদার এই লোকগুলি মাহদীর নামে স্রেফ প্রতারক মাত্র। মুসলমানের ঘরে জন্ম হয়ে থাকলে এরা এখন 'মুরতাদ'। এদের খুঁটির জোর কোথায় তা সন্ধান করে এদের মুখোশ উন্মোচন ও সমূলে উৎখাতের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন রইল এবং ঈমানদার জনগণকে সাবধান থাকার উপদেশ রইল *(স.স)*।

(২) 'মাযহাব মানব কেন?' বই প্রসঙ্গে

মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ রচিত 'মাযহাব মানব কেন?' বইটি আমার হস্তগত হ'লে কৌতূহলের সাথে বইটি পড়তে বসি। কিন্তু কিছুদূর পড়ার পর রুচির বিবর্তন ঘটে। প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে বইটির লেখকের প্রতি। দলীল বিহীন মিথ্যা বুলি আওড়িয়ে সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য তথাকথিক এই মুফতী ছাহেবরা উঠেপরে লেগেছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্ই যেন তাদের মূল টার্গেট। মাযহাবই যেন তাদের একমাত্র অবলম্বন। পাঠকদের অবগতির জন্য **'আত-তাহরীক'**-এর নিয়মিত বিভাগ **'দিশারী'**তে উক্ত বইয়ের দু'একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। যেন হকপন্থী পাঠকগণ এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বই-পুস্তক পাঠে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না পড়েন। দলীল বিহীন এই সমস্ত বই-পুস্তক পাঠ থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

জনাব মুফতী ছাহেব তার বই-এর ২১ পৃষ্ঠায় আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। তার ভাষা মতে আহলেহাদীছরা তাক্বলীদ প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে ইসলামকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তাছাড়া উক্ত বইয়ের ২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় 'রাফউল ইয়াদায়েন' না করার কারণে আহলেহাদীছদেরকে মূর্খ, বিদ'আতী, মিথ্যাবাদী, মুরতাদ, যিন্দীক, নাস্তিক ইত্যাদি বলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন।

ভাই মুফতী ছাহেব! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, থুথু উপরে নিক্ষেপ করলে ফিরে এসে নিজের মুখেই পড়ে। সম্ভবত আপনি বুখারী-মুসলিম শরীফ পড়েননি। মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, হিজায, বছরা, খুরাসান, সূদান, কুয়েত প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ রাফ'উল ইয়াদায়েন করে থাকেন। রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে দেখুনঃ বুখারী ১/১০২ পৃঃ, মুসলিম ১/১৬৮ পৃঃ (দিল্লী ছাপা), আবূদাঊদ ১/১০৪-১০৫, তিরমিযী ১/৩৫ পৃঃ, নাসাঈ ১৪১ ও ১৬২ পৃঃ, ইবনু মাজাহ ৬২ পৃঃ, মিশকাত ৭৫ পৃঃ, ছহীহ ইবনু খুযায়মা ৯৫-৯৬ পৃঃ প্রভৃতি। এছাড়া এ ব্যাপারে অন্যান্য হাদীছ ও আছার সহ প্রায় ৪০০ হাদীছ রয়েছে।

মুফতী ছাহেব উক্ত বই-এর ২৩ পৃষ্ঠায় তাক্বলীদে শাখছীর কথা বলেছেন। কিন্তু কত প্রকার তা বলেননি। কারণ প্রকার উল্লেখ করলে গুপ্ত রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে এইতো! তবে শুনুন! তাক্বলীদ দু'প্রকার। (১) জাতীয় তাক্বলীদ (২) বিজাতীয় তাক্বলীদ। জাতীয় তাক্বলীদ বলতে ধর্মের নামে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার অন্ধ অনুকরণ বুঝায়। আর বিজাতীয় তাক্বলীদ বলতে বৈষয়িক ব্যাপারে সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি বিজাতীয় মতবাদের অন্ধ অনুকরণ বুঝায়।

উক্ত বই-এর ২৩ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'দলীল প্রমাণ তালাশ ব্যতীত মুজতাহিদের চূড়ান্ত পর্যায়ের বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে'। আবার ২৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, এ যুগে যারা মুজতাহিদ হওয়ার দাবী করবে, তারা প্রত্যাখ্যাত। তাদের তাক্বলীদ বা অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব উক্ত চার ইমামের তাক্বলীদেই সীমিত হয়ে গেছে'। অথচ তিনি জানেন না যে, ক্বিয়ামত অবধি ইজতেহাদ বা শরী'আত গবেষণার দ্বার সকল যোগ্য আলেমের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

মুফতী ছাহেব উক্ত বইয়ের ৩৩ পৃষ্ঠায় তাক্বলীদ 'ফরয' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন বিষয় ফরয হওয়ার জন্য যে, কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল থাকা প্রয়োজন তা মনে হয় তিনি আদৌ জানেন না। ফলে কপোলকল্পিত কথাবার্তা দ্বারা বইয়ের পৃষ্ঠা পূর্ণ করেছেন।

উক্ত বইয়ের ১৩০ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'মাযহাব চতুষ্টয়ের তাক্বলীদ মানেই মহানবী (ছাঃ)-এর হাদীস সমূহের বাহ্যিক বা অন্তর্নিহিত উভয় দিকের উপর আমল করার নামান্তর'। কি ধৃষ্টতা? অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ–

'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নতুন কিছু সৃষ্টি করল যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ–

অর্থাৎ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে জেনো সেটাই আমার মাযহাব' *(শামী ১/৬৭ পৃঃ)*।

তিনি ইমাম আবূ ইউসুফকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'তুমি আমার পক্ষ হ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করোনা। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না নিজ সিদ্ধান্তে আমি সঠিক না বেঠিক' *(তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃঃ)*।

অতএব যদি সত্যিকার অর্থে ইমাম আবূ হানীফার অনুসারী হয়ে থাকেন তবে তাক্বলীদ পরিহার করে ছহীহ হাদীছের প্রতি আমল করুন!

তৎকালীন ভারববর্ষের ফক্বীহদের রায় ও অন্ধ তাক্বলীদের আচরণ দেখে শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া দুঃখ করে মজলিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলেছিলেন,

ایسے ملك میں مسلمان كب تك باقی رهینگے. جهان
ایك فرد كی رائے كو احادیث پر فوقیت دیجاتی ہے–

'ঐ দেশে মুসলমান কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে যে দেশে একজন ব্যক্তির রায়কে হাদীছের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে?' *(দাওয়াত ও জিহাদ, পৃঃ ১১)*।

উক্ত বই-এর ১৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হয়েছে- 'হানাফী মাযহাবের জগতব্যাপী জ্যোতির্ময়তা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে (কাশ্ফ) অকূল সমুদ্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে যায়। অন্যান্য মাযহাবগুলো চৌবাচ্চা ও খাল-বিলের মত প্রমাণিত হয়। মুসলিম উম্মাহ্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অনুসারী'।

জেনে রাখুন! সংখ্যাধিক্যতার কোন মূল্য ইসলামে নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ–

'(হে রাসূল!) পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এমন যে, যদি আপনি তাদের অনুসরণ করেন তাহ'লে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধুমাত্র অমূলক ধারণার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক কথা বলে' *(আন'আম ১১৬)*। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। কিন্তু আমার উম্মত হবে ৭৩ দলে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকে জাহান্নামে যাবে, একটি মাত্র দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে দলটি কোন্টি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ 'যারা আমার এবং আমার ছাহাবাদের পথে চলে' *(তিরমিযী ১৬৮ পৃঃ)*।

এতদ্ব্যতীত বইটির ১৪৫ পৃষ্ঠায় 'মাযহাব সমূহ চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া ... একমাত্র পরম করুণাময়ের কৃপা ও তাঁর তরফ থেকে গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন'; ১৪৬ পৃষ্ঠায় 'কোন এক মাযহাব মানেই জান্নাত' এমনিতরো অসংখ্য উদ্ভট বক্তব্যে বইটি ভরপুর। যা বিস্তারিত লিখতে গেলে সেরকম আরেকটি বইয়ের প্রয়োজন। সংক্ষেপে শুধু ইশারা করা হ'ল। সচেতন পাঠকদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

পরিশেষে জনাব মুফতী ছাহেবকে মাযহাবী গোঁড়ামী থেকে বের হয়ে এসে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনকে সফল্যময় করার আহ্বান জানাই। সেই সাথে পাঠকদেরকে এ সমস্ত বই বর্জন করার পরামর্শ রইল। আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রকৃত হেদায়াত দান করুন। আমীন!!

❐ *এ,বি,এম আহমাদ আলী*
অধ্যক্ষ, হাট মাধবনগর সিনিয়র মাদরাসা
বাগমারা, রাজশাহী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কে সন্ত্রাসী?

*মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার**

বিশ্বে এমন একটি জাতি রয়েছে, যাদের শত্রুতা রয়েছে মুসলিম জাতির সাথে, নবী-রাসূলের সাথে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে। আর তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ তা'আলার লা'নত বা অভিসম্পাত। এরা হ'ল ইহুদী জাতি। ভূ-পৃষ্ঠে এদের নির্দিষ্ট কোন ভূ-খণ্ড থাকবে না। যদিও এরা সামান্য ভূ-খণ্ড দখল করে রয়েছে, তথাপি আসলে তাদের কোন ঠাঁই নেই, হবেও না। এরা ব্রিটিশ ও আমেরিকার তাবেদার হয়ে রয়েছে মাত্র। যদিও বেশ কিছু মুসলিম দেশ সহ বিশ্ব তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে। আজ যদি ব্রিটিশ ও আমেরিকা তাদের পিছন থেকে সরে দাঁড়ায়, তবে তারা পালাবার দিশা খুঁজে পাবে না।

ইহুদী জাতির মুসলিম বিদ্বেষী রূপ এমন ভয়ংকর যে, তাদের একটি শিশু যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন থেকে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, মুসলমানগণ তাদের চিরকালের শত্রু। মসজিদুল আক্বছা, মক্কা, মদীনা তাদের স্থান ছিল। কিন্তু মুসলমানেরা তা জবরদখল করে নিয়েছে। সুতরাং এখন তাদের কাজ হবে ঐ হৃত গৌরব পুনঃদখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কাচা শিশুদের এসব শিক্ষা একদিন তাদেরকে জঙ্গীবাদী করে গড়ে তুলে।

ইসলামের সোনালী যুগ থেকেই ইহুদী ও খৃষ্টানরা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করে এ মর্মে প্রচারণা শুরু করল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) একজন সাধারণ মানুষ। তিনি কোন নবী নন। তিনি একটি দল গঠন করে তাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান ইত্যাদি। ইহুদীদের অভিমত, বর্তমান মুসলমানরা সর্বত্র আছে। এদের কাজ হ'ল, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, অপহরণ, নির্যাতন, ধর্ষণসহ যাবতীয় অন্যায় কাজ চালিয়ে যাওয়া *(নাউযুবিল্লাহ)*।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য হ'তে যারা নতুন মুসলমান হয়েছেন, তাদের কাছ থেকে জানা যায়, তাদের কেউ ইসলামী ম্যাগাজিন পড়ে, কেউ কুরআন মাজীদের অনুবাদ পড়ে আবার কেউবা মুসলমানদের দাম্পত্য জীবন দেখে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাদের কাছ থেকে আরো জানা যায় যে, যদি একজন খৃষ্টান মুসলমান হয়, তবে তাতে খুব একটা যায় আসে না। কিন্তু কোন ইহুদী যদি বুঝতে পারে যে, তাদের কোন ভাই ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছে, তবে তারা তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ফেলার চেষ্টা করে। কারণ একজন ইহুদী মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব এবং তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে। তাছাড়া 'ইসলাম' এবং 'মুসলমান' শব্দ দু'টি তাদের নিকট বড় আতংকের।

এখানেই শেষ নয়। বর্তমান ইহুদী চক্র মৌলবাদের ধুঁয়া তুলে ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধন করছে। 'মৌলবাদ' শব্দের অর্থ মূল মতবাদ। কিন্তু ইহুদী-খৃষ্টান চক্র পরিকল্পিতভাবে গোটা বিশ্বে ছড়াচ্ছে 'মৌলবাদ' মানে ধর্মীয় গোঁড়ামী। যার জন্য আধুনিক ও পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান সহজেই কথাটি মেনে নিয়ে কুরআন-হাদীছ ও নীতি-নৈতিকতাকে পিছনে ফেলে ধীরে ধীরে আধুনিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হ'তে লাগলেন। নারীরা পর্দা খুলতে লাগলেন। তাদেরকে গান শিখতে হ'ল, সিনেমায় ফিল্ম তৈরীতে অংশ নিতে হ'ল, বেশ্যালয়ে নাম লিখাতে হ'ল, ফার্মে কাজ নিতে হ'ল, গ্রামীন ব্যাংক, ব্র্যাক ইত্যাদিতে অংশ নিতে হ'ল। অর্ধনগ্ন হয়ে মহিলারা রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করতে শুরু করল। ছেলেরা এই সুযোগে ধর্ষণ, যেনা-ব্যভিচার, অপহরণ প্রভৃতি ন্যাক্কারজনক কাজ করতে শুরু করল। এসবের মূল কারণ কিন্তু আমাদের মৌলবাদ তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে দূরে ঠেলে দেওয়া, নিজেরা আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারী বনে যাওয়া। আফসোসের বিষয় হ'ল, আজও কেউ মৌলবাদের সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে এগিয়ে আসল না।

এরপর ইহুদী-খৃষ্টান চক্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের ধূঁয়া তুলতে শুরু করল। যেখানেই মুসলমানরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাদের সঠিক কর্মতৎপরতা নিয়ে, সেখানেই তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে চুপসে দেওয়া হয় এবং তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলা হয়। এরই বাস্তব প্রমাণ মিলল চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীর ও আফগানের মুসলমানদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে। প্রতিটি গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশে রয়েছে সরকারী এবং বিরোধী দল। তাদের পরিকল্পনা, বিরোধী দলের পক্ষ নিয়ে সরকারের পতন ঘটানো এবং কাউকে অর্থ দিয়ে, কাউকে সম্মান দিয়ে, কাউকে নেশা আবার কাউকে নারীর প্রলোভন দেখিয়ে সেখানে পুতুল সরকার বসানো।

কখনও সামান্য কারণে আবার কখনও অযথা মুসলমানদেরকে নানাভাবে ফাঁসানোর অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। ইহুদীরা আমেরিকার টুইন টাওয়ার ভাঙ্গল। আর সাথে সাথেই অপবাদ দেওয়া হ'ল আফগানী মুসলমানদের উপর। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সন্ত্রাসবাদের পক্ষে-বিপক্ষে প্রশ্ন তুলতেই সউদী আরব, পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্ব ঢালাওভাবে সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে তথা বুশ প্রশাসনের পক্ষে সমর্থন জানাল। কেউ সন্ত্রাসবাদের সঠিক সংজ্ঞা জানতে চাইল না।

শুধু তাই নয়। ইহুদী-খৃষ্টান চক্র এখন মুসলিম দেশ

* সাং- নিজ দলইকান্দি, পোঃ গাছবাড়ী, সিলেট।

সমূহকে সন্ত্রাসবাদের খাতায় তালিকাভুক্ত করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ইরাক, লিবিয়া, ইরান, সঊদী আরব, সিরিয়া, লেবানন, ইন্দোনেশিয়া, জর্দান, কুয়েত, মিসর, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ বিশ্বের ২৩টি মুসলিম রাষ্ট্রকে তারা তালিকাভূক্ত করেছে। এমনকি যেসব অমুসলিম দেশে মুসলমান রয়েছে, তাদেরকেও খুঁজে খুঁজে বের করে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। আপাতত সেসব মুসলিম দেশ তাদের হিংস্র কবল থেকে বেঁচে থাকবে, যারা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিবে। যদিও পরবর্তীতে রেহাই পাবে না। এসবই কিন্তু আমাদের পাওনা। আমাদেরকে ওরা মারবে, বাড়ী থেকে বিতাড়িত করবে। আবার তাঁবু দেবে, কম্বল দেবে, আহার দেবে। আমাদের বসতবাড়ীতে ওরা আগুন লাগাবে। আমাদের হাতে থাকবে বালি আর পানির বালতি। কিন্তু তা ছিটানোর অধিকার আমাদের থাকবে না। শুধুই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

এক্ষণে মুসলমানদেরকে তাদের মৌল আদর্শ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ'র দিকে ফিরে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে ক্বিয়ামতের পূর্বে ইহুদীদের উপর মুসলমানদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা এমন তীব্র আকার ধারণ করবে যে, তারা পাহাড়ের পিছনে লুকিয়েও বাঁচতে পারবে না। পাহাড় তাদের সন্ধান দেবে। গাছের পিছনে লুকাবে কিন্তু গাছও তাদের তথ্য ফাঁস করে দেবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪১৪ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়)*। জানিনা সেদিন আসবে কবে। কবে মুসলমানরা সোচ্চার হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

চিকিৎসা জগৎ

হাঁপানী ও তার চিকিৎসা

*ডাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন**

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে হাঁপানী হ'ল ধাতুগত একটি উপদ্রব (Constitutional disturbance)। সুতরাং একে একটি জটিল পীড়া বলাই যুক্তিযুক্ত। জটিল হ'লেও হোমিওপ্যাথিতে এর প্রকৃত আরোগ্য সম্ভব। কিন্তু রোগীর রোগারোগ্যে ডাক্তার ও রোগীর উভয়েরই ধৈর্যের পরীক্ষা থাকে। অনেক সময় রোগী ধৈর্যের অভাবে অন্য চিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ফলে রোগী প্রকৃত আরোগ্য লাভ করে না। সুতরাং হোমিও চিকিৎসার উপকার পেতে হ'লে রোগীকে ধৈর্যের সাথে চিকিৎসা নিতে হবে।

পানিকে অস্বচ্ছ না করে যেমন মৎস্য শিকার করা যায় না, তেমনি কষ্ট-ধৈর্য ব্যতীত দেহাভ্যন্তর থেকে রোগবীজ বিতাড়িত করে সুস্থতা লাভ অকল্পনীয়। যেহেতু এই রোগের কু-প্রভাব মাতৃগর্ভের ভাবী সন্তানের উপর পড়ে। তাই সুস্থ সবল রোগহীন দেহ গঠন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে অতি যত্ন ও ধৈর্যের সাথে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।

কারণঃ

(১) এটি একটি বংশগত রোগ। পিতা-মাতাদের হাঁপানী থাকলে বংশের মধ্যে কেউ না কেউ এ রোগে আক্রান্ত হবে।

(২) অনেক সময় রক্তে Eosinophil বৃদ্ধি পেলে হাঁপানী রোগ হ'তে দেখা যায়। যদিও Eosinophil বৃদ্ধি একটি লক্ষণমাত্র, তবুও Eosinophilia হ'লে অনেকের হাঁপানী রোগ হয়।

(৩) ফুসফুসের বায়ুবাহী নালীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশীর দ্বারা আবৃত থাকে। ঐ পেশীগুলির আক্ষেপ হ'লে সমস্ত বায়ুনালী সংকুচিত হয়ে যায়। তার ফলে শ্বাস চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি হয়ে থাকে ও শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়।

(৪) অনেক সময় হৃদপিণ্ডের দুর্বলতার জন্য ফুসফুসে বেশী রক্ত সঞ্চয়ের জন্য Cardiac Asthma দেখা যায়।

(৫) অতি দুর্বলতা ও নিঃশ্বাসের বায়ুতে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের অভাবে অনেক সময় এ রোগ হ'তে পারে।

(৬) ফুসফুসের দুর্বলতা ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবার জন্য এটি হ'তে পারে। ফুসফুসে যত Air sac আছে তারা সকলে পূর্ণভাবে কাজ করে না। ফলে হাঁপানী হয়ে থাকে।

লক্ষণঃ

হাঁপানী (Asthma) একটি অতি পরিচিত রোগ। এ রোগের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট। শ্বাসকষ্ট মানেই হাঁপানী রোগ নয়।

* এম,এস-সি; ডিএইচএমএস, শিক্ষক, দারুস সালাম আলিয়া মাদরাসা, রাজশাহী।

অনেক সময় সাময়িকভাবে শ্বাসকষ্ট হ'লে তা সেরে যাবে। কিন্তু প্রকৃত হাঁপানী হ'লে শ্বাসকষ্ট বার বার ফিরে আসে এবং তা আপনাআপনি সারে না। তাতে হৃদপিণ্ডে ব্যথা, রক্তের Eosinophil বৃদ্ধি পায়। নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি দেখে প্রকৃত হাঁপানী রোগ চেনা যায়।

(১) এ রোগে শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায়। গলায় কষ্ট হয় ও গলা সাঁই সাঁই করতে থাকে। বুকে সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় শব্দ হ'তে থাকে। তবে তা পুরানো রোগে বেশী হয়।

(২) অনেক সময় বুকে চাপ বোধ অনুভূত হয়। মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

(৩) শুইলে ভাল লাগে না। শুইলে কষ্টবোধ, উঠে বসলে আরামবোধ হয়।

(৪) প্রায়ই রোগী আরাম পাবার জন্য কাঁধ দু'টো উঁচু করে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে চায়। ঝুঁকে থাকলে অনেকটা আরামবোধ হয়।

(৫) অনেক সময় কিছুটা পরিশ্রম করার পর এটি বৃদ্ধি পায়। কখনো বা রাত্রির শেষে রোগ বৃদ্ধি পায়।

(৬) কখনো বা পেটে বায়ু জমলে বুকে চাপ বেশী পড়ে ও কষ্ট বেশী হয়। কাশতে কাশতে বহু কষ্টে শ্লেষ্মা উঠে গেলে হাঁপানীর টান অনেকটা কমে যায়।

(৭) দিনের মধ্যে কখনো একবার বা একাধিকবার টান বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় এই টান স্থায়ী হয়। যত রোগ পুরানো হয়, স্থায়িত্বও বার বার বেড়ে যায়। প্রায় এ রোগের স্বার্থে অজীর্ণ রোগও থাকতে দেখা যায়।

(৮) কখনো কখনো কাশি তরল হয়ে যায়, কষ্টও বেশীক্ষণ থাকে না। অনেক সময় হাঁপানীর সঙ্গে বাত রোগও থাকে।

চিকিৎসাঃ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি যেহেতু Symptomatic Treatment, সেহেতু নিম্নোক্ত ঔষধগুলি লক্ষণভেদে হাঁপানী রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Ipecac: হাঁপানীতে প্রবল টান, শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব, দম আটকান ভাব, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, অনেকক্ষণ কাশির ভাব, একটু সর্দি উঠে বা একেবারে না উঠা, ইতে অক্ষমতা, জিহ্বা পরীক্ষা করে দেখলে ময়লামুক্ত দেখা যায়, এরূপ লক্ষণে **Ipecac 30/200** উপকারী। তরুণ হাঁপানীতে **Ipecac** -এর লক্ষণ প্রায়ই পাওয়া যায়।

Antim Tart: হাঁপানী রোগে এ ঔষধটি লক্ষণ সাদৃশ্যে ব্যবহৃত হ'লে চমৎকার ফল দর্শে। রোগাক্রান্ত অবস্থায় যদি দেখা যায় যে, গলায় ও বুকে সর্দি বা শ্লেষ্মা জমা রয়েছে ও সেজন্য খুব মোটা অর্থাৎ ঘড় ঘড় এবং গলায় যেন শ্লেষ্মা খানিকটা আটকিয়ে আছে অথচ রোগী তা তুলতে পারছে না, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ **Antim Tart 30/200** শক্তি কয়েক ডোজ প্রয়োগ করলে আশু উপকার লাভ হবে ইনশাআল্লাহ। এরূপ লক্ষণে শিশু ও বৃদ্ধগণের রোগে অধিকতর উপযোগী।

Kali Bichrom: এই ঔষধটি লক্ষণ সাদৃশ্যে প্রয়োগ করতে পারলে আশানুরূপ ফল লাভ হয়। এটি 'বাইক্রমেট অব পটাশ' থেকে প্রস্তুতকৃত। হাঁপানী কাশিতে একটু মাত্র ঠাণ্ডা পড়লেই তা বর্ষাতে হউক আর শীতে হউক, অমনি হাঁপানীর টান ও কাশির বৃদ্ধি হয়। হাঁপানীর টান যদি কখনও ভোরের দিকে ৩-টা থেকে ৫-টার মধ্যে বৃদ্ধি পায় এবং তৎসঙ্গে হাঁপানী কাশির সাথে নাক মুখ দিয়ে সুতার মত বা দড়ির মত লম্বা লম্বা (গবাদী পশুর ক্ষেত্রে) আঠাল শ্লেষ্মা নির্গত হ'তে থাকে, তখন এই ঔষধটি প্রয়োগ করতে পারলে আশানুরূপ ফল লাভ হয়।

লক্ষণ সাদৃশ্যে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবহৃত হ'লেও ভাল ফল লাভ হবে ইনশাআল্লাহ ।

Kali Nitricum, Kali Sulph, Kali Carb ইত্যাদি।

এই ঔষধের কার্যকারিতায় মুগ্ধ হয়ে একটি রোগীতত্ত্ব সন্নিবেশিত করতে হ'লঃ প্রতিবেশী গ্রামের একটি গরু হাঁপানী কাশিতে আক্রান্ত হ'লে আমার ডাক পড়ে। যেয়ে দেখি গরুটির নাক মুখ দিয়ে হাঁপানী টানের সাথে বিরামহীনভাবে দড়ির মত লম্বা লম্বা প্রচুর আঠাল শ্লেষ্মা নির্গত হচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এ রোগের বৃদ্ধি ফজরের দিক থেকে। একটু চিন্তাপূর্বক মনটা **Kali Bichrom**-এর দিকে ধাবিত হ'ল। **Kali Bichrom 200** শক্তি পানিতে প্রয়োগের ব্যবস্থা করি। কয়েক ঘন্টা পর জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম অনেকটা আরাম। এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। শুধু মানুষ নয় লক্ষণ সাদৃশ্যে গবাদী পশুতেও প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

Carbo Veg: বৃদ্ধ ও অত্যন্ত দুর্বল লোকদের হাঁপানী কাশিতে এটি উপকারী। কাশির সময় ও শ্বাস-প্রশ্বাসে রোগীর গলা ঘড় ঘড় করে, সমস্ত শরীর নীলবর্ণ ও অত্যন্ত শীতল হয় এবং শরীর দুর্বল হয়। যেন পতনাবস্থা নিকটবর্তী। এইরূপ অবস্থায় রোগীর শরীরে হাত দিলে মনে হয় যেন মরা মানুষ। শরীরের বাহিরে শীতলতা। কিন্তু ভিতরে দাহ। এজন্য রোগী শ্বাসের অক্সিজেন গ্রহণের জন্য পাখার বাতাস চায়। এইরূপ লক্ষণ পেলে এ ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

Natrum Sulph, Lachesis প্রভৃতি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধগুলি লক্ষণ মিলিয়ে ব্যবহৃত হ'লে হাঁপানীর মূল উৎপাটিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

হাঁপানী রোগীর চিকিৎসার সময় রোগের উগ্রতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে রোগীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় উগ্রতা কমাবার জন্য **Aconite Nap Q, Canabis Indica Q, Sambucus Q** পানিতে মিশিয়ে (৪/৫ ফোঁটা) ২/১ চামচ প্রতি ২/১ ঘন্টা পরপর সেবন করতে দিতে হয়।

Amyl Nitrosum-এর কয়েক ফোঁটা রুমালে ঢেলে ক্রমাগত ঘ্রাণ শুঁকলে টানের উপশম হবে ইনশাআল্লাহ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

স্বভাব কমই বদলায়

খুব বেশী দিনের কথা নয়। সঊদী আরব সহ পৃথিবীর বহু দেশে গরু-ছাগলের মত মানুষও হাটে-বাজারে বেচা-কেনা হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেও আরবে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। আমার জানা মতে নবীজি এ প্রথাকে ঘৃণা করতেন এবং দাস মুক্তির জন্য ছাহাবাদের উৎসাহিত করতেন। আব্রাহাম লিংকন নামে যুক্তরাষ্ট্রের একজন খ্যাতনামা প্রেসিডেন্টকে আফ্রিকা হ'তে আমদানীকৃত নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণায় সে দেশের দক্ষিণাংশের একজন আততায়ী কাউন্ট লির ছুরিকাঘাতে থিয়েটার মঞ্চের বেলকনিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। মানুষ আর এখন সরাসরি হাটে-বাজারে কেনা-বেচা না হ'লেও পরোক্ষভাবে এ প্রথা এখনো রয়ে গেছে।

সে সময়ের একজন ক্রীতদাসের কাহিনী। ক্রীতদাসটি স্বাস্থ্যবান এবং কর্মদক্ষ। ব্যবহার ও কথাবার্তা ভাল। মনিব তার কাজে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট। কিন্তু তার একটি স্বভাব দোষ ছিল। যখন মনিব তার প্রতি পুরামাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন করে, এ সময়ে সে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। এ স্বভাব দোষেই সে এক মনিবের অধীনে দীর্ঘদিন থাকতে পারে না। স্বভাব-দোষের জন্যই এক মনিব তাকে হাটে বেচতে নিয়ে গেছে। তার চেহারা দেখেই অনেক ক্রেতা তাকে ক্রয় করার জন্য ভিড় করছে। মনিব তার চাকরের কাজের প্রশংসার সাথে তার স্বভাব-দোষের কথাও জানিয়ে দেওয়াতে কেউ তাকে কিনতে রাযী হ'ল না। অবশেষে এক ব্যক্তি তাকে কিনে নিয়ে গেল। ক্রেতা ব্যক্তি মনে মনে স্থির করল, যাতে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারে, সেদিকে সে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

ক্রীতদাসটি মনিবের কাজে মোটেও অবহেলা করে না; বরং মনিব যেমনটি আশা করে তার চেয়েও বেশি কাজ করে। কথাবার্তায়ও সে ভাল। তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তার বিশ্বাসঘাতকতার ধরণ বরাবর একরূপ নয়। কোন্ দিক দিয়ে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সেটা অজানা। তাই সব মনিবই তার বিশ্বাসঘাতকার শিকার হয়েছে। নতুন মনিব ও তার স্ত্রী ক্রীতদাসটির কাজে ও আচরণে খুবই প্রীত। তাদের ধারণা জন্মেছে যে, ক্রীতদাসটি সম্ভবতঃ আর বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তবুও তারা সজাগ ছিল।

একদিন সে মনিবের স্ত্রীকে নিরালায় পেয়ে বলল, আপনার স্বামী পুনরায় বিয়ে করবেন। আপনি যদি তা না চান, তাহ'লে আমার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করুন এবং কাজটি সহজ। আপনার স্বামী ঘুমে থাকা অবস্থায় ছুরি দিয়ে তার দু'টি দাড়ি কেটে এনে দিবেন। আমি ঐ দাড়ি দিয়ে তাবিজ করে দিলে আর বিয়ে হবে না।

অতঃপর কোন এক সুযোগে সে মনিবকে বলল, 'আজ রাতে আপনার স্ত্রী আপনাকে ছুরি দিয়ে জবাই করবে, অমুক মেয়ে মানুষের সাথে গোপনে আলাপ করতে শুনেছি। আপনি অবশ্যই সতর্ক থাকবেন'। কোন মেয়ে লোক চায় না তার সতীন হোক। আর নিজের জীবন থেকে অধিক ভালবাসার আর কিছুই নেই। তাই মনিব কপটঘুমে অচেতন। স্ত্রী মনে করল, এই তো সুযোগ। মাত্র দু'টি দাড়ি ছুরি দিয়ে কাটতে আর কতক্ষণ লাগবে? যেই ভাবা, সেই কাজ।

এর পরের ঘটনা সহজেই অনুমেয়। স্ত্রী যেই স্বামীর দাড়িতে হাত দিয়েছে, আর যায় কোথায়? স্বামী খপ করে তার হাত ধরে ফেলে এবং চীৎকার শুরু করে দেয়। চীৎকারে লোকজন ছুটে এসেছে। স্ত্রী একেবারে হতভম্ব হয়ে নীরব হয়ে রইল।

পরিস্থিতি চরম ঘোলাটে হয়ে গেল। স্ত্রী স্বামী ও লোকজনদের বুঝাতে চাইল, সে তাকে হত্যা করতে যায়নি, শুধু দু'টি দাড়ি কাটতে গিয়েছিল তাবিজ করার জন্য। কিন্তু তার কথা কেউ শুনতে চাইল না এবং সাড়াও দিল না। এর পরিণাম যা হবার তাই হ'ল। স্ত্রীকে স্বামীর বাড়ী হ'তে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হ'ল।

উপদেশঃ বিষ পান করলে তার প্রতিক্রিয়া হবেই।

বাদশাহ আমানুল্লাহ্র বিচক্ষণতা

দুই ভাই আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল শহরে দীর্ঘদিন ধরে কসাইগিরি করে প্রচুর টাকা উপার্জনের পর বাড়ী ফিরছিল। পথে এক ফকীরের সাথে তাদের দেখা হ'ল। ফকীর ও তারা এক গাছের নীচে বসে খাবার খেল। ফকীর তাদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'ল। ফকীর বলল, তোমরা এত টাকা উপার্জন করে বাড়ী ফিরছ, টাকাগুলি আমাকে একবার দেখাও'। তাই দু'ভাই টাকাগুলি ফকীরকে দেখাতে গেলে ফকীর খপ করে টাকাগুলি নিয়ে তার ঝোলাতে পুরে নিল। দু'ভাই তৎক্ষণাৎ ফকীরের কাছ থেকে টাকাগুলি ছিনিয়ে নিল। ফকীর তখন প্রাণপণে চীৎকার শুরু করে দিল। ফকীরের চীৎকারের বিষয় ছিল, 'আমার টাকা এরা দু'জনে ছিনিয়ে নিয়েছে'।

চীৎকারে বেশকিছু লোক সমবেত হ'ল। ফকীর বর্ণনা দিল 'আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজধানী শহরে থেকে ভিক্ষা করে টাকাগুলি উপার্জন করেছি। খেতে বসে গল্পে সে কথা প্রকাশ করায় ওরা দু'জনে মিলে আমার টাকাগুলি ছিনিয়ে নিয়েছে'। অপরদিকে ভাই দু'জনের কথা তো বানিয়ে বলার দরকার নেই। তারা যা ঘটনা তাই বলল। সমবেত লোকজন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারল না। অগত্যা তারা ফকীর ও দু'ভাইকে বাদশাহ আমানুল্লাহ্র দরবারে হাযির করল।

বাদশাহ উভয়ের বক্তব্য শুনলেন। তিনি একটা পাতিলে পানি গরম করতে বললেন। পানি গরম হ'লে তিনি টাকাগুলি পানিতে ফেলে দিলেন। পানির স্বাভাবিক রং বদলে গেল। কারণ টাকাগুলিতে কসাইগিরির রক্ত লেগেছিল। বাদশাহ এবং উপস্থিত সকলে বুঝলেন, টাকাগুলির সত্যিকার মালিক দু'ভাই। টাকাগুলি তাদের দিয়ে দেওয়া হ'ল এবং ফকীরকে শাস্তি দেওয়া হ'ল।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং সন্ন্যাস বাড়ী
পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

কবিতা

যুদ্ধে যাবি আয়

-শামীম আহমাদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

আয়রে মুমিন আয় মুজাহিদ
দামাল ছেলের দল,
ইরাকবাসী অসহায় আজ
যুদ্ধে যাবি চল।
আমেরিকার যুলুমবাজী
সইবো নাকো আর,
সবাই মিলে এক সাথে বল-
আল্লাহু আকবার।
ইসলামের ঐ ঝাণ্ডা হাতে
নারায়ে তাকবীর ধ্বনি,
শুনলে দেখবি পালিয়ে গেছে
বুশ নালায়েক খুনী।
খুন হয়েছে ফিলিস্তীনে
আমার অনেক ভাই,
খুনের বদলা খুনই হবে
শত্রুর ক্ষমা নাই।
আমরা যুবক আমরা মুমিন
আমরা মুসলমান,
শান্তির ধরা গড়তে মোদের
জীবন করবো দান।
আয়রে মুমিন আয় মুজাহিদ
সত্যের পথে আয়,
সাম্যের বাণী ছড়িয়ে দে আজ
আল্লাহ্‌র দুনিয়ায়।
***

সূরা আছর

-মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক খান
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

যুগের কসম খেয়ে বলেন রহমান,
ক্ষতির মধ্যে আছে সব ইনসান।
তবে ওরা নয় ভবে ক্ষতির ভিতর,
করে যারা ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবর।
***

অনুতপ্ত

মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ
কলেজ পাড়া, বিরামপুর
দিনাজপুর।

ভাবের মৃদঙ্গ বাজে,
বাজে মন্দিরা
আ-সমুদ্র হিমাচলে
কাঁদে বন্দিরা।
মৃত্যু জাতকের বুকে জনকের
শুষ্ক কঙ্কাল
নৃপতিরা কৌশলে ফেলিছে
শোষণের জাল।
লাশ ফেলে এসে ওরা
নাচে মহানন্দে,
ধন্য কি সভ্যতা ধর্ষিতার
লাশের গন্ধে?
নিপীড়িতা অলকার বুকে
হাসে বীর বর,
মাতা-শিশু নিপীড়িত, কাঁদে
ভয়ে থর-থর।
ঘব ছাড়া হ'লো যারা
আসবেনা বুঝি আর?
উন্নত বিশ্বে চলিছে
একি অনাচার অনিবার?
***

বোমা

-মুহাম্মাদ এবাদত আলী শেখ
পাংশা, রাজবাড়ী।

চার বছরের ছোট্ট ছেলে
নাম হ'ল তার তুষার,
দু'দিন ধরে বেহুঁশ জ্বরে
কামড় খেয়ে মশার।
এডিস নামের এই মশাটা
বড়ই ভয়ঙ্কর...।
এক কামড়ে দেয় ছড়িয়ে
মরণ ডেঙ্গু জ্বর।
আমেরিকার ডাবের খোসায়
ঐ মশাটার বাস
সেখান থেকেই ফিলিস্তীনের
করছে সর্বনাশ।
ঘাতক মশার আসল নামটা
জর্জ ডব্লিউ বুশ,
বিশ্ব জুড়ে মারছে ছোবল
নেই যেন তার হুঁশ।
ইরাক ইরান ফিলিস্তীন
জাগরে এবার জাগ
ছোট্ট তুষার কয় হাকিয়া
এবার হবো বাঘ।
হালুম করে ধরবো ওকে
করবো না আর ক্ষমা
আল্লাহ মোদের সহায় আছেন
সঙ্গে আছে বোমা॥
***

মহিলাদের পাতা

প্রসঙ্গঃ হিল্লা বিবাহ

-তাহেরুন নেসা, এম,এ

ঢাকার দৈনিক 'প্রথম আলো' ১৫.১.২০০৩ইং বুধবার ১৭ পৃষ্ঠায় 'নারীমঞ্চ' পাতায় 'হিল্লা বিয়ে এখনো!' শিরোনামে অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিরাট কলাম ছেপেছে। সেখানে তারানা হালিম, এলিনা খানম, আয়শা খানম প্রমুখ মহিলা আইনজীবীদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তাতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, এইসব প্রসিদ্ধ আইনজীবীগণ মানুষের তৈরী অনেক কিছু আইন-কানূন জানলেও আল্লাহ প্রেরিত ঐশী বিধান সম্পর্কে একেবারে আনকোরা। যেমন আইনজীবী তারানা হালিম বলেছেন, 'গ্রামাঞ্চলে এখনো হিল্লা বিয়ে হয়। কারণ ১৯৬১ সালের আইনটি সাধারণ লোকেরা জানেনা। তারা কোরআনিক ল' বা শরিয়া ল' টাই মানে, যেখানে হিল্লা বিয়ের কথা বলা হয়েছে। এখন কোরানিক ল' এবং ১৯৬১ সালের আইনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান রয়েছে ১৯৬১ সালের আইনের ৩নং ধারায়। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইন দেশে বলবৎ অন্য যেকোন আইন বা প্রথার উপরে প্রাধান্য পাবে'। অন্যতম আইনজীবী এলিনা খান বলেন, একটি দম্পতির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তালাক হয়ে যাওয়ার পর যদি তারা অনুভব করে যে, তারা পুনরায় একত্রে সংসার করবে, তাহ'লে তাদের কাবিন করে বিয়ে করতে হবে। এই নিয়মে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার পর্যন্ত পুনঃবিবাহ করা যায়। হিল্লা বিয়ের দরকার হয় না। কিন্তু তৃতীয় বারের পরে হিল্লা বিয়ের প্রয়োজন হবে'। মহিলা পরিষদ নেত্রী আয়শা খানম বলেছেন, 'আমি মনে করি, মানবিক অধিকারই সবচেয়ে বড় অধিকার। সুতরাং যে বিষয়টি অমানবিক তা দূর হয়ে যাওয়াই ভাল'।

উপরের বক্তব্যগুলিকে সামনে রেখে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে, কুরআনিক ল'-য়ের সাথে ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনের কোন বিরোধ নেই। অনুরূপভাবে ইসলামে 'হিল্লা বিবাহ' বলে কোন বিবাহ নেই। 'হিল্লা' বিবাহ মূলতঃ তালাক দেওয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার একটা অপকৌশল মাত্র। যাকে 'তাহলীল' বলা হয়েছে। 'হীলা' অর্থঃ অপকৌশল যা এদেশে 'হিল্লা' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এটি জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। ইসলাম যার বিরুদ্ধে তীব্র বক্তব্য রেখেছে এবং হিল্লাকারী পুরুষটিকে 'ভাড়াটে ষাঁড়' বলে অভিহিত করেছে। তাই তৃতীয়বারের পরে কেন কখনোই কোন অবস্থায় হিল্লা বিবাহের কোন অনুমতি কুরআন-হাদীছে নেই। তৃতীয় তালাক শেষে অন্যত্র বিবাহ ও স্বাভাবিক তালাকের পরে প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহের অনুমতি ইসলামে রয়েছে। তবে তাকে 'হিল্লা বিবাহ' বলা হয় না।

'মানবিক অধিকারই সবচেয়ে বড় অধিকার' কথাটি ঠিক। আর সেই অধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যই মানবস্রষ্টা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিধান সমূহ নাযিল হয়েছে। নইলে বর্তমান যুগে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ব্যবসায়ীদের হাতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে অহরহ মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, পৃথিবীর বিগত ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। আমরা মনে করি তালাকের ব্যাপারে নারীর মানবিক অধিকার সুরক্ষিত আছে সূরায়ে বাক্বারাহ ২২৯, নিসা ৩৫, তালাক্ব ১ প্রভৃতি আয়াত সমূহের মধ্যে। আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে হাদীছ সমূহের মধ্যে। আর ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনটি রচিত হয়েছে মূলতঃ সূরা নিসা-র ৩৫ আয়াতের আলোকে। যেখানে এক মজলিসে তিন তালাক উচ্চারণ করলেই তিন তালাক গণ্য হবার কোন অবকাশ রাখা হয়নি। বরং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করার বিধান রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তাকে এক তালাক গণ্য করা হ'ত এবং স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারত। কিন্তু পরবর্তীকালে তালাকের আধিক্য রোধে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর একটি সাময়িক প্রশাসনিক নির্দেশের ফলে একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা হয় এবং তারই দোহাই দিয়ে হানাফী মাযহাবে একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকই সাব্যস্ত করা হয়। ফলে পরবর্তীতে অনুতপ্ত স্বামী-স্ত্রী পুনর্মিলনের জন্য হিল্লার মত নোংরা পন্থা বেছে নিতে বাধ্য হয়।

অতএব এই নোংরা প্রথা দূর করার জন্য প্রথমে প্রয়োজন হবে হানাফী মাযহাবের ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে রাসূল (ছাঃ)-এর আমলের সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে যাওয়া। যদিও হানাফী মাযহাবে এক মজলিসে তিন তালাককে 'বিদ'আতী তালাক্ব' নামে অভিহিত করা হয়েছে, তথাপিও তাঁরা ঐ তালাককে সিদ্ধ গণ্য করেছেন। আর একটা বিদ'আতকে সিদ্ধ করে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'হিল্লা'র মত আরেকটি অমানবিক জাহেলী প্রথাকে তারা হজম করে যাচ্ছেন। হাদীছে রয়েছে, একটি বিদ'আত চালু হ'লে একটি সুন্নাত সেখান থেকে উঠে যায়। বিদ'আতী তালাক চালু হওয়াতে সুন্নাতী তালাক উঠে গেছে এবং সুন্নাতের বরকত থেকে মাহরূম হয়ে জনগণকে বিদ'আতের করুণ পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে। দুনিয়াবী পরিণতি মর্মান্তিক হওয়ার সাথে সাথে আখেরাতে এর পরিণতি হ'ল জাহান্নাম। অতএব ধর্মের নামে চালু হওয়া এই হিল্লা প্রথা যে কখনোই ধর্ম নয় বরং ধর্মের নামে অধর্ম, এ বিষয়টি আলেম সমাজ যত দ্রুত জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হবেন, তত দ্রুত এই নোংরা জাহেলী প্রথা দূর হওয়া সম্ভব। নিঃসন্দেহে এর জন্য কুরআনিক ল' দায়ী নয়। বরং দায়ী হ'ল হানাফী ল'। সম্ভবতঃ মাননীয়া মহিলা আইনজীবীগণ কুরআনিক ল' ও হানাফী ল'-কে একত্রে গুলিয়ে ফেলেছেন।

[বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তক এবং মাসিক আত-তাহরীক, ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা'ফেব্রুয়ারী ২০০১]

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন সম্পর্কীয়)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. পুরুষের ওযন ১৪০ পাউণ্ড এবং নারীর ওযন ১২৮ পাউণ্ড।

২. পুরুষের দেহে ৫০ লক্ষ আর নারীর দেহে ৪৫ লক্ষ রক্ত কণিকা আছে।

৩. পুরুষের ৪৯ আউন্স এবং নারীর ৪৪ আউন্স।

৪. পুরুষের দেহে ১৮ ভাগ এবং নারীর দেহে ২৮ ভাগ চর্বি থাকে।

৫. পুরুষের সারে ৬ কেজি এবং নারীর ৫ কেজি ওযনের হাড় থাকে।

গত সংখ্যার একটুখানি বুদ্ধি খাটাও-এর সঠিক উত্তরঃ

১. মা, মামা, মামামা।

২. বেশীঃ পরীক্ষার ফলাফলের (রোল নম্বরের) ক্ষেত্রে এবং কমঃ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ক্ষেত্রে।

৩. আড়াইহাজার।

৪. পাঁচবিবি।

৫. বেগুন।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)ঃ

১. তিনটি ক্রমিক জোড় সংখ্যার যোগফল ৭৮ হ'লে সংখ্যা তিনটি কত?

২. নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র আব্দুল হাসিবের জন্ম ০৩-০১-১৯৯১ হ'লে ১০-০১-২০০৩ তারিখে তার বয়স কত হবে?

৩. কোন সংখ্যার বর্গমূলের সাথে ১৯ যোগ করলে ৫-এর বর্গ হয়?

৪. ক্রমিক সংখ্যা ১ হ'তে ২০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলির যোগফল কত হবে?

৫. ৫, ৭, ১১, ১৯ .... সংখ্যাগুলির ধারার পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে?

❒ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)ঃ

১. মানুষ এবং প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশী অবদান মহান আল্লাহ্র কোন্ সৃষ্টির?

২. প্রাণ আছে কিন্তু চলার মত শক্তি নেই এবং সবচেয়ে বেশী সহ্যশক্তি আছে কার?

৩. পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পাতাবহুল গাছটির নাম কি এবং জন্মকালীন সময়ে এর কয়টি পাতা হয়?

৪. এমন কোন্ গাছ আছে, যার ডাল নেই, শুধু পাতা আছে এবং সেই পাতার উভয় কিনারায় কাস্তের মত ধার রয়েছে?

৫. ভাসমান উদ্ভিদ কি কি?

❒ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

গাংনী, মেহেরপুর॥ ৩ জানুয়ারী, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা থেকে কালিগাংনী কলোনীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শাখার দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ নুঈদ নাক্বীর-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মুহাম্মাদ রফীযুদ্দীন।

প্রশিক্ষণ শেষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুছ ছামাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তরীকুযযামান প্রমুখ।

জ্ঞানার্জন

-আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

আয় ছুটে আয় সোনামণি
জ্ঞানার্জনে আয়
জ্ঞানার্জনে আত-তাহরীকের
বিকল্পতো নেই।
পড়ে যে জন আত-তাহরীক
পায় যে জ্ঞানের কত প্রদীপ
অহি-র বিধান নিয়ে লেখা
জ্ঞান আছে তার পাতা পাতা
দেশ-বিদেশের কত কথা
পড়লে তাহরীক পাবে সেথা
তাইতো বলি জলদি এসো
দেরী করো না
আত-তাহরীক না পড়ে
জীবন ব্যর্থ করো না।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

পুলিশ বিভাগ ও নিম্ন আদালত দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত

-ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআইবি) সাম্প্রতিক এক জরিপে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হ'ল পুলিশ বিভাগ ও নিম্ন আদালত। ভারত, শ্রীলংকা ও নেপালেও দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসাবে পুলিশ ও বিচার বিভাগের স্থান শীর্ষে রয়েছে।

জরিপ অনুসারে, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন খাত থেকে যারা সেবা নেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষ দুর্নীতির শিকার হন পুলিশ বিভাগ কর্তৃক। যার হার ৮৩ দশমিক ৬১ শতাংশ। এরপর ৭৫ দশমিক ৩২ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হন নিম্ন আদালত কর্তৃক। ভূমি প্রশাসন থেকে সেবা নিতে এসে ৭২ দশমিক ৮৭ শতাংশ মানুষ দুর্নীতির শিকার হন।

টিআইবি'র গবেষণা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, মিথ্যা গ্রেফতার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নিতে গিয়ে ৯৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ জনগণ দুর্নীতির শিকার হন। ৯০ দশমিক ৯১ শতাংশ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে, ৮৭ দশমিক ৬২ শতাংশ অভিযোগ দাখিল করতে এবং ৭৫ শতাংশ অন্যান্য পুলিশী কাজে দুর্নীতির শিকার হন। ২৪ শতাংশ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা, ১৯ শতাংশ তদন্তকারী কর্মকর্তা, ১৩ শতাংশ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ৪ শতাংশ অফিসের করণিক দ্বারা দুর্নীতির শিকার হন। জরিপ অনুযায়ী পুলিশ বিভাগের পরই দ্বিতীয় সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে নিম্ন আদালত, যার হার ৭৫ দশমিক ৩২ শতাংশ। নিম্ন আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট ৬৬ শতাংশ কোর্টের কর্মচারী, ১৩ শতাংশ পিপি, ১০ শতাংশ বিপক্ষ উকীল এবং ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা দুর্নীতির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন সেবা গ্রহণকারীরা।

জরিপে বলা হয়, ভূমি প্রশাসন তৃতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত খাত। ভূমি প্রশাসনের ৪৩ শতাংশ সার্ভেয়ার, ২৭ শতাংশ তহশিলদার, ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ রাজস্ব কর্মকর্তা, ১২ শতাংশ দলীল লেখক এবং ৬ শতাংশ স্ট্যাম্প ভেণ্ডার দ্বারা সদস্যরা দুর্নীতির শিকার হন।

টিআইবি উল্লেখ করেছে, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, ন্যায় পাল নিয়োগ, প্রশাসনিক সংস্কার, নীতি নির্ধারকদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সর্বোপরি দুর্নীতি বিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ করা যেতে পারে।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহিলা

কিশোরগঞ্জ যেলার ভৈরবে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। ২৩ বছর বয়স্ক এই মহিলার উচ্চতা মাত্র ৩০ ইঞ্চি। এই মহিলার নাম রুনা। ১৯৯৮ সালে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহিলার উচ্চতা ২ ফুট দেড় ইঞ্চি বলে গিনেজ বুকে রেকর্ড করা হয়। আফ্রিকার জোহান্সবার্গের ঐ বাসিন্দার নাম ছিল মেজ বেষ্টার। রুনা ভৈরব পৌর এলাকায় ভৈরবপুর উত্তর পাড়ার মৃত আবু তাহের মিঁয়ার তৃতীয় সন্তান। তার মা, ভাই-বোন সকলেই স্বাভাবিক দৈর্ঘের মানুষ হ'লেও এদের মধ্যে রুনাই কেবল দৈহিক গঠনে ব্যতিক্রমী হয়। তবে বুদ্ধিমত্তা, মন-মানসিকতা, কথাবার্তা, চালচলনে সে একজন স্বাভাবিক মানুষের মত। ছোটকালে বাবা হারা দরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়ায় লেখাপড়া তার ভাগ্যে জোটেনি।

সিয়েরালিওনে 'বাংলা' সরকারী ভাষা

সিয়েরালিওন সরকার বাংলা ভাষাকে সে দেশের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। গত ১২ ডিসেম্বর সিয়েরালিওনের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ আহমাদ তেজান কাব্বাহ সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ সহায়তা কার্যক্রম-এ নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার দল কর্তৃক পুনঃনির্মিত 'মাইল নাইনটি ওয়ান মাগবুরাকা' নামে ৫৪ কিঃ মিঃ দীর্ঘ এবং ৩০ ফুট চওড়া একটি সড়ক উদ্বোধনকালে এ স্বীকৃতি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ওলুয়েমি আদেনজি, ইউনামসিল ফোর্স কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল ড্যানিয়েল ইসমায়েল ওপাণ্ডে এবং বাংলাদেশ সেক্টর কমাণ্ডার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ইকবাল করীম ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম লেটার গ্রেডিংয়ের নতুন বিন্যাস

অবশেষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা মূল্যায়নের জন্য বর্তমান 'লেটার গ্রেডিং' পদ্ধতি সংস্কার করে নতুন বিন্যাস হয়েছে। গত ১ জানুয়ারী বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি অনুমোদিত হয়। এর ফলে আগের ৬টি ধাপের পরিবর্তে চলতি ২০০৩ সাল থেকে পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে সাতটি ধাপে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে 'এফ গ্রেড' না পেলে এবং তার গড় গ্রেড পয়েন্ত (জিপিএ) ন্যূনতম ১.০ হ'লে তবেই উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে। এর আগে এক বিষয়ে 'এফ গ্রেড' এবং জিপিএ ১.৫ বা তদূর্ধ্ব প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিকে সাময়িকভাবে ভর্তির যে সুযোগ পেতেন তা রহিত করা হয়েছে। লেটার গ্রেড 'এ' প্লাসের নম্বরের শ্রেণীব্যাপ্তি ২০ অপরিবর্তিত থাকলেও গ্রেড 'এ'-এর শ্রেণীব্যাপ্তি ২০ ভাঙা হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন লেটার গ্রেড 'এ মাইনাস'। শিক্ষার্থীদের ফলাফলে প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর লেটার গ্রেডে এবং সব বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের গড় (জিপিত্র) উল্লেখ থাকবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২০০৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় (এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল ও আলিম) চতুর্থ বিষয় যোগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট থেকে ২ বিয়োগ করে অবশিষ্ট গ্রেড পয়েন্ট মোট গ্রেড পয়েন্টের সঙ্গে করে প্রাপ্ত মোট জিপিএকে চতুর্থ বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় সমূহের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। চতুর্থ বিষয় ছাড়াই যেসব ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ ৫.০০ পাবে তাদের ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয়ের প্রাপ্ত গ্রেড নম্বর যোগ হবে না।

এছাড়া স্কুল, কলেজ, মাদরাসার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পর্যায়ক্রমে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে সংস্কার করার পরও এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গ্রেডিং পদ্ধতিতে নম্বরের শ্রেণীব্যাপ্তি ১০ করে থাকে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেন, সংস্কার করার পরেও যে গলদ থেকে গেল এর জন্য ভবিষ্যতে আবার এই পদ্ধতির সংস্কারও অনিবার্য হয়ে উঠবে।

লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রেড পয়েন্ট
এ প্লাস	৮০-১০০	৫.০০
এ	৭০-৭৯	৪.০০
এ মাইনাস	৬০-৬৯	৩.৫০
বি	৫০-৫৯	৩.০০
সি	৪০-৪৯	২.০০
ডি	৩৩-৩৯	১.০০
এফ	০০-৩২	০.০০

সংশোধিত সরকারী আচরণবিধি জারি

১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণবিধিতে সংশোধন ও সংযোজন এনে 'সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা-২০০২' জারি করা হয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এসআরও (স্ট্যাটিউটারি রুলস এ্যাণ্ড অর্ডার্স) আকারে জারি করা এই বিধিমালা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকাশিত গেজেট থেকে জানা যায়, ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালার কিছু ধারা-উপধারা সংশোধন ও নতুন কিছু ধারা-উপধারা সংযোজন করা হয়েছে।

১৯৭৯-এর বিধি ৩০-এর পরে '৩০ এ' সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে একাধিক উপবিধি আছে।

৩০ এ বিধি মোতাবেক (ক) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের জনসমক্ষে বিরোধিতা, বিদ্রূপ বা আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবে না এবং আদেশ পালনে অন্য কাউকে বিরত থাকতে উসকানি দিতে পারবে না। (খ) সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে অসন্তোষ প্রকাশ বা প্রত্যাখ্যান বা এর বিরুদ্ধে আয়োজিত কোন প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এবং অন্যকে অংশগ্রহণে প্ররোচিত করতে পারবে না। (গ) সরকার বা কর্তৃপক্ষকে কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, সংশোধন, পুনঃপ্রস্তুত বা বাতিলের জন্য প্রভাব বা চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না এবং (ঘ) সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বা সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেকোন উপায়ে অসন্তোষ, ভুল বোঝাবুঝি বা ঘৃণার উন্মেষ ঘটানো বা সৃষ্টি করতে পারবেন না অথবা অনুরূপ কাজে অংশগ্রহণের জন্য কাউকে প্ররোচিত করতে পারবেন না।

১৯৭৯-এর বিধিমালার ১৩ নং বিধির সঙ্গে (১) উপবিধি সংযোজন করে বলা হয়েছে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ৫০ হাযার টাকা ও তদূর্ধ্ব মূল্যের জমিজমা বা সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে। আগে এর পরিমাণ ১০ হাযার টাকা ছিল।

১৯৭৯-এর বিধিমালার ১৩ (২) বিধি পরিবর্তন করে বলা হয়েছে, প্রতি ৫ বছর পর ডিসেম্বর মাসে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধির বিবরণী দাখিল করতে হবে। এরপর ১৩(৩) বিধি সন্নিবেশিত করে বলা হয়েছে, সম্পদের বিবরণী পেশের প্রক্রিয়া কী হবে ও কোন কর্তৃপক্ষের কাছে বিবরণী পেশ করতে হবে তা সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

১৯৭৯-এর বিধি ২৭-এর সঙ্গে বিধি ২৭(এ) এবং ২৭(বি) সংযোজন করা হয়েছে। ২৭(এ) বিধিতে আছে, মহিলা সহকর্মীদের সঙ্গে কথায় এমন ভাষা প্রয়োগ করবেন না-যা সঙ্গত নয় অথবা দাপ্তরিক শিষ্টাচার বা মহিলা সহকর্মীর সম্মানহানির কারণ হ'তে পারে।

২৭(বি)(১) বিধিতে 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' শিরোনামে বলা হয়েছে, কোন সরকারী কর্মচারী যদি দেখেন তার পরিবারের সদস্য বা নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন কোন বিষয় তার কাছে এসেছে, তবে তিনি তা নিষ্পত্তি করতে পারবেন না। এ ধরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নথি বা বিষয়াবলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠাতে হবে।

২৭(বি)(২) বিধিতে বলা হয়েছে, কোন সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী বা স্বামী কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হ'লে বা যেকোন উপায়ে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হ'লে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে তা সরকারকে জানাতে হবে।

পরিবার ও নিকটাত্মীয় বলতে স্ত্রী, স্বামী, বাবা, মা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন ও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৭৯-এর বিধি ৩২ পরিবর্তন করে বলা হয়েছে, এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে তা সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হবে এবং অনুরূপ লঙ্ঘনের জন্য দোষী হ'লে ১৯৮৫ সালের (শৃঙ্খলা ও আপিলি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের কারণে শাস্তিমূলক কার্যক্রমের সম্মুখীন হবেন।

১৯৮৫ সালের শৃঙ্খলা ও আপিল বিধির ৪(১) অনুযায়ী গুরুদণ্ড রয়েছে চাকুরী থেকে বরখাস্ত, অপসারণ, বাধ্যতামূলক অবসর দান এবং নিম্ন স্কেলে বা নিম্ন পদে নামিয়ে দেওয়া। লঘুদণ্ড হিসাবে রয়েছে টাইম স্কেলের নিম্ন ধাপে নামিয়ে দেওয়া এবং বেতন অথবা গ্যাচুইটি (আনুতষ্কি) থেকে ক্ষতিপূরণ কেটে নেওয়া।

খেলনা মোবাইল সেটে আল্লাহদ্রোহী সংলাপ 'আল্লাহ খারাপ'

বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচারের পাশাপাশি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারের শিশুমনে আল্লাহদ্রোহিতার বীজ বপনের ভয়াবহ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত শুরু হয়েছে। দেশে বিদেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চক্র এক্ষেত্রে আবিষ্কার করেছে এক তরীকা। খেলনা মোবাইল ফোনের মেমোরিতে বিভিন্ন মিউজিকের সাথে জুড়ে দিয়েছে একটি আল্লাহদ্রোহী সংলাপ 'আল্লাহ খারাপ'। শিশুরা মোবাইল ফোন নিয়ে খেলতে খেলতে বাটন টিপে দু'বার শুনতে পাচ্ছে এই সংলাপটি। পাশাপাশি তিনবার শিশুদের শোনানোর জন্য রয়েছে সুরেলা মিউজিক 'বাবা জগন্নাথ'। এছাড়া রয়েছে হিন্দী 'ছাইয়া ছাইয়া' গানের মিউজিকসহ মোট ৮টি পৃথক বেল রিং ও মিউজিক। বাংলাদেশের হাটেবাজারে সহজলভ্য এই খেলনা মোবাইল ফোনগুলি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে চোরাইপথে এদেশে আসছে বলে জানা গেছে। তবে এসব খেলনা ফোন সেটের গায়ে কোথাও প্রস্তুতকারক কোম্পানীর নাম বা দেশের নাম লেখা নেই। ফোন সেটের গায়ে সাঁটানো একটি স্টিকারে লেখা রয়েছে গুড লাক (GOOD LUCK)।

[পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য এটি নিঃসন্দেহে লজ্জাষ্কর। আরও লজ্জাজনক যে, ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দল ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় এহেন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অতএব সরকারের নিকট আমাদের আবেদন, অনতিবিলম্বে এসব মোবাইল সেট বাজেয়াপ্ত করে এর আমদানী নিষিদ্ধ করুন। অন্যথায় আমাদের কচি মনের শিশুরা বিভ্রান্ত হবে। -সম্পাদক]

গত বছরে দেশে ৩৩৬১ জন খুন

গত বছরে সারাদেশে বিভিন্ন ঘটনায় মোট খুনের সংখ্যা ৩ হাযার ৩৬১, যা আগের বছর ২০০১ সালের তুলনায় ৭৮ জন বেশী এবং আহতের ঘটনা ৪৩ হাযার ৫১৫ জন, যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৮ হাযার ৮৮৭ জন কম। গত ৩১শে ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো'র (বিএইচআরবি) ২০০২ সালের দেশের মানবাধিকার লংঘন ও সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উপর রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য পরিবেশন করা হয়।

'বিএইচআরবি'র রিপোর্টে বলা হয়, ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত এক বছরে পরিকল্পিত বোমা হামলা ও বিস্ফোরণের ১৮৭টি ঘটনায় ৭৬ জন নিহত ও ৫২৯ জন আহত হয়েছে। একই সময়ে ৭৮৮ জন অপহরণের শিকার হয়। যার মধ্যে ১৮৫ জনকেই খুন করা হয়। এক বছরে সাংবাদিক নির্যাতনের ১১৪টি ঘটনায় ১ জন নিহত ও ১১৪ জন আহত হন। এসিড নিক্ষেপের ২৬৯টি ঘটনায় ২৮০ জন এসিড দগ্ধ হয়েছেন। নিহত হয়েছেন ৯ জন।

ধর্ষণের ৮৫৮টি ঘটনার পরে ১৫৬ জনকে হত্যা এবং ৭০২ জনকে আহত করা হয়। এর মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয় ৪৬৪ জন। পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয় ২ জন। ৬৩টি অবুঝ শিশুও ধর্ষণের শিকার হয়। এ সময়ে ১ হাযার ৭টি ছিনতাইয়ের ঘটনায় ৪৭ জন খুন ও ২৮০ জন আহত হয়েছে। এক বছরে যৌতুকের ১৭৯টি ঘটনায় খুন হয়েছে ১১৫ জন, মারাত্মক আহত ৬৬ জন। এ পরিসংখ্যানটি শুধুমাত্র পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী। কিন্তু এর প্রকৃত হিসাব এর চেয়ে অনেকগুণ বেশি। কারণ যৌতুকের খুব কম ঘটনাই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, এক বছরে নারী ও শিশু নির্যাতনের ৫৫২টি ঘটনায় ৩৩৩ জন নিহত ও ২০৬ জন আহত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষের ১৭৪টি ঘটনায় ৩ জন নিহত ও ৯৬৭ জন আহত হয়েছে। নিহতের মধ্যে বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সনি অন্যতম। গণপিটুনির ২৭৫টি ঘটনায় ১১৮ জন নিহত ও ২৯৫ জন আহত হয়। চাঁদাবাজির ৬০৫ টি ঘটনায় ২৫ জন নিহত ও ৫৯৭ জন আহত হয়। চিকিৎসকের অবহেলায় ৪৮ জন নিহত হয়েছেন। একই বছরে পুলিশের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ১২১টি ঘটনায় ১৬ জন নিহত ও ২০০ জন আহত হয়। এ সময় বিএসএফ-এর হামলায় ১২১টি ঘটনায় ৮৫ জন নিহত ও ১১৭ জন আহত হয়। অন্তর্দলীয় সংঘর্ষের ৬৯৫টি ঘটনায় ১৫৬ জন নিহত ও ৩ হাযার ৯০ জন আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য, মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন 'বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা' ও 'অধিকার' গত বছরের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। 'মানবাধিকার'-এর তথ্য মতে এ সময়ে সারা দেশে ৩ হাযার ৫৯০ জন নিহত হয়েছে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৩২ জন। 'অধিকার' প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়, এক বছরে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ৪২০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৮ হাযার ৭৪১ জন এবং গ্রেফতার হয়েছে ৫ হাযার ৭১ জন। বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটসও এক বছরের প্রায় অনুরূপ একটি পরিসংখ্যান দিয়েছে।

উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে ২০০৫ সালে দেশে গ্যাস সংকট সৃষ্টি হ'তে পারে

-জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ,কে,এম মোশাররফ হোসেন বলেছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাসের মওজুদ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারায় দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ২০০৫ সালে একটি সংকট সৃষ্টি হ'তে পারে। এজন্য বাজারে বণ্ড ছাড়াসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি গত ৩ জানুয়ারী বিবিসিকে জানান।

রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় জ্বালানি হিসাবে গ্যাস

ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী স্বীকার করেন। তিনি বলেন, রাজধানী ঢাকায় ২০০৫ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে আমাদের যে প্রয়োজন সেটি পূরণ করতে হ'লে আরো ৩শ' এমএমএলসিএফ গ্যাস উৎপাদন বাড়াতে হবে। সেটি বাড়ানোর জন্য ২ হাযার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এখন টাকার সমস্যা আছে। সরকার যদি টাকা দিতে না পারে, তাহ'লে আমরা বণ্ড ইস্যু করে টাকা তোলার ব্যবস্থা করব।

বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নত বিশ্বই দায়ী

'বাংলাদেশের জলবায়ু ও পানি' সম্পর্কিত এক সেমিনারে দেশের খ্যাতনামা পরিবেশ ও পানি বিজ্ঞানীরা এদেশের সাম্প্রতিক নিত্য নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমা উন্নত বিশ্বকে দায়ী করে বলেছেন, আর্সেনিক সমস্যা, উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবার জন্য গ্রীন হাউজ গ্যাস উদগীরণকারী শিল্পোন্নত পশ্চিমা দেশগুলিই এককভাবে দায়ী। এক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির কোনই ভূমিকা নেই। অথচ পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের সর্বোচ্চ মাশুল দিতে হচ্ছে এই দেশগুলিকেই। এজন্য বক্তাগণ উন্নত বিশ্বের কাছে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দাবী করে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো তাদের পরিবেশ বিপর্যয়কারী কর্মকাণ্ড দ্রুত বন্ধ করার আহ্বান জানান।

বিশ্বব্যাংক ইউনিসেফের পরামর্শের ফলেই এদেশে আর্সেনিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে উল্লেখ করে তারা অভিন্ন নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে ভূউপরিস্থ পানি প্রবাহ ব্যাহত করার জন্য ভারতীয় কূটিল নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। বক্তাগণ এদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলায় বিদেশী পরামর্শ গ্রহণের পরিবর্তে ঐতিহ্যবাহী দেশজ জ্ঞান ও স্থানীয় কৌশল কাজে লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। গত ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার আইডিবি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ইউনিয়নে'র (আইইউসিএন) বাংলাদেশ শাখা আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী সেমিনারে বক্তাগণ এ অভিমত পেশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে গত বছরে ৪৭ বাংলাদেশীর মৃত্যু

২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দুর্বৃত্তের গুলীতে, বেসবলের ব্যাটের আঘাতে ৯ জন খুন সহ মোট ৪৭ বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। নিউইয়র্ক হ'তে প্রকাশিত সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী মৃত্যুর এই সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে ৪ জন কম। এর মধ্যে দুর্বৃত্ত ও ছিনতাইকারীর আক্রমণে ৯ জন, হৃদরোগে ১১ জন, সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন, ক্যান্সারে ৪ জন, লিভার সিরোসিসে ২ জন, আত্মহত্যায় ১ জন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১ জন, হাঁপানী রোগে ১ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। হৃদরোগ এবং দুর্বৃত্তের আক্রমণে নিহত হবার ঘটনায় কোন হেরফের হয়নি ২০০১ সালের তুলনায়। তবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণের সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে ৩ জন কমেছে।

বিদেশ

বিশ্বে প্রতি রাতে প্রায় ১ কোটি মানুষ অনাহারে ঘুমিয়ে পড়ে

খাবার না পেয়ে প্রতিরাতে বিশ্বে প্রায় এক কোটি মানুষ অভুক্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। এই অনাহারীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু-কিশোর। প্রতিরাতের নিরন্ন নারী ও বয়োবৃদ্ধদের সংখ্যা মোট অভুক্তদের এক-পঞ্চমাংশ। ৫ম এশিয়ান প্যাসিফিক জনসংখ্যা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির প্রতিবেদন থেকে এ চিত্র ফুটে উঠেছে। এই সম্মেলনে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)-এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস থোরায়া আহমাদ ওবায়েদ এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৯ মিলিয়ন অর্থাৎ ৯০ লাখ মানুষ অনাহারে রাত কাটায়। বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬শ' ১৩ কোটি ৭০ লাখ।

অনাহারে রাত্রি যাপনকারী ৯০ লাখ নারী-পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে প্রায় ৩০ লাখ মানুষের নিজস্ব শোবার ঘর নেই। প্রায় ১৫ লাখ মানুষের কোন আশ্রয়স্থল বা থাকার জায়গা কিংবা ঘর নেই। আফ্রিকা এবং এশিয়ায় এই হতদরিদ্র আদম সন্তানের সংখ্যা সর্বাধিক। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান, বসনিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, সিয়েরালিওন, রুয়াণ্ডা, আইভরি কোষ্ট, কঙ্গোতে এই মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাবার না পেয়ে অনাহারে রাত্রি যাপনকারী শিশু ও বৃদ্ধরা ক্লান্ত হয়ে নিজেদের অজান্তেই একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বয়োবৃদ্ধ অধিকাংশই ক্ষুধার যন্ত্রণায় এক সময়ে কথা বলার মত শক্তি পায় না। অভুক্ত মানুষদের প্রায় এক-দশমাংশের পরনের কাপড় অপর্যাপ্ত। এদের বিশ ভাগের একভাগের পরিবার রয়েছে। স্ত্রী-সন্তানদের মুখে খাবার দিতে না পারায় যন্ত্রণার মধ্যে রাত্রি যাপনকারী প্রায় লক্ষাধিক মানুষ চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারে না, যারা ক্রমান্বয়ে মানসিক রোগীতে পরিণত হ'তে চলেছে।

বিশ্বব্যাপী প্রায় ১শ' কোটি মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারছে না। আরো ১১০ কোটি মানুষ নিরাপদ পানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতিবছর প্রায় ৫ কোটি মহিলা গর্ভজনিত জটিলতার কারণে দীর্ঘকালীন অসুস্থতা এবং অক্ষমতার ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। স্বল্পোন্নত অঞ্চলের এক-পঞ্চমাংশ শিশু স্কুলে যেতে পারে না।

ইরানে ইউক্রেনীয় বিমান দুর্ঘটনায় ৫০ জন আরোহী নিহত

মধ্য ইরানে ইউক্রেনীয় বিমান দুর্ঘটনায় ৫০ জন আরোহীর সকলেই নিহত হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ইউক্রেনের পরিবহন মন্ত্রণালয় জানায়, যাত্রীবাহী এই বিমানটি ইরানের ইসফাহান শহরে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সূত্র জানায়, দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট এএন-১৪০ ইউক্রেনীয় বিমানটি গত ২৩ ডিসেম্বর (সোমবার) সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় ইরানের বাকেরাবাদ গ্রামের

কাছে দুর্ঘটনাকবলিত হয়। ইউক্রেনীয় পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, ৫০ জন আরোহীর মধ্যে ৪৪ জন যাত্রী ও ৬ জন ক্রু ছিলেন। গত ২৩ ডিসেম্বর ইউক্রেনের খারকভ থেকে উড্ডয়নের পর বিমানটি তুরস্কের ত্রাবজনে অবতরণ করে জ্বালানি গ্রহণ করে। এ বিমান দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তবে বিমানটি ইসফাহানের বিমানবন্দরের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে।

ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলার দায়ে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

ভারতের বিশেষ আদালতের বিচারক এস,এন ধিংরা গত ১৮ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট ভবনে হামলায় জড়িত থাকার দায়ে ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ডিসেম্বরে ভারতের পার্লামেন্টে হামলা চালানো হয় এবং এতে ৯ জন প্রাণ হারায়। হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত সম্পর্কে উত্তেজনা দেখা দেয়। উভয় দেশ যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলা চালানোর জন্য ৫ জন মুজাহিদকে সহায়তা করার অভিযোগে মুহাম্মাদ আফযাল, শওকত হোসাইন এবং সৈয়দ আব্দুর রহমান জিলানী নামের তিন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হ'ল। এছাড়া আদালত একজন মহিলাকেও ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।

এক বছরে থাইল্যাণ্ডে ১০ লাখ লোক গ্রেফতার

থাইল্যাণ্ডের পুলিশ গত বছর ১০ লাখেরও বেশী লোককে আটক করেছে, যাদের অর্ধেকেরও বেশী গুরুতর অপরাধী। গত ২৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় রেডিও এ তথ্য জানায়। আটককৃতদের মধ্যে ৫ লাখ ৫০ হাযার ২শ' ২৪ জনকে আটক করা হয়েছে হত্যা, অপহরণ, জমি সংক্রান্ত বিবাদ, যৌন অপরাধ, চুরি এবং মাদক পাচারের জন্য। এই হিসাব অনুযায়ী দেশটির প্রতি ৬০ জন ব্যক্তির ১ জনকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২ লাখ ৩১ হাযার লোককে অবৈধ মাদক বহনের জন্য আটক করা হয়েছে। এদের কাছ থেকে ২ কোটি ৫০ লাখ অবৈধ মাদক আটক করা হয়েছে। ৪ লাখ ৮৯ হাযার ৭শ' ২১ জনকে আটক করা হয়েছে জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি এবং পর্ণোগ্রাফিতে জড়িত থাকার অপরাধে।

আসামে ১৮ মাসে বিনা বিচারে ৫শ' স্বাধীনতাকামীকে হত্যা

'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম' (উলফা) বলেছে, ভারতীয় সৈন্যরা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আসাম রাজ্যে ২০০১ সালের মে মাস থেকে বিচার বহির্ভূতভাবে গত ১৮ মাসে 'উলফা' এবং 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব বোডোল্যাণ্ড' (এনডিএফবি)-এর অন্তত ৫শ' যোদ্ধাকে হত্যা করেছে।

এই দু'টি গ্রুপ আসামের স্বাধীনতার দাবীতে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারা এখন ভুটানের ভেতরে পার্বত্য ঘাঁটি ব্যবহার করে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করছে।

'উলফা' এক বিবৃতিতে বলেছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এখনো আসামে সংঘাতের সামরিক সমাধানে বিশ্বাসী। কিন্তু রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া আর কোন সমাধান আসামের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা বলছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার দিলেই কেবল ভারতীয় সরকারের সাথে তাদের আলোচনা চলতে পারে।

উল্লেখ্য, গত দু'দশকে আসামে সংঘাতে ১০ হাযারের বেশী লোক প্রাণ হারিয়েছে।

থাইল্যাণ্ডে নববর্ষের ছুটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ শতাধিক নিহত

থাইল্যাণ্ডে নববর্ষের ছুটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। গত বছরের চেয়ে এ সংখ্যা ১০ দশমিক ৬ শতাংশ বেশী। থাইল্যাণ্ডের উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রাচা প্রমনোগ বলেছেন, নববর্ষের সকাল নাগাদ মৃতের সংখ্যা ৪শ' ৩৮ -এ পৌঁছে এবং আরো ২৪ হাযার ২৪২ জন আহত হয়। ২৭ ডিসেম্বর (শুক্রবার) থেকে শুরু নববর্ষের ছুটিতে প্রতি ঘন্টায় ৫ জন নিহত এবং ২৬৭ জনআহত হয়েছে। শুধুমাত্র নববর্ষের দিনেই নিহত হয়েছে ১২২ জন। যানবাহনের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বছর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চীনে বিশ্বের প্রথম ম্যাগনেটিক ট্রেন চালু

চীনে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিক দ্রুতগামী ম্যাগনেটিক ট্রেন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। গত ৩১ ডিসেম্বর এ উদ্বোধনী ট্রেনের প্রথম যাত্রী ছিলেন জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার ও চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝু রংজি। এই দ্রুতগামী ম্যাগনেটিক ট্রেনটি সাংহাই নগরী ও এর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মধ্যে চালু হয়। জার্মান প্রকৌশলীদের নকশা মোতাবেক ম্যাগনেটিক ট্রেন নির্মিত হয়েছে।

জার্মানী এ ট্রেন প্রকল্পে ১০ কোটি ২০ লাখ ইউরো প্রদান করেছে এবং এর ফলে চীনের বাজারে জার্মান শিল্পের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চীনের প্রাচীর নির্মাণে ব্যবহৃত ইট পোড়ানোর ৫০টি চুল্লি আবিষ্কৃত

চীনের প্রাচীরের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইট পোড়ানোর ৫০টি চুল্লি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৩৬৮ সাল থেকে ১৬৪৪ সালের মধ্যে উত্তর চীনের হেবেই প্রদেশের গানসু থেকে পূর্ব চীনের লিয়াওনিং প্রদেশ পর্যন্ত এই গ্রেট ওয়াল বা মহাপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়। পাহাড়ের পর পাহাড়কে যুক্ত করে দুর্ধর্ষ শত্রুর হাত থেকে চীনকে রক্ষার জন্য এই দেয়াল নির্মিত হয়। সিনহুয়া জানায়, উত্তরে যেখানে প্রাচীর শুরু হয়েছে তারই কাছে চেনচান সিইয়ু গ্রামে এক ফসলী জমিতে গত ২৫ ডিসেম্বর এসব চুল্লির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতিটি চুল্লিতে এক সঙ্গে অন্তত ৫ হাযার ইট পোড়ানো যেত। ২৪টি চুল্লীতে এখনো এই সংখ্যক ইট পাওয়া গেছে।

গত বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি হয়েছে ৫৫০০ কোটি ডলার

ইউরোপে প্রলয়ংকরী বন্যাসহ ২০০২ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৫ হাযার ৫শ' কোটি ডলার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম পুনঃবীমাকারী কোম্পানী এ তথ্য জানায়। এই ক্ষয়ক্ষতি ২০০১ সালের চেয়ে ৫৭ শতাংশ বেশী। জার্মানীর একটি হিসাব প্রতিষ্ঠান এ তথ্য জানায়। বীমা শিল্পে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক সুনাম রয়েছে। এক বিবৃতিতে ঐ কোম্পানীটি জানায়, ২০০২ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি ছিল প্রলয়ংকরী। অনেক ক্ষেত্রেই ভাগ্যক্রমে অধিক ক্ষয়ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া গেছে। তবে ২০০২ সালে অর্থনৈতিক বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বেশী হ'লেও প্রাণহানি ঘটেছে এর আগের বছরের চেয়ে অনেক কম। ২০০২ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত হয়েছে ১১ হাযার লোক। ২০০১ সালে নিহত হয়েছিল ২৫ হাযার লোক।

পুনঃবীমা কোম্পানীটি জানায়, ২০০২ সালে ৭শ' প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে। আর পুরো ১৯৯০-এর দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটে ৬শ' ৫০ বার। ২০০২ সালে মোট ৭শ'টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা আর ঝড় হয়েছে ৫শ' বার।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালে বীমা শিল্পে ক্ষতির পরিমাণ ১ হাযার ১শ' ৫০ কোটি ডলারে স্থিতিশীল ছিল।

২০১৫ সালের মধ্যে ভারত চাঁদে মনুষ্যবাহী যান পাঠাবে

২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ভারত চাঁদে মনুষ্যবাহী যান পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-এর প্রধান কৃষ্ণস্বামী বাস্তুরিরঞ্জন গত ৪ জানুয়ারী বাঙ্গালোরে এক বিজ্ঞান সম্মেলনে ভাষণদানকালে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের চন্দ্র মিশনের পরিকল্পনা পর্যালোচনা করব। আমরা প্রথমে চাঁদে মনুষ্যবিহীন যান পাঠাব। তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি। 'ইসরো' ভারতের উপগ্রহ নির্মাণ করছে। এটি হয় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলের লাঞ্চপ্যাড অথবা বাইরের কোন দেশের লাঞ্চপ্যাড থেকে উৎক্ষেপণ করা হবে।

ফেলে আসা সালাফী পথের সন্ধানে ও ইসলামের অবিমিশ্র রূপের প্রচারে ও প্রসারে নিবেদিত দেশের উত্তর জনপদ থেকে প্রকাশিত গবেষণা মাসিক

আত-তাহরীক

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, সঊদী আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, আরব আমীরাত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় এগিয়ে চলেছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬। মূল্যঃ প্রতি কপি ১২ টাকা মাত্র। গ্রাহক চাঁদাঃ বার্ষিক রেজিঃ ডাকে ১৭০/=

নিজে গ্রাহক হৌন, অপরকে গ্রাহক করুন, বিজ্ঞাপন দিন। কলমী জিহাদে অংশ নিন।

যোগাযোগঃ সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী। ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮, ফ্যাক্সঃ ৭৬০৫২৫। ড্রাফ্ট প্রেরণের জন্য হিসাব নং- এস,এনডি ১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী।

মুসলিম জাহান

ইরানের কোন গোপন পারমাণবিক কর্মসূচী নেই

-তেহরান

ইরান জোর দিয়ে বলেছে, তাদের দেশে কোন গোপন পারমাণবিক কর্মসূচী নেই। আমরা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থাকে দেশের যেকোন পারমাণবিক স্থাপনা পরিদর্শনের ব্যাপারে স্বাগত জানাব। ইরান গোপনে দু'টি স্থাপনা গড়ে তুলেছে, যেগুলি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারে বলে মার্কিন কর্মকর্তাদের মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সরকারী মুখপাত্র আব্দুল্লাহ রামাযান জাহেদ গত ১৩ ডিসেম্বর একথা বলেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের গোপন কোন পারমাণবিক কর্মসূচী নেই। আমাদের সকল পারমাণবিক কর্মসূচী অসামরিক খাতে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এপি জানায়, 'আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা' একটি দ্বিতীয় বড় পারমাণবিক কেন্দ্র নির্মাণের সম্ভাব্য পরীক্ষা করতে ইরানের পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সংস্থার প্রধান এ নিয়ে আলোচনা করার জন্য ফেব্রুয়ারীতে ইরান সফর করবেন।

সঊদী আরবের তৃতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ

রাশিয়ার সহায়তায় সঊদী আরব তার তৃতীয় নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। গত ২০ ডিসেম্বর (শুক্রবার) রাতে ১-সি নামের স্যাটেলাইটটি কাজাখস্তান থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ভূ-পৃষ্ঠের ৬৫০ কিঃ মিঃ উপরে অবস্থান করছিল। সঊদী মহাশূণ্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন বিজ্ঞানী এর ডিজাইন করেন। এটি পুরোপুরি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে একটি রুশ সামরিক রকেটের মাধ্যমে আরো দু'টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়। প্রিন্স তুর্কি ইবনে সঊদী ইবনে মুহাম্মাদের তত্ত্বাবধানে মহাশূণ্য নিয়ে সঊদী আরব যে ব্যাপক গবেষণা কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে এই উৎক্ষেপণ তারই অংশ।

আরব দেশগুলির মধ্যে মিসরের পর সঊদী আরবেরই নিজস্ব স্যাটেলাইট রয়েছে। দেশটি ইতিমধ্যে একটি রিমোট সেন্সিং সেন্টার ও মহাকাশ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। উৎক্ষিপ্ত এ স্যাটেলাইট থেকে আবহাওয়ার অবস্থা এবং তেল অনুসন্ধান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

মার্কিন হামলার শুরুতেই ৫ লাখ ইরাকী আহত হবে

জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ইরাকে মার্কিন হামলার শুরুতেই ৫ লক্ষাধিক লোক গুরুতর আহত হবে। এর মধ্যে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলাফলের কারণে আহত হবে ২ লাখ ইরাকী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গত ৭ জানুয়ারী প্রকাশিত জাতিসংঘের যরূরী পরিকল্পনাবিদদের এক নথিতে বলা হয়, ইরাক সম্ভাব্য মার্কিন হামলার প্রথম ধাক্কাতেই আহত ৫ লাখ ইরাকীর সবারই যরূরী চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১ লাখ লোক এবং পরোক্ষ প্রভাবে ৪ লাখ লোক গুরুতর আহত হবে।

জাতিসংঘের এ গোপন পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট এক মাস আগে তৈরী করা হ'লেও সংশোধিত আকারে তা গত ৯ জানুয়ারী একটি ব্রিটিশ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। জাতিসংঘ কর্মকর্তারা রিপোর্টের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

রিপোর্টে বলা হয়, যুদ্ধের কারণে অন্তত ৯ লাখ ইরাকী প্রতিবেশী দেশগুলিতে আশ্রয় নেবে এবং তাদের মধ্যে কমপক্ষে ১ লাখ লোকের তাৎক্ষণিক সহায়তার প্রয়োজন হবে এবং ইরাকের অভ্যন্তরেই গৃহহীন হয়ে পড়বে প্রায় ২০ লক্ষাধিক লোক। যুদ্ধ চলাকালে ইরাকের তেল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে এবং দেশটির বিদ্যুৎ, রেলওয়ে এবং যাতায়াত ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতিসাধন হবে।

মিসরে ফেরাউন যুগের কবরস্থান আবিষ্কৃত

স্পেনিশ ও মিসরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা কায়রোর দক্ষিণাঞ্চলে চার হাযার বছরের পুরনো একটি কবরস্থান আবিষ্কার করেছেন। গত ৫ জানুয়ারী মিসরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা একথা জানান। কায়রো থেকে ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণে পুরনো শহর আহনাসিয়াতে তারা এ কবরস্থানে চুনাপাথরের তৈরী বেশ কিছু স্তম্ভের সন্ধান পান। এ শহরটি প্রাচীন ফেরাউন ইতিহাসে ধর্ম ভিত্তিক শহর হিসাবে পরিচিতি পায়।

পারমাণবিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাশিয়া-ইরান চুক্তি স্বাক্ষর

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ সত্ত্বেও রাশিয়া ও ইরান গত ২৫ ডিসেম্বর একটি পারমাণবিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। রাশিয়ার জ্বালানি মন্ত্রী আলেকজাণ্ডার রুমিয়ানতসেভ এবং ইরানের আণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান গোলাম রেযা আকাজাদেহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী ইরানের দক্ষিণ বুশার পারমাণবিক কেন্দ্রের দ্রুত সমাপ্তি এবং ২য় পারমাণবিক কেন্দ্রের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উপর জোর দেয়া হয় বলে বার্তা সংস্থা 'ইরনা' জানায়। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গোপন পারমাণবিক কর্মসূচীর অংশ। যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে, রাশিয়া প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়াক। এই প্রকল্প থেকে রাশিয়ার আয় দাঁড়াবে ১শ' কোটি ডলার। রাশিয়ার জ্বালানি মন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও তারা প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাবেন এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি মেনে ইরানকে সহযোগিতা করবেন।

চাঁদে ফাটল আবিষ্কৃত

নভোচারীরা চাঁদে ফাটল আবিষ্কার করেছেন। এটা ইতিহাসের একটি রেকর্ড ঘটনা। ১৯৫৩ সালে চাঁদে একটি আলোর ঝলক দেখা যায়, যা একটি ক্ষুদ্র গ্রহাণুর উপর প্রভাব ফেলে। তবে ভূমি ভিত্তিক দূরবীন যন্ত্র শক্তিশালী না হওয়ায় কোন ফাটল দেখা যায়নি। এখন গবেষকরা একই স্থানে ক্ষুদ্র একটি ফাটল দেখতে পেয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক দশক পরপর কিছু নতুন ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই প্রথম কোন ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ফাটলটি দেখা গেছে চাঁদের ঠিক কেন্দ্রে। ১৯৫৩ সালে লিওন স্টুয়ার্টের তোলা ছবিতে চন্দ্র পৃষ্ঠে গ্রহাণু আকৃতি সম্পন্ন একটি জিনিসের প্রমাণ মেলে। ১১৭৮ সালে ক্যান্টরবারির গারভেজ চাঁদে একটি উজ্জ্বল ঝলক দেখতে পেয়েছিলেন। গবেষকরা ধারণা করছেন, কালক্রমে এটিই ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকরা ধারণা করছেন, এই ফাটলটি ১ থেকে ২ কিলোমিটার আকৃতির হ'তে পারে। এখান থেকে নির্গত রশ্মির শক্তি হিরোশিমা বোমার চেয়ে ৩৫ গুণ বেশী শক্তিসম্পন্ন।

দিক নির্ণায়ক গাছের সন্ধান

আমরা জানি চৌম্বিক কম্পাস সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে কম্পাস নামক এক ধরনের গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার পাতা সর্বদা উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে থাকে, যা দিক নির্ণয়ে সাহায্য করে। এ আশ্চর্যজনক কম্পাস গাছকে পাইলট উইডও (Pilot weed) বলা হয়। এরা সিলফিনামল্যাসিনিয়াটেটাম (Silphinumlacinia-tatum) গোষ্ঠীভুক্ত। এদের পাতাগুলি আকৃতিতে নাশপাতির মত। কম্পাস গাছগুলি সাধারণত ৩.৫ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। এর ফুলের রং হলদে।

মূক ও বধিরদের জন্য ভাষাযন্ত্র 'হ্যাণ্ডগ্লোভ'

এগিয়ে চলেছে শতাব্দী। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমতালে এগিয়ে চলেছে প্রযুক্তিও। ক্ষুদে বিজ্ঞানী ১৮ বছর বয়সী ছাত্র রায়ান পেটারসন একজন বোবা মহিলাকে বার্গার দোকানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি খাদ্য সামগ্রী কেনার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করার দৃশ্যটি পর্যবেক্ষণ করছিল। কিন্তু দোকানদার তার ইঙ্গিতের ভাষা বুঝতে না পেরে তাকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী দেখাচ্ছিল। বিজ্ঞানী রায়ান বিষয়টি তার গভীরতম উপলব্ধিতে নিলেন। তার উপলব্ধিতে সঞ্চারিত হ'ল এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন (?)। বোবাদের ইঙ্গিতকে আমরা ভাষায় রূপান্তর করতে পারি না? দীর্ঘ ভাবনা ও প্রচেষ্টার পর বিজ্ঞানী তার উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে প্রশ্নটির সুন্দর সমাধান দিলেন। প্রযুক্তির সমন্বয়ে তিনি একটি চামড়ার গলফ গ্লোভ আবিষ্কার করেন। সাধারণ গ্লোভের মতই এটি হাতে পরতে হবে। তবে এতে একটি ডিসপ্লে মনিটর রয়েছে। বোবারা যখন এটি হাতে পরিধান করে কোন জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করবে, তখন কাংখিত বস্তুটির নাম শব্দাক্ষরে গ্লোভের মনিটরে ভেসে উঠবে। যখন পরিধানকারী হাত নাড়াচাড়া করে কোন বস্তু যেমন 'মিল্কভিটা' দেয়ার জন্য ইঙ্গিত করবে, তখন গ্লোভের মনিটরে 'মিল্কভিটা' ভেসে উঠবে। রায়ান পেটারসনের এই উদ্ভাবনটি আমেরিকার সিমেন্স ওয়েস্টিং হাউসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় সেরা উদ্ভাবন হিসাবে পুরস্কার কুড়িয়েছে। এই উদ্ভাবনটিকে ঘিরে আরো উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। গ্লোভটি এখন বাজার জাতের অপেক্ষায়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

স্তম্ভ সংস্কৃতি বন্ধ করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

জোট সরকারের নবগঠিত মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী রেদোয়ান আহমদ বেশ কিছুদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতি কমপ্লেক্স ইত্যাদি নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে আসছেন। যেমন- চট্টগ্রামে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে শহীদ জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স, মুজিবনগরে স্বাধীনতা স্মৃতিসৌধ, রমনায় স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভ এবং সর্ব সম্প্রতি সাত জন 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সমাধিস্থলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলের পূর্বপার্শ্বে ১ একর জমি বরাদ্দ করে সেখানে মন্ত্রী নিজে এসে গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন। বাকীগুলি একে একে করবেন বলে ঘোষণা দিয়ে গেছেন। মন্ত্রী ঘোষিত স্মৃতিস্তম্ভ গুলি অতঃপর শহীদ স্তম্ভ হিসাবে পূজিত হবে এটা নিশ্চিত। অথচ শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় শাসনামলে মহিলা নেত্রী ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম সহ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'আপা এতবেশী মিনার বানালে এসবের পিলারে লোকেরা গরু বেঁধে রাখবে' *(ইনকিলাব ১৭.১২.০২, পৃঃ ১২)*।

বলাবাহুল্য ইসলামী চেতনাবিরোধী মূর্তি ও স্তম্ভ সংস্কৃতিকে সম্ভবতঃ তিনি পসন্দ করতে পারেন নি। অথচ দেশের সর্বত্র শহীদ মিনার, ভাস্কর্য, ছবি, প্রতিকৃতি ইত্যাদিতে ভরে গেছে। প্রত্যেক সরকারই যেন শ্রদ্ধা প্রদর্শণের নামে এসবের প্রতিযোগিতায় নামেন। মূর্তি পূজারী দেশ সমূহের বড় বড় শহরে স্থাপিত নেতাদের মূর্তিগুলি সর্বদা পশু-পক্ষীর বিশ্রাম ও মল-মূত্রত্যাগের স্থান হিসাবে দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়। ছবি ভাঙচুরের ঘটনা তো লেগেই আছে লেনিনের ৭২ টন ওজনের বিশাল পিতল মূর্তিটিকে সেদেশের লোকেরা গত দু'বছর পূর্বে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল। এসব দেখেও আমাদের নেতাদের হুঁশ হয় না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মূর্তি সংস্কৃতি চালু রেখে বর্তমান জোট সরকার তাদের ঘোষিত ইসলামী নীতির বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছেন। সংখ্যাগুরু মুসলিম নাগরিকদের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে তাদের আক্বীদা ও সংস্কৃতি বিরোধী এইসব শিরক ও বিদ'আতী স্তম্ভসংস্কৃতি অবিলম্বে বন্ধ করে এ ধরনের অনুৎপাদনশীল ও অপচয়ের খাতে নির্ধারিত বিশাল বাজেট দেশের গরীব মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সমূহের কল্যাণে অথবা ছিন্নমূল মানুষের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করার আহ্বান জানাচ্ছি।-*প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*

সন্ত্রাসী তালিকা হ'তে বাংলাদেশের নাম প্রত্যাহার করুন

-যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী তালিকার অন্তর্ভুক্ত করায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে কালো তালিকাভুক্ত করায় আরেকবার প্রমাণিত হ'ল যে, যুক্তরাষ্ট্র সব সময় মুসলমান ও মুসলিম স্বার্থের বিরোধী। তিনি সন্দেহ ভাজন সন্ত্রাসী তালিকা হ'তে বাংলাদেশের নাম আশু প্রত্যাহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি জোর দাবী জানান। -*প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*

সুধী সমাবেশ

সাধুহাটী, ঝিনাইদহ॥ ৬ ডিসেম্বর ২০০২, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার ডাকবাংলা বাজার শাখার উদ্যোগে স্থানীয় ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাষ্টার মুহাম্মাদ ইয়াকুব হুসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাকবাংলা বাজার দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আনাম।

প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে বাংলাদেশের প্রায় আড়াই কোটি আহলেহাদীছের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বহুমুখী সামাজিক সেবামূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরে সকল দানশীল মুমিন ভাইয়ের প্রতি তাদের যাকাত, ওশর, ফিৎরা, কুরবানীর চামড়ার অন্ততঃ সিকি অংশ এবং অন্যান্য ছাদাক্বার বৃহদাংশ এ সংগঠনে দান করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কর্মতৎপরতা বিশেষতঃ মাসিক **আত-তাহরীক** জনমনে যে বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা আশাব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেন এবং এ আন্দোলনের গতি সঞ্চারে সহায়তা করার জোরালো আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

ইসলামী সম্মেলন

পাংশা, রাজবাড়ী॥ ১৪ ডিসেম্বর ২০০২ শনিবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার বাহাদুরপুর শাখার উদ্যোগে বাহাদুরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র হাফেয মাওলানা আব্দুল্লাহ খান।

সম্মেলন পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মকবূল হোসাইন।

দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করুন

-আমীরে জামা'আত

বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া, ২০ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে ১৪শ' বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশে পরিচালিত অপারেশন ক্লীনহার্ট সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করতে গেলে তার জন্য একটি বহুমুখী প্যাকেজ প্রোগ্রাম যরূরী। এজন্য সর্বাগ্রে দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী সর্বমুখী সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। তিনি জোট সরকারের প্রতি তাদের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারলে বর্তমান সরকার দেশবাসীর নিকটে অমর হয়ে থাকবেন'।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণ শেষে থ্যাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংককে চিকিৎসারত 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী** ছাহেবের আশু রোগমুক্তির জন্য সর্বস্তরের জনগণের নিকটে প্রাণখোলা দো'আর আবেদন জানান ও সকলকে নিয়ে দো'আ করেন।

'আন্দোলন'-এর সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় চোপীনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফযলুল হক। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (নওগাঁ), সিরাজগঞ্জ জামতৈল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম আব্দুল লতীফ, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনছার আলী প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

বিরামপুর, দিনাজপুর ॥ ৩০ ডিসেম্বর, সোমবারঃ অদ্য দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার শিবপুর এলাকার উদ্যোগে যেলা সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক-এর সভাপতিত্বে শিবপুর হাইস্কুল মাঠে এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা-র অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজুল দারুল হুদা ফাযিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা আমীনুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুকুন্দপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা সাঈদুর রহমান।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে ইসলামী পরিবার গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, একটি উত্তম জাতি উপহার দিতে হ'লে সর্বাগ্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশিত একটি সুন্দর ও সুশৃংখল পরিবার গঠন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রামাণ্য আলোচনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

বৃহত্তর বরিশালে সাংগঠনিক সফর

উজিরপুর, বরিশাল ॥ ১১ ডিসেম্বর ২০০২, বুধবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বৃহত্তর বরিশাল সাংগঠনিক যেলার সভাপতি অধ্যাপক আবদুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন এক সাংগঠনিক সফরে উজিরপুর থানার মাদারসী গ্রামে সফর করেন। 'ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা' কুয়েত কর্তৃক নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এশার ছালাতের পর সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরদিন ১২ ডিসেম্বর উপস্থিত মুছল্লীদের সামনে দা'ওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। এ সময়ে তিনি ছালাতের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণও প্রদান করেন। উভয় দিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন উক্ত অঞ্চলের আহলেহাদীছ আন্দোলনের বর্ষীয়ান মুরব্বী আলহাজ্জ মনছূর আহমাদ মল্লিক। উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রামে বর্তমানে ২৫টি আহলেহাদীছ পরিবার বসবাস করছে।

বাবুগঞ্জ, বরিশাল ॥ ১২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বৃহত্তর বরিশাল সাংগঠনিক যেলার সভাপতি অধ্যাপক আবদুল হামীদ যেলার বাবুগঞ্জ থানার ভুতেরদিয়া গ্রামে এক তাবলীগী সফরে আগমন করেন। রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রত্যাগত আলেম শায়খ আ,জ,ম, আবু ছালেহ-এর বাসভবনে বাদ এশা ও পরদিন ১৩ ডিসেম্বর বাদ ফজর উক্ত গ্রামের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পৃথক পৃথক তাবলীগী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অধ্যাপক আব্দুল হামীদ প্রচলিত মাযহাব পরিত্যাগ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গঠনের উদাত্ত আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ ডিসেম্বর তিনি স্থানীয় জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবায় 'আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত' হিসাবে ছহীহ আক্বীদা ও সঠিক তরীকা অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রামের সকলেই প্রচলিত মাযহাবের অনুসারী।

১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায়

বরিশাল যেলার বাবুগঞ্জ থানার ভুতেরদিয়া গ্রামে গত ঈদুল ফিতরের দিন এক বিশাল ঈদগাহে প্রায় এক হাযার দু'শ জন হানাফী মাযহাবপন্থী মুসলমান তাদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের পরিবর্তে ছহীহ হাদীছ মুতাবিক ১২ তাকবীরে ঈদুল ফিতরের ছালাত আদায় করেন। বিষয়টি এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। উক্ত ছালাতে ইমামতি করেন রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ শায়খ আ,জ,ম, আবু ছালেহ।

বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ॥ ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আবদুর রহমান সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা সদর হ'তে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা শিক্ষা অফিসার ছারিয়া খানম।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে অত্র মাদরাসাকে সম্ভাব্য সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। প্রধান অতিথির ভাষণ শেষে মাদরাসার পরিচালক মাওলানা আহসান হাবীব বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন এবং প্রধান অতিথি মেধাবী ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি এ বছরে হেফয সম্পন্নকারী ছাত্র যহীরুল্লাহ বিন ইসহাককে পাগড়ী উপহার দেন।

শীতার্ত মানুষের পাশে আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে শীতার্ত ছিন্নমূল মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ১৪ জানুয়ারী দিবাগত রাত ১২-টা হ'তে ৩-টা পর্যন্ত তীব্র শীতের মধ্যে রাজশাহী রেলষ্টেশন, কোর্ট ষ্টেশন, কাশিয়াডাঙ্গা হাইস্কুল সহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণকারী শীতার্ত ছিন্নমুল অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল, চাদর, সুয়েটার ও ছোটদের পোষাকসহ বিভিন্ন শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর রাজশাহী যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মীগণ।

এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ হ'তে ৪২টি যেলা সংগঠনকে স্ব স্ব এলাকা হ'তে শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও শীতার্তদের মাঝে বিতরণের জন্য যরূরী নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছে। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ এলাকায় ইতিমধ্যে ত্রাণ বিতরণ শুরু করেছেন বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন যেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ

(১) পঞ্চগড় ১৪ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য যেলার ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এলাকার দুঃস্থদের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ করা হয়। এ সময়ে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুর রাযযাক (নাটোর)। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ, সহ-সভাপতি রফিজুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুন নূর, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

(২) কুষ্টিয়া ১৪ ও ১৬ জানুয়ারীঃ কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী গত ১৪ ও ১৬ই জানুয়ারী যেলার পোড়াদহ রেলষ্টেশন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা, কুষ্টিয়া শহর এলাকার দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। এ সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কুষ্টিয়া পূর্ব যেলা কর্মপরিষদ সদস্য জনাব রায়হানুল ইসলাম, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ তারীকুযযামান প্রমুখ। যেলার নন্দলালপুর এলাকাতেও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

(৩) ঠাকুরগাঁ ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে রাণীশংকৈল আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টারে এলাকার অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুর রাযযাক (নাটোর)। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব ইদরীস আলী, ঠাকুরগাঁ যেলা সভাপতি মাওলানা মুযযাম্মিল হক প্রমুখ।

(৪) দিনাজপুর -পশ্চিম ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য রাত ১১ টায় দিনাজপুর রেলষ্টেশন ও তৎসংলগ্ন বস্তিতে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুর রাযযাক (নাটোর)। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ইদরীস আলী, মাওলানা আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

(৫) নীলফামারী ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য দিবাগত রাত ১-টা ৩০ মিনিটে স্থানীয় শৌলমারী বাজার ও জলঢাকা উপযেলা শহরে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক জনাব খায়রুল আযাদ ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

(১/১৪৬)ঃ জান্নাতে প্রবেশের সময় জান্নাতীদের বয়স কত হবে?

-নাঈমা সুলতানা
সম্মান (২য় বর্ষ) বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সকলেই ৩০ বা ৩৩ বছর বয়সী হবেন। তারা কেশ ও শ্মশ্রুবিহীন এবং সুরমায়িত চক্ষু বিশিষ্ট হবেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৯ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। তারা স্থায়ী যৌবনের অধিকারী হবেন এবং দুনিয়ার ১০০ জন যুবকের সমান শক্তি সম্পন্ন হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২১; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৬, 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ হাদীছ ছহীহ)। বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০ইং।*

প্রশ্নঃ (২/১৪৭)ঃ শরী'আতে বার্ধক্যের কোন চিকিৎসা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
বান্দাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ বার্ধক্যের কোন চিকিৎসা বা ঔষধ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেননি, যার আরোগ্যের কোন ব্যবস্থা দেননি। তবে একটি রোগ ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে রোগটি কি? তিনি বললেন, (তা হচ্ছে) বার্ধক্য' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৪৫৩২ 'চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পড়ে অতি বার্ধক্য হ'তে পানাহ চেয়েছেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'উযুবিকা মিন আন আরুদ্দা ইলা আরযালিল 'উমরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিৎনাতিদ দুনইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরি।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা, কাপুরুষতা, নিকৃষ্টতম বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও ক্বরের আযাব হ'তে *(বুখারী ফাৎসহ ৬/৩৫ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৩১৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৪৮)ঃ ছালাতে দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে দাঁড়ালে তথায় শয়তান প্রবেশ করে, এটি কি হাদীছ, না কি ইজতেহাদী কথা?

-মুনশী আব্দুল ওয়াদূদ
সাং ও পোঃ বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত কথাটি ছহীহ হাদীছের, ইজতেহাদী নয়। হাদীছটি নিম্নরূপঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কাতার সমূহে ভালভাবে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং পরস্পর নিকটে থাকবে। তোমাদের গর্দানসমূহ সমান্তরাল রাখবে। সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে! নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে কালো ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় কাতার সমূহের ফাঁকে প্রবেশ করতে দেখি' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, কাতারের ফাঁক বন্ধ কর। কেননা শয়তান কাতারের ফাঁক দিয়ে ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০১)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৪৯)ঃ অনেক মুসলমান ভাইকে 'বড়দিন' পালন করতে দেখা যায়। এটি কি ঠিক? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হান্নান
চিনাটোলা, যশোর।

উত্তরঃ এটা মোটেই ঠিক নয়। কেননা কোন মুসলমান খৃষ্টানদের 'বড়দিন' উদযাপন করলে তিনি তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করলেন এবং তিনি তাদেরমধ্যেই গণ্য হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, সে ঐ জাতির মধ্যেই গণ্য হবে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪০৩১, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়; মিরক্বাত ৮/২৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৫/১৫০)ঃ জনৈক আলেম এক মহিলার জানাযা পড়ানোর সময় 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু..' এভাবে পড়ে জানাযা শেষ করলে কতিপয় আলেম প্রতিবাদ করে বলেন যে, আপনি স্ত্রী লিঙ্গ-পুং লিঙ্গ কিছুই বুঝেন না। আপনাকে পড়তে হবে 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহা ওয়ার হামহা..'। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আযম আলী
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত দো'আর প্রথমে 'মাইয়েত' শব্দের উল্লেখ আছে। আর 'মাইয়েত' শব্দটি স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং লিঙ্গ পরিবর্তন করে দো'আ পাঠের কোন প্রয়োজন নেই *(আউনুল মা'বূদ হা/৩১৮৪-এর ভাষ্য ৮/৪৯৬ পৃঃ; নায়ল ৫/৭২ পৃঃ, দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল ১১৮ পৃঃ)*। সুতরাং যিনি জানাযা পড়িয়েছেন, তিনি ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক পড়িয়েছেন।

প্রশ্নঃ (৬/১৫১)ঃ আমরা জানি যে, হারানো বিজ্ঞপ্তি মসজিদে প্রচার করা যায় না। কিন্তু মসজিদের হারানো বস্তু মসজিদে প্রচার বা বিজ্ঞপ্তি আকারে টাঙ্গানো যায় কি?

-আবদুল্লাহ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদের বা অন্য কোন স্থানের হারানো বস্তুর বিজ্ঞপ্তি মসজিদে প্রচার বা টাঙ্গানো জায়েয নয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি শুনে তাহ'লে সে যেন বলে, আল্লাহ যেন তাকে হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দেন। কেননা হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৬)*। এ অবস্থায় মসজিদের বাইরে গিয়ে ঘোষণা দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৭/১৫২)ঃ যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত পড়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছি। এক রাক'আত হ'তেই জামা'আত শুরু হ'ল। এখন আমার করণীয় কি? সুন্নাত ছেড়ে দিলে যেটুকু আদায় করেছি তার কি হবে?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সুন্নাত শুরু করার পর জামা'আত আরম্ভ হ'লে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাতের জন্য এক্বামত দেওয়া হ'লে আর কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। ছেড়ে দেওয়া সুন্নাতের পড়া অংশটুকু গণ্য হবে না। তবে তাতে তিনি নেকী পাবেন। কেননা এক সরিষা দানা পরিমাণ নেকীর কাজ করলেও তা আল্লাহ্‌র নিকটে গণ্য হবে *(যিলযাল ৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৫৩)ঃ বন্ধুর বাসায় কলিংবেল টিপতেই যান্ত্রিক শব্দে ভেসে এলো 'আসসালা-মু আলাইকুম, বারায়ে মেহেরবাণী দরজা খুলিয়ে'। এ শব্দ শুনে সালামের প্রত্যুত্তর দেওয়া যাবে কি?

-শাহনেওয়াজ
চাচকৈর, নাটোর।

উত্তরঃ পূর্ব থেকে ধারণকৃত যান্ত্রিক শব্দে সালাম প্রদান করা হ'লে তার প্রত্যুত্তর দিতে হবে না। কারণ যন্ত্র শরী'আতের দায়িত্বমুক্ত একটি বস্তু মাত্র। তবে মাইক, টেলিফোন ইত্যাদি যন্ত্রের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি সালাম দিলে তার জবাব দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৯/১৫৪)ঃ তাশাহ্হুদ ও সালামের বৈঠকে শাহাদত আঙ্গুল কতক্ষণ উঠিয়ে রাখতে হবে। এভাবে শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি?

-মুছল্লীগণ
দুবলাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ তাশাহ্হুদ ও সালামের বৈঠকে সর্বদা আঙ্গুল নাড়াতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শাহাদত আঙ্গুল নাড়িয়ে দো'আ করতেন' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৯১১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাতের বৈঠকে বসতেন তখন

তাঁর দু'হাত 'হাটুর উপর রাখতেন এবং আঙ্গুলের উপর দৃষ্টি রেখে আঙ্গুল নাড়িয়ে ইশারা করতেন ও বলতেন (তর্জনী নড়ানো কাজটি) শয়তানের বিরুদ্ধে লোহা (অর্থাৎ তীর-বর্শা) অপেক্ষা কঠিন' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৯১৭ 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৫৫)ঃ আমরা মাসিক 'মদীনা' পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু রাতে কোন সময় তা জানতে পারিনি। সঠিক সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহতাব
মুন্সিপাড়া, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মাসিক 'মদীনা'য় যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল রাতে উল্লেখ থাকে তাহ'লে ভুল হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) **১১** হিজরীর **১২** রবীউল আউয়াল সকালে রৌদ্র উত্তপ্ত হওয়ার সময় ইন্তেকাল করেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম (অনূদিত) ২/৩৮০ পৃঃ; মুখতাছার সীরাতির রাসূল ৫৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৫৬)ঃ মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যায় কি?

-আব্দুস সালাম
নতুন হাট, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আযান ও এক্বামতের মাঝে ছালাত রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। এভাবে দ্বিতীয় বার বলার পরে তৃতীয়বারে বললেন, যার ইচ্ছা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৫)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৫৭)ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে আমি দু'পাত্র জ্ঞান অর্জন করেছি। তার একটি প্রকাশ করেছি। অপর পাত্রের কথা এমন যে, যদি আমি তা প্রকাশ করি তবে এই গলা কাটা যাবে'। হাদীছটির মর্মার্থ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাবেয়া বেগম
ফী আমানিল্লাহ ভিলা
স্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।

উত্তরঃ হাদীছে উল্লিখিত পাত্র দু'টির ১ম টি হাদীছের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর যে পাত্রটি আবূ হুরায়রা (রাঃ) প্রকাশ করেননি, ওলামায়ে দ্বীন ঐ পাত্রটির মধ্যে امراء السوء। অর্থাৎ অত্যাচারী শাসকদের নাম, তাদের অবস্থা ও সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। অত্যাচারী শাসক বলতে তিনি ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ আমি যদি ঐ সমস্ত শাসকের নাম উল্লেখ করি, তবে আমার গলা কাটা যাবে *(ফাৎহুল বারী ১/২৮৯ পৃঃ 'জ্ঞান সংরক্ষণ করা' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি ৬০ হিজরীর অনিষ্ট ও যুবক শাসকদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। ঐ বছরই ইয়াযীদ খলীফা হন এবং উম্মতের মধ্যে অসংখ্য ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তৃতি লাভ করে। এ হাদীছটিতে রাবী সেই ফিৎনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। কিন্তু চুপ থাকাটাই মঙ্গল মনে করে তিনি তা উল্লেখ করেননি।

প্রশ্নঃ (১৩/১৫৮)ঃ পাথর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তা কেন জাহান্নামের জ্বালানী হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
বাইতুন নূর আলিম মাদরাসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে সে কাজে ব্যবহার করা তার জন্য শাস্তির বিষয় নয়। এছাড়া পাথরের উপর আল্লাহ তা'আলা শরী'আতের কোন বিধানও অর্পণ করেননি যে, তার কুফরীর কারণে তাকে জাহান্নামে শাস্তি স্বরূপ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হবে। পবিত্র কুরআনে الحجارة। বলতে গন্ধকের পাথরকে বুঝানো হয়েছে, যা অত্যন্ত কালো, বড় এবং দুর্গন্ধময়। যার আগুনে অত্যন্ত তেজ থাকে। এ পাথর সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার সময় এই পাথরগুলি প্রথম আকাশে সৃষ্টি করা হয় *(তাফসীরে ইবনে জারীর, মুসনাদে ইবনে আবী হাতিম, মুসতাদরাকে হাকীম)*। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য কয়েকজন ছাহাবী হ'তে সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামের মধ্যে এ কালো পাথরও থাকবে, যার কঠিন আগুন দ্বারা কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে (পাথরকে নয়)।

কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের ইন্ধন শুধু মানুষই হবে না বরং তাদের তৈরী করা পাথরের মূর্তিগুলিও সেখানে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হবে। যে মূর্তিগুলিকে তারা মা'বূদ হিসাবে উপাসনা করতো। যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ দাবী করার ও উপাস্য হবার ব্যাপারে এদের অধিকার কতটুকু' *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, পৃঃ ৫৯)*। আল্লাহ বলেন, তোমরা যাদের পূজা কর সেগুলি জাহান্নামের ইন্ধন মাত্র' *(বাক্বারাহ ২৪)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৫৯)ঃ জনৈকা স্ত্রী স্বামীর অজান্তে নীরবে স্বামীর ঘর ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনের বাসায় থেকে চাকুরীর খোঁজ করে। সে নিজেকে স্বামীর ইচ্ছার বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বামীর সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করতে অস্বীকার করে। এ ধরনের স্ত্রীর প্রতি শরী'আতের বিধান কি? সময়ের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি? স্ত্রীর এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকা প্রায় দু'মাস পূর্ণ হ'ল। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইসহাক আলী
গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ স্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্যত্র যাওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। কারণ সর্বাবস্থায় শারঈ বিরোধহীন বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে, স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নাঈম, মিশকাত হা/৩২৫৪ 'নারীদের সাথে ব্যবহার' অনুচ্ছেদ সনদ হাসান)*।

প্রশ্নে বর্ণিত স্ত্রী নিখোঁজ নয়। সেহেতু সময়ের ব্যবধান যাই হৌক না কেন তালাক না দেওয়া পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না এবং ঐ স্ত্রী কোন অবস্থাতেই মাহরাম ব্যতীত অন্য কারু বাড়ীতে থাকতে পারবে না। প্রতিষ্ঠিত হবার নাম করে সে ঘর ছেড়ে চলেও যেতে পারে না। বরং সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় স্বামীর সাথে একত্রে সংসার করতে হবে। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রী ঘর ছাড়লে সে গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর যুলুমের কারণে স্ত্রী ঘর ছাড়লে স্বামী গোনাহগার হবে। নিশ্চয়ই যালেমকে আল্লাহ ভালবাসেন না *(আলে ইমরান ৫৭)*। 'যেকোন যুলম ক্বিয়ামতের দিন যালেমের জন্য অন্ধকার রূপে দেখা দিবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৩ 'যুলম' অনুচ্ছেদ)*। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের হক আদায় না করলে ক্বিয়ামতের দিন তাদের নেক আমলসমূহ থেকে কেটে নিয়ে হকদারকে দিয়ে দেওয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*। অতএব উভয়কে সাবধান ও সংযত হ'তে হবে।

প্রশ্নঃ (১৫/১৬০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'চুল, দাড়ি পেকে গেলে তা পরিবর্তন করবে না। যারা চুল-দাড়ি সাদা রাখবে ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য তা নূর হবে। চুল-দাড়ি সাদা রাখার জন্য তাদের গুনাহ মাফ করা হবে ও নেকী দেয়া হবে' (আবুদাউদ ২/৫৭৮ পৃঃ)। হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম মুসাফির
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ। কিন্তু অর্থ ভুল করা হয়েছে। হাদীছটির সঠিক অর্থ হবেঃ 'হযরত আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতা হ'তে, তিনি তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুলগুলি উপড়িয়ে ফেল না। কেননা উহা মুসলমানদের জন্য নূর। বস্তুতঃ ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির একটি লোম সাদা হবে, এর অসীলায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৪৫৮ 'পোষাক' অধ্যায় সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬১)ঃ সূরা কাহাফের ১০৩-১০৫ নং আয়াত গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই। উক্ত আয়াতের বক্তব্যে যে সৎ আমল ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হয়েছে সে সৎ আমল গুলি কি কি? এবং কোন্ দলের লোকদের সৎ আমল ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হয়েছে? তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন গ্রন্থটি ছহীহ কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনছার আলী
বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ
চক শিয়ালকোল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট কোন আমল ও নির্দিষ্ট কোন গোত্রের কথা বলা হয়নি। বরং ঐ গোত্র ও ঐ আমলের কথা বলা হয়েছে, যে আমল গুলির পদ্ধতি আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় নয়। কিন্তু তারা এগুলিকে সুন্দর আমল বলে ধারণা করে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত দ্বারা নাছারা ও ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে। হযরত আলী, যাহহাক ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ এ আয়াত দ্বারা খারেজীদের বুঝিয়েছেন। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, শুধু খারেজী বা নাছারা ও ইহুদী নয়, বরং অন্যান্য ভ্রান্ত সম্প্রদায়কেও শামিল করে। যারা ভ্রান্ত পদ্ধতিতে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং ধারণা করে যে, তারা যা কিছু করছে, সঠিক করছে এবং আল্লাহ্র দরবারে তাদের আমল গৃহীত হচ্ছে। অথচ বাস্তবে তাদের আমল প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে *(তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/১০৪ পৃঃ)*।

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে অনেক জায়গায় ভুল তাফসীর করা হয়েছে। নমুনা স্বরূপ কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'লঃ (১) 'নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কুরআনের নির্দেশ ও হাদীছের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে' *(পৃঃ ৯, ৩২৭)*। অথচ মৃত নবী বা অন্য কারুর অসীলা দিয়ে প্রার্থনা করা স্পষ্ট শিরক। (২) 'সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে'... এক হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন' *(পৃঃ ৪২৮)*। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল আক্বীদা এবং হাদীছটি জাল। রাসূল সহ সকল মানুষ মাটির তৈরী। (৩) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন।... এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি' *(পৃঃ ১০৯৩)*। অথচ 'হায়াতুন্নবী'-র এই আক্বীদা পরিষ্কার শিরকী আক্বীদা *(যুমার ৩০)*। (৪) 'কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তাক্বলীদ করা অপরিহার্য। সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য' *(পৃঃ ৭৪৩)*। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণই কেবল অপরিহার্য এবং মুজতাহিদ ইমামগণ ভুলের উর্ধ্বে নন। (৫) 'আল্লাহ তা'আলার কোন আকার নেই' *(পৃঃ ১৪৬৫)*। অথচ কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে অন্যের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে যে, 'আমরা মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি'। এর অর্থ অনেকে করেছেন "على صورة الرحمن" 'আল্লাহ্র আকৃতিতে'। অথচ আল্লাহ্র বাস্তব আকার (صورة متشخصة) কোথায় আছে ভাবার্থ ব্যতীত? *(ঐ, ২০/১১৪)*'। এ বিষয়ে সঠিক

আক্বীদা হ'ল এই যে, আল্লাহ্র আকার আছে। কিন্তু তার তুলনীয় কিছুই নেই *(শূরা ১১)* (৬) 'এলমে তাছাউফও ফরযে আইনের অন্তর্ভুক্ত' *(পৃঃ ৫৭৬)*। অথচ দ্বীনী ইলম হাছিল করা ফরয। ইসলামের সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি। পৃথকভাবে ইলমে তাছাউওফের কোন অস্তিত্ব শরী'আতে নেই। বরং কথিত ছূফীবাদের চোরাগলি দিয়েই মুসলমানদের মধ্যে শিরক প্রবেশ করেছে। (৭) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হ'ল বড় জিহাদ। তরবারীর জিহাদ হ'ল ছোট জিহাদ' *(মর্মার্থ পৃঃ ৯০৯)*। এটি জিহাদের অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়। (৮) অনুরূপভাবে সূরায়ে 'মুহাম্মাদ' ৩৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সয়ূতীর বরাতে বলা হয়েছে যে, 'আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবুহানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন' *(পৃঃ ১২৬৩)*। এমনিতরো অসংখ্য শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমলের সুক্ষ্ম প্রচারণা চালানো হয়েছে অত্র তাফসীর গ্রন্থে। অতএব জ্ঞান-বিবেক জাগ্রত রেখেই এ তাফসীর পড়তে হবে। কেননা তার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

প্রশ্নঃ (১৭/১৬২)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, মানুষ নাকি চার বস্তু যথা আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস দ্বারা সৃষ্টি। এ কথা কি সত্য? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান বিন নূরুল ইসলাম
নিমতলা কাঁঠাল
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বর্ণিত চার বস্তু (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং শুধুমাত্র মাটি দ্বারাই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে *(ছাফফাত ১১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি শুকনা পচা ঠনঠনে মাটি থেকে' *(হিজর ২৬)*। প্রশ্নে উল্লিখিত চার বস্তুকে আনাছেরে আরবা'আহ (عناصر اربعة) বলা হয়। ঐসব বস্তু দ্বারা মানুষ সৃষ্ট করার কথা প্রাচীন দার্শনিকদের মত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এরূপ কিছু উল্লেখ নেই।

প্রশ্নঃ (১৮/১৬৩)ঃ কোন মহিলার নিকট হজ্জ পালন করার মত অর্থ-সম্পদ আছে। কিন্তু তার স্বামীর নিকট তা নেই। এমতাবস্থায় উক্ত স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতিক্রমে একাকিনী হজ্জে যেতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন ভূঁইয়া
উপ-ব্যবস্থাপক
এজাক্স জুট মিলস লিঃ, দৌলতপুর, খুলনা।

উত্তরঃ স্বামীর অনুমতি থাকলেও স্ত্রী স্বীয় স্বামী অথবা কোন মাহরাম ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই হজ্জে যেতে পারবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন পুরুষ যেন কখনও কোন স্ত্রীলোকের সাথে নির্জন স্থানে মিলিত না হয় এবং কোন স্ত্রীলোক যেন কখনও মাহরাম ব্যক্তির সাথে ব্যতীত একাকিনী ভ্রমণে বের না হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে। অথচ আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জে রওয়ানা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ২২১ পৃঃ; 'হজ্জের ফরযিয়াত, ফযীলত ও মীক্বাত' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (১৯/১৬৪)ঃ জনৈক মাওলানা আবু সুফিয়ান আল-কাদরিইয়াহর লণ্ডন ভিত্তিক এক ওয়াজের রেকর্ডে শুনলাম যে, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেননি। তার মৃত্যুর পর আযরাঈল যখন রূহ নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ বলেন, তাঁর রূহ কোথায় রাখা হবে? সুতরাং যাও যেখান থেকে রূহ নিয়ে এসেছ, সেখানে রেখে এসো। আল্লাহ্র কথামত আযরাঈল তাই করল। হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের কাপড় সরিয়ে দিতে গেলে তিনি মুচকি হাসলেন। তখন আবুবকর মুখে কান লাগালে শুনতে পান, 'ইয়া উম্মাতী ইয়া উম্মাতী'। বক্তব্যটি কতটুকু সঠিক? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মনছূর আলী
ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বেদলীল ও বানোয়াট। একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল) আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং (আপনার শত্রু-মিত্র) সবাই মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর যখন ছাহাবীগণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) সূরা আলে ইমরানের ১৪৪ আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে সবাই সান্ত্বনা দেন। যার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

'মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ কিছুই নন। তার আগে আরো অনেক রাসূল চলে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তাহ'লে তোমরা কি পিছনের দিকে ফিরে যাবে'? অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সকল প্রাণী মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান ১৮৫)*। সুতরাং বক্তার উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে শিরকী আক্বীদা ভিত্তিক। এসব মাহফিল থেকে দূরে থাকাই মুমিনের কর্তব্য। *(দ্রঃ দরসে কুরআন 'হায়াতুন্নবী' আগষ্ট '৯৯)।*

প্রশ্নঃ (২০/১৬৫)ঃ শুধু মহিলাদের সম্মেলনে পুরুষেরা পর্দার আড়াল থেকে এবং মহিলারা সামনা-সামনি মাইকে বক্তব্য পেশ করেন। মহিলাদের আওয়াজও অনেক দূর থেকে শোনা যায়। এ ধরনের বক্তব্য শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি?

-মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
চকরামপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দ্বীনী তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে মাইক দ্বারা শারঈ বিধান বজায় রেখে উক্ত রূপে বক্তব্য প্রদান করা বা শ্রবণ করা শরী'আত সম্মত।

হযরত মূসা ইবনে ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক শুদ্ধভাষী দেখিনি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৮৬ 'নবী সহধর্মিনীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের (ছাহাবীদের) মাঝে যখন কোন হাদীছ বোধগম্য হ'ত না তখন আমরা মা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট হ'তে তার সমাধান নিতাম *(ঐ, হা/৬১৮৫)*।

উক্ত হাদীছ দ্বয় হ'তে বুঝা যায় যে, মা আয়েশা (রাঃ) পুরুষদের সামনে (পর্দার অন্তরাল হ'তে) বক্তব্য প্রদান করতেন।

প্রশ্নঃ (২১/১৬৬)ঃ মসজিদের বেতনভুক ইমাম একই সাথে মাদরাসায় চাকুরী করেন। কিন্তু মসজিদের চাকুরী রক্ষার খাতিরে তিনি ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও বিদ'আতী আমল করেন ও জনগণের নিকটে তা প্রচার করেন। এজন্য তার কি পাপ হবে? তার ছালাত কবুল হবে কি? তার পিছনে আমাদের ছালাত হবে কি? তাকে সালাম দেওয়া যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী, নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি চাকুরী রক্ষার্থে ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও যদি বিদ'আতী আমল করে ও তা মানুষের মাঝে প্রচার করতে থাকে, তাহ'লে সে অবশ্যই গোনাহগার হবে এবং তার কারণে যত লোক বিভ্রান্ত হবে, সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপের বোঝা তার উপরে চাপানো হবে *(নাহল ২৫; মুসলিম, মিশকাত হা/২১০, 'ইলম' অধ্যায়)*।

ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,... তোমরা (দ্বীন সম্পর্কে) প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকো। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা বা গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম' *(তাহক্বীক্বে মিশকাত ১/৫৮ পৃঃ, হা/১৬৫' নাসাঈ হা/১৭৭৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, 'ঈমান' অধ্যায়)*।

বিদ'আতীর পিছনে ছালাত জায়েয হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করাবে। তারা যদি (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) সঠিকভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর যদি ভুল করে তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী এবং তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী ১/৯৬ পৃঃ, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

মারওয়ানের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বিদ'আত প্রকাশ পাওয়ার পরেও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তার পিছনে ছালাত আদায় করেছিলেন' *(মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৭৭ পৃঃ)*। হাসান (রাঃ) বলেন, বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় কর। বিদ'আতীর পরিণাম বিদ'আতীর উপর বর্তাবে, তোমাদের উপর নয়' *(বুখারী ১/৯৬)*।

উল্লেখ্য, যে সমস্ত মসজিদে বিদ'আতী আমল হয় ঐ সমস্ত মসজিদ বর্জন করাই ভাল। তাবেঈ মুজাহিদ বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি যোহর অথবা আছরের আযানের পরে পুনরায় মানুষকে আহ্বান করল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (আমাকে) বললেন, এই বিদ'আতীর মসজিদ থেকে বেরিয়ে চল' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৫৩৮, হাদীছ হাসান, 'আত-তাছবীব' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে মুসলমান হিসাবে উক্ত ইমামকে সালাম প্রদান করা যাবে।

প্রশ্নঃ (২২/১৬৭)ঃ মৃত ব্যক্তি তার নিজের নামে একটি গরু কুরবানী করার জন্য অছিয়ত করেছিলেন। প্রশ্ন হ'ল- মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা জায়েয কি-না? সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছালাহুদ্দীন
আসাম, ভারত।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত হিসাবে তার জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন বলে তিরমিযী ও মিশকাতে যে হাদীছটি এসেছে *(হা/১৬৪২)* তা নিতান্তই যঈফ। অন্যকোন ছাহাবী রাসূলের জন্য বা কোন মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবে কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না।

মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না। সুতরাং তাদের উপর শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী দিতে হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক *(১১৮-১৮১ হিঃ)* বলেন, যদি কেউ কুরবানী করেই বসে তবে সবটুকু ছাদাক্বা করে দিতে হবে' *(তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী সহ হা/১৫২৮, ৫/৭৮-৮০পৃঃ; দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৬৮)ঃ এক ব্যক্তি হজ্জে যাবেন। তিনি ইচ্ছা করেছেন হজ্জের সফরে সঊদীতে দীর্ঘ দিন থেকে অর্থ উপার্জন করবেন। এ নিয়তে হজ্জে গেলে হজ্জ কবুল হবে কি?

-মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাহ
ধনপাড়া, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ হজ্জ পালন করতে গিয়ে হজ্জের সময় বা পরে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয আছে। তবে এহরাম অবস্থায় এথেকে বিরত থাকতে হবে *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/২২৭-২২৮ পৃঃ, সূরা বাক্বারাহ ১৯৮ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে উকায, মাজান্না এবং যুলমাজায নামে বড় বড় বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হজ্জের সময় ছাহাবীগণ ঐ বাজারগুলিতে ব্যবসা করার ব্যাপারে গোনাহ হবার ভয় করেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ–

অর্থাৎ 'হজ্জের সময় তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করায় কোন দোষ বর্তাবে না' *(বাক্বারাহ ১৯৮, বুখারী হা/৪৫১৯ 'তাফসীর' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৬৯)ঃ গত আগষ্ট ২০০২ সংখ্যায় আক্বীক্বার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম। কিছুদিন আগে আমাদের জনৈক প্রতিবেশী আক্বীক্বা উপলক্ষ্যে মানুষকে গরুর ও মুরগীর গোশত দিয়ে দাওয়াত খাওয়ালেন এবং লোকেরা প্রায় সকলেই এর বিনিময়ে উপঢৌকন দিলেন। এটা কতটুকু শরী'আত সম্মত? এটা যদি শরী'আত সম্মত না হয় তবে গোনাহগার কে হবেন?

-মুহাম্মাদ তোফাযযল হক
প্রকৌশলী ও বিভাগীয় প্রধান (বিদ্যুৎ)
গিভেন্সী স্পিনিং মিলস্ লিঃ
হোতাপাড়া, মনিপুর, গাজীপুর।

উত্তরঃ ইসলামের সোনালী যুগে আক্বীক্বার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার কোন প্রচলন ছিল না। এটা বর্তমান সমাজের প্রচলিত প্রথা মাত্র। ইবনু আব্দুল বার্র ইমাম মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة অর্থাৎ বিবাহের ওলীমায় যেভাবে লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সেভাবে আক্বীক্বায় লোকদের দাওয়াত দেওয়া হ'ত না *(ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ, পৃঃ ৬০ 'আক্বীক্বার গোশত বন্টন' অনুচ্ছেদ)*। তবে আক্বীক্বার গোশত নিজে খাওয়া যাবে এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে দান করা যাবে *(ঐ, পৃঃ ৫৯)*। উল্লেখ্য যে, আক্বীক্বার জন্য ছাগল-ভেড়া নির্দিষ্ট। গরু বা মুরগী নয়। আক্বীক্বার দাওয়াত খাইয়ে উপঢৌকন গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে দাওয়াত দাতা ও দাওয়াতে অংশগ্রহণকারী উভয়কেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (২৫/১৭০)ঃ ফার্মের মুরগী শকুনের প্রজননে হয় কি-না? যদি শকুনের প্রজননে হয়, তাহলে ফার্মের মুগরীর গোস্ত খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
শিক্ষক, আলমারকাযুল ইসলামী
কালাদিয়া, বাগেরহাট।

উত্তরঃ কিছু পশু চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, ফার্মের মুরগী শকুনের প্রজননে হয় না। অতএব এটা হালাল হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যদি বিষয়টি বিশুদ্ধ সূত্রে সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তাহ'লে উক্ত মুরগীর গোস্ত খাওয়া হারাম হয়ে যাবে। যেরূপ ঘোড়া ও গাধার মিলনে জন্ম নেওয়া খচ্চর খাওয়া হারাম *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৭৮৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৭১)ঃ আমাদের কিছু হিন্দু বন্ধু আছে, যাদের অনেকেই পূজা উপলক্ষে আমাদেরকে দাওয়াত করে। সৌজন্যের খাতিরে তাদের বাড়ীতে গেলে তারা পূজা উপলক্ষে তৈরী বিভিন্ন খাদ্য খেতে দেয়। এ খাদ্য খাওয়া যাবে কি?

-মাহবূবুল হক
প্রাণীবিদ্যা ১ম বর্ষ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ পূজা উপলক্ষে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না এবং এ উপলক্ষে তৈরী খাদ্য খাওয়াও যাবে না। কারণ এতে শিরকের মত বড় পাপের সাহায্য করা হবে, যা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরস্পর ভাল ও তাক্বওয়াশীল কাজে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৭২)ঃ আমাদের এলাকায় ঈদুল ফিৎরের টাকা ঈদের ছালাতের পর বন্টন করা হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ শফীকুর রহমান
৫৩/৭ ব্লক-ই, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

উত্তরঃ ফিৎরার টাকা ঈদুল ফিৎরের পর বন্টন করা যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদায়ের সময় নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু বন্টনের সময় নির্ধারণ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফিৎরা ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে প্রদান কর' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফিৎরার সম্পদ হেফাযত করার জন্য আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে দায়িত্বশীল করেছিলেন। যে হাদীছে বেশ কিছুদিন ফিৎরার খাদ্য শস্য জমা রেখেছিলেন বলে প্রমাণিত হয় *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*। ইবনু ওমর (রাঃ) ঈদুল ফিৎরের এক বা দু'দিন পূর্বে জমাকারীর নিকটে ফিৎরা জমা করতেন *(বুখারী হা/১৫১১)*। ইমাম বুখারী বলেন, 'তাঁরা এগুলি সংগ্রহের জন্য জমা করতেন ফক্বীরদের মধ্যে (ঈদের আগে) বন্টনের জন্য নয়' *(ঐ, ব্যাখ্যা ফৎহুল বারী ৩/৪৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৭৩)ঃ তাবলীগ জামা'আতের এক বয়ানে জানতে পারলাম ছালাতে এমন দিলে দাঁড়াতে হয় যেন সামনে আল্লাহ, ডানে জান্নাত, বামে জাহান্নাম, পিছনে আযরাঈল (মালাকুল মঊত) রয়েছেন। বক্তব্যটি কি সঠিক?

-মাহবূবুর রহমান
বড়সোহাগী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত বয়ান আদৌ সত্য নয়। ইবাদতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি এমন মনে না হয় তাহ'লে মনে করতে হবে যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১)*। অর্থাৎ গভীর একাগ্রতা ও আল্লাহ ভীতির সাথে ইবাদত করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/১৭৪)ঃ সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতে যাকে কাফির বলা হয়েছে আমরা তাকে কাফির বলব না মুসলমান বলব? কাফির হ'লে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে কি?

-রহমতুল্লাহ
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র কোন বিধানকে হালকা গণ্য করে অথবা হারামকে হালাল মনে করে অথবা কোন বিধানকে অস্বীকার করে অর্থাৎ কুরআনের ফায়ছালাকে গ্রহণ না করে তাহ'লে তাকে 'কাফির' বলা যাবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। তবে এরূপ না হ'লে তাকে ফাসিক বলা যাবে, কাফির নয়। এ মর্মে বিস্তারিত দেখুনঃ তাফসীর ইবনে কাছীর ও যুবদাতুত তাফসীর মায়েদা ৪৪-এর সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

প্রশ্নঃ (৩০/১৭৫)ঃ এক বেনামাযী ৮ বিঘা জমির এক চতুর্থাংশ জমি রাগ করে কোন এক মসজিদে দান করেছে। এই দান সঠিক হয়েছে কি? মসজিদে দান করা জমি ফেরৎ নেওয়া যাবে কি?

-আতাউর রহমান (ফার্মাসিস্ট)
জাহানাবাদ, সুলতানগঞ্জ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ নামাযী হৌক বা বেনামাযী হৌক, রাগ করে হৌক বা স্বাভাবিক অবস্থায় হৌক হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদ মসজিদ বা যেকোন বৈধ স্থানে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করলে তা দান বলে গণ্য হবে এবং তা ফেরৎ নেওয়া যাবে না। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে একজনকে দান করেছিলাম। লোকটি প্রাণীটিকে দুর্বল করে দেয়। সে কম দামে দিবে মনে করে আমি ক্রয়ের ইচ্ছা করি। বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে তিনি বললেন, তুমি এটি ক্রয় কর না। তুমি তোমার ছাদাক্বায় ফিরে যেয়ো না একটি দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলেও। নিশ্চয়ই ছাদাক্বা প্রদান করে পুনরায় তা ফিরিয়ে নেওয়া কুকুরের বমন করে তা পুনরায় ভক্ষণ করার ন্যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৪)।*

প্রশ্নঃ (৩১/১৭৬)ঃ লায়লাতুল ক্বদরে সারা রাত নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আরীফা খাতুন
কোরপাই সিনিয়র মাদরাসা
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ লায়লাতুল ক্বদরে দীর্ঘ ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদির মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করা সুন্নাত। এজন্য বিশেষ কোন ছালাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা গায়ের রামাযানে ১১ রাক'আতের অধিক রাত্রিকালীন নফল ছালাত আদায় করেননি' *(বুখারী ১/১৫৪; মুসলিম ১/২৫৪ ইত্যাদি)।* তবে এ দো'আটি বিশেষভাবে পড়ার কথা এসেছে-

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

'আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২০৯১)।*

প্রশ্নঃ (৩২/১৭৭)ঃ মোর্দাকে দাফন করার পর মোর্দার কল্যাণের জন্য নিকটতম ব্যক্তিরা কিছুক্ষণ দো'আ করতে পারে কি?

-আব্দুল মতীন
সাকনাইর চর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ মোর্দাকে দাফন করার পর মোর্দার কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাওয়া সুন্নাত। ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মোর্দাকে দাফন করে অবসর হ'লে কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তার জন্য দৃঢ়তা প্রার্থনা কর। যেন সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়। এখন তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে' *(আবূদাউদ, মিশকাত হা/১৩৩)।* অন্য হাদীছে ছেড়ে যাওয়া নেককার সন্তানকে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বলা হয়েছে। কারণ সে তার পিতার জন্য দো'আ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)।*

প্রশ্নঃ (৩৩/১৭৮)ঃ সূরা আলে ইমরানের ১০৪ ও ১১০নং আয়াতের ব্যাখ্যা কি একই, না ভিন্ন?

-আবদুর রহমান
সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সূরা আলে ইমরানের ১০৪ ও ১১০ নং আয়াতের সারমর্ম একই। ১০৪নং আয়াতের অর্থঃ 'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দিবে সৎ কাজের এবং নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ'ল সফলকাম'। ১১০ নং আয়াতের অর্থঃ 'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে'।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৭৯)ঃ আমরা পাঁচ ভাই। আমার পিতা জীবদ্দশাতেই ছেলেদেরকে অর্ধেক সম্পত্তি লিখে দিয়ে গেছেন। কিন্তু ছোট ছেলেকে এক বিঘা বেশী দিয়েছেন। এতে আমরা অন্য ভাইয়েরা অসন্তুষ্ট রয়েছি। আমার পিতার এরূপ কমবেশী করা ঠিক হয়েছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মাজেদ
কালীগঞ্জহাট, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ অংশীদারদের মাঝে সমানভাবে সম্পত্তি বন্টন করাই শরী'আত সম্মত। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বলেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি রাযী নই। অতঃপর আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমার এ ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু তার মা আপনাকে এতে সাক্ষী রাখার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপ দিয়েছ? তিনি উত্তরে বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহকে

ভয় কর। তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯ 'বিক্রয়' অধ্যায়)*। অতএব আপনাদের পিতার এরূপ কমবেশী করে সম্পত্তি বন্টন করা ঠিক হয়নি। এমতাবস্থায় পিতার আখেরাতে মুক্তির জন্য সন্তান হিসাবে সবাইকে একটি সন্তোষজনক সমাধানে আসতে হবে ও পিতার মাগফেরাতের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করতে হবে। সন্তানেরা উক্ত এক বিঘা সম্পত্তি আপোষে ভাগ করে নেবে অথবা অংশ ছেড়ে দিয়ে সন্তুষ্ট হবে। তবুও পিতাকে আখেরাতে দায়মুক্ত করা সন্তানের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বটে।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৮০)ঃ আমাদের এক শিক্ষিত হিন্দু বন্ধু এটিএন চ্যানেলের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানটি দেখে এমনভাবে ইসলামের পক্ষে কথা বলেন, যেন তিনি মুসলমান। কিন্তু তিনি হিন্দু হয়ে আছেন। আমাদেরকে বা যেকোন মুসলমানকে দেখলে তিনি সালাম দেন। এখন আমরা উত্তরে কি বলব?

-সিরাজুল ইসলাম
আমীন বাজার, গাবতলী, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন হিন্দুকে কোন মুসলমান সালাম দিলে শুধুমাত্র 'ওয়া 'আলায়কুম' (وَعَلَيْكُمْ) বলে উত্তর দিতে হবে। আবু আব্দুর রহমান জোহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ইহুদীদের সালাম প্রদান করো না। তবে তারা যদি তোমাদের সালাম প্রদান করে, তাহ'লে তোমরা শুধুমাত্র 'ওয়া'আলায়কুম' বল' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৯৯৯)*। আনাস (রাঃ) হ'তেও মিশকাতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, কোন মুসলমান কোন অমুসলিমকে সালাম দিতে পারবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*। তবে মুসলিম-অমুসলিম মিশ্রিত থাকলে সাধারণভাবে সকলকে সালাম দেওয়া যাবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৯ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৮১)ঃ জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তাদের চর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে। ফলে এরপর তো আর শাস্তি অনুভূত হবে না। কেননা শরীরে তো আর চামড়া নেই। কুরআন-হাদীছের আলোকে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে জানতে চাই।

-আনীসুর আলী
লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ জাহান্নামীরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই জাহান্নাম সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে' *(নাবা ২১-২৪)*। তার শাস্তি সর্বদা তীব্রতর ভাবে অনুভূত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের চর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে, তখনই উহার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে...' *(নিসা ৫৬)*। আল্লাহ পাক আরো বলেন, 'আমি তাকে নিক্ষেপ করব 'সাক্বারে'। তুমি কি জান 'সাক্বার' কি? উহা জাহান্নামবাসীকে জীবিতাবস্থায়ও রাখবে না আবার মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না' *(মুদ্দাছ্ছির ২৬-২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন জাহান্নামের আগুনের (উত্তাপের) সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! (জাহান্নামীদের শাস্তিদানের জন্য) দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর উহার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তর ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬৫ 'জাহান্নাম ও জাহান্নামের অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং চামড়া দগ্ধ হ'লে পুনরায় নতুন চামড়া তৈরী করে শাস্তি অব্যাহত থাকবে। এভাবেই জাহান্নামীরা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। *(দ্রঃ দরসে কুরআন 'জাহান্নামের বিবরণ' আগষ্ট ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৮২)ঃ যাকাতকে ইবাদতে মালী কেন বলা হয়?

-এহসানুল্লাহ
কালাই জুম্মাপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে ছালাত কায়েমের নির্দেশ দানের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যাকাতের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থকে পবিত্র করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইসলাম মুসলিম জাতিকে সারা বিশ্বে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য ইসলাম যাকাতকে ইবাদতে মালী বা অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয় এবং হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফির ও পাপীকে ভাল বাসেন না' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*। *বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে হাদীছ 'যাকাত দারিদ্রতা বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী' ডিসেম্বর '৯৯।*

প্রশ্নঃ (৩৮/১৮৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে। মাতাল অবস্থায় কি তালাক গ্রহণযোগ্য হবে? দলীলভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-আকরাম
নাড়াবাড়ী, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় (২) নাবালেগ ব্যক্তি, যতক্ষণ না বালেগ হয় (৩) জ্ঞান হারা ব্যক্তি, যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৭০৩)*। সুতরাং মাতাল হয়ে ক্রুদ্ধ অবস্থায় তালাক দিলে ইসলামী শরী'আত মতে ঐ তালাক গ্রহণীয় নয়। ক্রোধান্ধ বলতে ঐ ক্রোধকে বুঝতে হবে, যাতে স্বামী তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৭/৩৬৫ পৃঃ)*। *বিস্তারিত দেখুনঃ 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তক।*

প্রশ্নঃ (৩৯/১৮৪)ঃ সুন্দরবনে জনৈক ব্যক্তিকে প্রথমে বাঘে আংশিক খেয়ে ফেলে। পরে শৃগালে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে। কবর দেওয়ার মত কিছু পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় কবরের যে শাস্তি ও আযাবের কথা বলা হয়েছে তা কি ভাবে সম্ভব? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ যে দেহ নিয়ে আমরা চলাফেরা করি, এটি হ'ল আমাদের জৈবিক বা জড়দেহ। মানুষ যেখানে যেভাবে মরবে, সেখানে সেভাবেই তার কবর আযাব অথবা শান্তি হবে। আল্লাহ যেকোন ভাবেই কবরের শাস্তি বা শান্তি প্রদান করতে পারেন। এর জন্য মানুষের জড়দেহ বা মাটির বানানো কবর শর্ত নয়। কবর আযাবের বিষয়টি সম্পূর্ণ অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়। যে বিষয়ে মানবীয় জ্ঞানের প্রবেশাধিকার নেই। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপরে নিঃশংকচিত্তে আমাদের ঈমান আনতে হবে। অহেতুক সন্দেহ-দ্বন্দ্বের দোলাচলে পড়ে ইহকাল ও পরকাল হারানোর পিছনে কোন যুক্তি নেই। *দেখুনঃ দরসে কুরআন 'কবরের কথা' জুন ২০০০; 'কবর আযাব' অধ্যায়, মির'আত ১/২১৭।*

প্রশ্নঃ (৪০/১৮৫)ঃ দেহের অনেক অঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি। বহু চিকিৎসা করেও কোন ফল পাইনি। এমন কোন দো'আ আছে কি, যা পড়লে ব্যথার কষ্ট হ'তে পরিত্রাণ পাব।

-দিল মুহাম্মাদ
ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ব্যথা দূরীকরণের দো'আ নিম্নরূপঃ ওছমান বিন আবুল 'আছ (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর থেকে দেহের এক স্থানে ব্যথার কষ্ট ভোগ করতেন। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পেশ করলে তিনি বলেন, ব্যথার স্থানে হাত রেখে তুমি তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো'আ পাঠ করবেঃ

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ-

উচ্চারণঃ আ'উযু বি'ইযযাতিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্র সম্মান ও তাঁর ক্ষমতার দোহাই দিয়ে ঐ বিষয়ের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা আমি ভোগ করছি এবং আশংকা করছি'। তিনি বলেন, এটি করায় আল্লাহ আমার কষ্ট দূর করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩ 'রোগীর দেখাশোনা' অনুচ্ছেদ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈহিক কোন কষ্ট পেলে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে নিজ দেহে বুলাতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০। *ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।*